চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 56 Wednesday, 25 January, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ৫৬ সংখ্যা ✱ ১০ মাঘ, ১৪২৯, বুধবার, ২৫ জানুয়ারি, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

'বিচার করুন, ভগবানের পরেই আপনারা', বিচারপতিদের বললেন ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারিঃ 'হাইকোর্টকে নিয়ে খেলা হচ্ছে। কোর্টের একটা গরিমা আছে, সেটা বিজেপি নষ্ট করে দিচ্ছে। জানি না কেন, মাননীয় বিচারপতিরা কেন সহ্য করছেন?' টাকা নয়ছয় করার অভিযোগে সম্প্রতি রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে কলতাতা হাইকোর্টে। সেই মামলা প্রসঙ্গেই এমনটা বললেন কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, যে কোনও ব্যাপারে এভাবে জনস্বার্থ মামলা হয়? কত

মামলা আটকে রয়েছে, সেগুলোর দ্রুত সমাধান জরুরি বলে মনে করছেন তিনি। মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''যে কোনও ব্যাপারে পিআইএল হয়? হাইকোর্টে কত মামলা আটকে রয়েছে। বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদছে। সেগুলোর সুরাহা কবে হবে? শুধু এই মশলাদার মামলাই হাইকোর্টে চলবে? বিচারপতিদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করছি, দয়া করে বিচার করুন। ভগবানের পরের স্থানটাই আপনাদের, আপনারা বিচার করুন।'' সাম্প্রতিককালে বিচারপতিদের সম্পর্কে নানা ধরনের মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের। আর হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে যে ভাবে বিক্ষোভ দেখানোর ছবি দেখা গিয়েছে, তা নিয়েও রাজনৈতিক তরজা কম হয়নি। এবার বিচারপতিদের কাছে প্রকৃত বিচারের আর্জি জানালেন ফিরহাদ। উল্লেখ্য, আইন-শৃঙ্খলা সহ একাধিক ইস্যুতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। রাজ্য সরকার বা রাজ্য পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নও উঠেছে সে সব মামলা। এবার অভিযোগ উঠেছে, কেন্দ্রের পাঠানো অন্তত ২ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি টাকা কোন খাতে ব্যবহার করা হয়েছে, তার কোনও হিসেব নেই। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর, শিক্ষা দফতর ও পঞ্চায়েত দফতরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। ক্যাগ ও রাজ্যের অর্থসচিবকে সেই মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

রাজ্যপালকে নিয়ে ক্ষুব্ধ শুভেন্দুরা

রাজভবন তৃণমূল অফিস হয়ে গেছে, বললেন স্বপন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারিঃ সরস্বতী পুজোর দিন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস হাতেখড়ি হবে। সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান ও প্রশাসনিক প্রধানের মধ্যে সৌজন্য সম্পর্কের এই যে আবহ তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে এ বার ফোঁস করল বিজেপি। শুধু ফোঁস করা নয়, তাদের সরাসরি অভিযোগ যে আনন্দ বোস রাজভবনকে কার্যত তৃণমূলের পার্টি অফিস বানিয়ে ফেলেছেন। রাজ্যপালের পক্ষে যা শোভা পায় না। সন্দেহ নেই এই অভিযোগের মাত্রা ও বহর খুবই বড়। কারণ, কেন্দ্রে প্রধান শাসক দল হল বিজেপি। এটা ঠিক যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সুপারিশের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যপালদের রাষ্ট্রপতিই নিয়োগ করেন। কিন্তু বাস্তব হল, এই নিয়োগও পুরোপুরি রাজনৈতিক। বিজেপি তাদের পুরনো নেতা ও আস্থাভাজনদেরই রাজ্যে রাজ্যে বড়লাট করে পাঠিয়েছে। ফলে সেই বিজেপি যখন কোনও রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এভাবে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বাংলা থেকে আনন্দ বোসকে সরানোর জন্য ইতিমধ্যে নর্থ ব্লকে

ঠিক নয়। পুরো শিক্ষা দফতর এখন জেলের ভিতরে। এই সময়ে লোক দেখানো হাতেখড়ি অবান্তর ব্যাপার। এটা একটা স্টান্ট। এর মধ্যে রাজ্যপালের আসা উচিত নয়।'' স্বপন এখানেই থামেননি। তিনি বলেন, ''উনি অবসরের স্বর্গরাজ্য তথা পেনশনার্স প্যারাডাইস হিসাবে এখানে আসেননি। বাংলার একটা জটিল সমস্যা রয়েছে। এর আগে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা নিয়ে সরেজমিনে পরিস্থিতি দেখতে উনি এসেছিলেন। সেই পরিস্থিতি এখনও রয়েছে। অথচ সে সব ভুলে অনেক বেশি যেন প্লে অ্যাক্টিং হচ্ছে। তাঁর লেখা বই সরকার অনুবাদ করবে, বইমেলায় বেরোবে। এ সব আদিখ্যেতার থেকে বড় ঘটনা বাংলায় ঘটছে।'' স্বপন এও বুঝিয়ে দেন যে রাজ্যপাল আনন্দ বোসকে নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী খুবই নিরানন্দ। স্বপনের কথায়, বিরোধী দলনেতার পদটিও সাংবিধানিক। রাজভবনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে পিছনের আসন দেওয়া হচ্ছে। তাঁকে ডেকে অপমান করা হচ্ছে। আর রাজ্যপাল কিছু বলছেন না। এটা চলতে পারে না। এখন কৌতূহলের বিষয় হল স্বপন বা শুভেন্দুর এই মতের সঙ্গে বাংলার গোটা বিজেপি কি একমত।

আবেদন শুরু হয়ে গিয়েছে। বলে রাখা ভাল, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে স্বপন দাশগুপ্তের সম্পর্ক ভাল। বলা যেতে পারে খুবই ভাল। বিজেপির অন্দরে স্বপনের আরও পরিচয় রয়েছে। তা হল তিনি মোদি-শাহর অত্যন্ত আস্থাভাজন। আসলে প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অরুণ জেটলির সঙ্গে স্বপনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রেই মোদি-শাহর কাছের নেতা হয়ে ওঠেন স্বপন। এহেন স্বপন দাশগুপ্ত এদিন বলেন, ''সরস্বতী পুজোর সময়ে অনেকেই হাতেখড়ি দেন। একজন বাংলা শিখতে চাইছেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা অতটা সাদামাঠা নয়। একটা রাজনৈতিক বার্তা রয়েছে। তা হল এই হাতেখড়ি অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যেন বোঝানো হচ্ছে যে বাংলায় শিক্ষার ক্ষেত্রে সব ঠিক আছে। কিন্তু তা তো

একটু পিছনে হাঁটলে দেখা যাবে এর আগের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে শুভেন্দুর অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক ছিল। কথায় কথায় রাজভবনে চলে যেতেন শুভেন্দু। আবার দিলীপ ঘোষ তখন বলতেন, রাজভবনকেন্দ্রিক রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন না। বরং সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকলে মানুষের কাছে গিয়ে বলা ভাল। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, স্বপন এদিন যেভাবে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তা বেশি করে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে বিজেপি চায় রাজভবন তাদের কথায় চলুক। কোনও রাজ্যপাল তা না করলেই তাঁর উদ্দেশে প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে তাঁরা দ্বিধা করে না। বিজেপির এই অবস্থান নিয়ে তৃণমূল এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। দেখা যাক তারা এ বিষয় নিয়ে কী মত জানায়।

'ক্ষমতায় এলে একশো দিনের মধ্যে করে দেখাব'

মেঘালয়ে ইস্তেহার প্রকাশে বললেন অভিষেক

শিলং, ২৪ জানুয়ারিঃ মেঘালয় বিধানসভা নির্বাচনের ইস্তেহার প্রকাশ করল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ইস্তেহার প্রকাশ পায়। বাংলার ধাঁচে বেশ কিছু প্রকল্প যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী চালু করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পাশাপাশি তৃণমূলের ইস্তেহারে গুরুত্ব পেয়েছে মেঘালয়ের স্থানীয় বিষয়গুলিও। তৃণমূলের ইস্তেহারে বলা হয়েছে, মেঘালয়ের সামাজিক স্কিমগুলি প্রসারের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে বেশি। কৃষিকাজের জন্য কৃষকদের আর্থিক সাহায্যে দেওয়ারও ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কৃষিজাত পণ্য যথাযথ ভাবে বিক্রির ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো যথাযথ গঠনের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরি এবং মহিলা ও শিশুদের জন্য হাসপাতাল বানানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যসাথীর ধাঁচে মেঘালয় হেলথ ইন্সুইরেন্স ও ওষুধের দোকানে ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে তৃণমূলের ইস্তেহারে শিক্ষাক্ষেত্রেও জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতি ব্লকে মডেল স্কুল এবং কোয়ালিটি এডুকেশনের কথা বলা হয়েছে ইস্তেহারে। সামাজিক প্রকল্পগুলির মধ্যে, ঘরে ঘরে জল পরিষেবার প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে। এর সঙ্গে বিদ্যুৎ পরিষেবা ২৪ ঘণ্টাই থাকবে বলে জানানো হয়েছে। সবথেকে চমক 'উই কেয়ার' ও 'মাই কার্ড' পরিষেবার কথা বলা হয়েছে ইস্তেহারে। এছাড়া সড়কপথ উন্নত করার কথা বলা হয়েছে ইস্তেহারে। ক্রীড়া ক্ষেত্রেও ইস্তেহারে একগুচ্ছ ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। মিউজিক, স্পোর্টস, হেরিটেজে জন্য একের নিচুস্তরে ব্লক লেভেলে কাজের কথা বলা হয়েছে। একাধিক স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি তৈরির বিষয়ে জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিটি জেলায় স্টেডিয়াম হবে বলে জানানো হয়েছে। মেঘালয়ে পর্যটন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই বিষয়টিতেও নজর দেওয়া

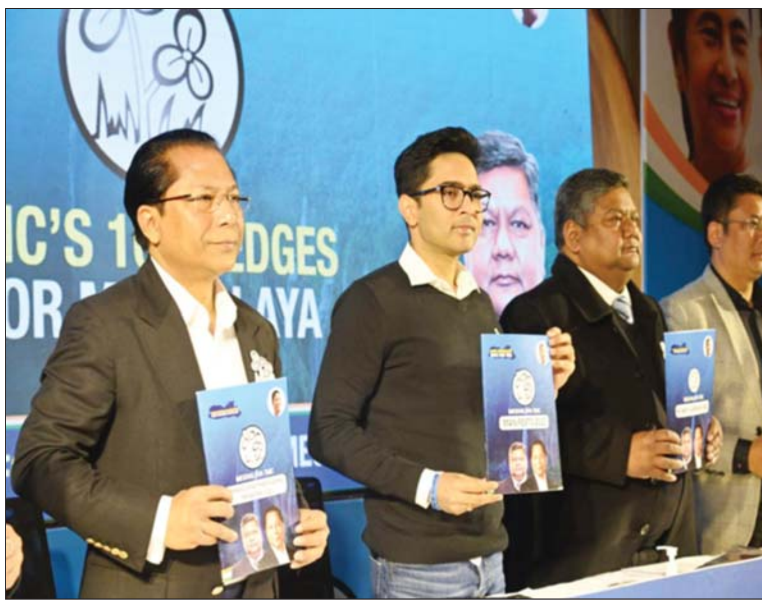

হয়েছে ইস্তেহারে। ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থানের যথাযথ সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ক্ষমতায় এলে অসম-মেঘালয় সীমানা সমস্যা মেটানোর কথা বলা হয়েছে তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহারে। নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশের সময়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এটা একটা বই নয়। যেখানে ১০টা পয়েন্ট শুধু লিখে রাখা আছে। এটা আমাদের অঙ্গীকার। আর এমরা এটা করেই দেখাবো। আমাদের মিশন মেঘালয়ে রাজ্যের মানুষের জন্যেই কাজ করার কথা উল্লেখ আছে। সাধারণ মানুষের কথা শুনেই কাজ করা হবে। সাধারণ মানুষের বিরোধী হবে এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। তৃণমূল স্তরের মানুষের সাথে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'' তিনি আরও বলেন, ''বিরোধীরা বলছে, আমরা নাকি বহিরাগত দল। আমরা নাকি মেঘালয় সম্পর্কে কিছু জানিনা। আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলছি, যাঁরা আমাদের চ্যালেঞ্জ করছেন, তারা মেঘালয় নিয়ে কোনও ভিশন প্রকাশ করতে পারেননি। আমি কোন রাজনৈতিক দলের নাম নিচ্ছি না। কে কী করেছেন রাজ্যের জন্য তা মানুষ দেখতে পাচ্ছেন। আমরা একমাত্র দল যাঁরা শুধু কথা বলে থেমে থাকিনা। আমরা কাজটাও করি।'' অভিষেক এদিন বলেন, ''আমার কথা একটাই যা এখানে বলেছি, তাতে সরকারে আসলে আমরা ১০০ দিনে এই কাজ করে দেখানো হবে। অনেকের প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যে কাজ করব বলছি, আর্থিক সাহায্য করছি, তাতে আমাদের কাছে এত অর্থ আসবে কোথা থেকে? এই রাজ্যেই অর্থ আছে। যার অধিকার আছে এই রাজ্যের মানুষেরই। আমরা সেটি পাইয়ে দিতে আমরা সচেষ্ট। এখানে গত ৫ বছর ধরে একটা অপদার্থ সরকার চলছে।''

ফের ওএমআর প্রকাশের নির্দেশ বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারিঃ 'যাঁরা বিতর্কিত নিয়োগ পেয়েছেন, সিবিআই তাঁদের ধরে সোজা জিজ্ঞেস করুক, কাকে টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। এটা কি ইয়ার্কি হচ্ছে!' নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় এমনটাই বললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। তাঁর দাবি, কাদের টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে এটা জানতেই হবে সিবিআইকে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ ডি পদে নিয়োগে বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলা হয়েছিল। ওএমআর-এর তথ্য বিকৃত করার কথা আদালতে আগেই জানিয়েছিল সিবিআই। সেই সব প্রার্থীর নাম, ঠিকানা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি বসু। এসএসসি-কে এদিন প্রশ্ন করা হয়, যদি এই সব কর্মীদের সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেখানে দ্রুত নিয়োগের জন্য কতটা প্রস্তুত এসএসসি? কর্মী না থাকলে যে স্কুল চালানো সমস্যা হবে, সে কথাও উল্লেখ করেন বিচারপতি। তাঁর আরও প্রশ্ন, কেন এসএসসি এদের সরাতে নিজে থেকে পদক্ষেপ করছে না? মঙ্গলবার বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, ''৪ হাজার ৪৮৭ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী ও ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের ওএমআর শিট প্রকাশ করতে হবে।'' আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সেই উত্তরপত্র প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সিবিআই গাজিয়াবাদ থেকে যে সব ওএমআর উদ্ধার করেছে সেগুলোই প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে। এর আগে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রুপ ডি সংক্রান্ত মামলায় ওএমআর প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও তা প্রকাশ করা হয়নি। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

রেড রোডের কুচকাওয়াজেও দুর্গাপুজো নিয়ে বিশেষ ট্যাবলো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারিঃ দিল্লির পর রেড রোডের কুচকাওয়াজেও মা দুর্গা ও নারী শক্তির ক্ষমতায়ন। নবান্ন সূত্রে খবর, প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজ্যের তরফে রেড রোডে মোট তিনটি ট্যাবলো প্রদর্শন করা হবে। তার মধ্যে রয়েছে দুর্গাপুজো নিয়ে বিশেষ ট্যাবলো। পাশাপাশি পুলিশের তরফে একটি ট্যাবলো এবং যুব কল্যাণ দফতরের তরফে আরও একটি ট্যাবলো রাখা হবে। ইতিমধ্যেই রেড রোডের কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি একদম শেষ পর্যায়ে। এ বার আসন সংখ্যাও বেশি রাখা হয়েছে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। অন্যদিকে প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির কুচকাওয়াজে এ বার পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলোর থিম ও বাংলার দুর্গাপুজো। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিশেষজ্ঞ কমিটি রাজ্যের এই নয়া ভাবনার ট্যাবলোকে অনুমোদন করেছে।তবে এ বার অনুমোদন দেওয়ার আগে একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞ কমিটি মনে করলে কুচকাওয়াজের আগের দিন শেষ লগ্নে বাতিল করে দিতে পারে। তাই রাজ্য সরকার এ বার অনেক সতর্ক। যাতে তীরে এসে তরী না ডোবে। গত বছরই প্রজাতন্ত্র দিবসে নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের ১২৫ বছর জন্মবার্ষিকীতে তৈরি পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো বাতিল করে দিয়েছিল কেন্দ্র। এ নিয়ে

রাজনৈতিক বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। ট্যাবলোয় কী থাকবে? লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী, কার্তিককে নিয়ে এক চিত্রে মা দুর্গার অবস্থান। ট্যাবলোর সামনে একটি কলাগাছের দু'ধারে দুই মহিলা শঙ্খ বাজিয়ে মহাশক্তির আগমনীর বার্তা দিচ্ছেন। আর মাকে ঘিরে রয়েছেন মহিলারা। ঢাক, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে বরণ করছে। জগত সৃষ্টির মূলে রয়েছে 'মা' অর্থাৎ নারী শক্তি। সেই নারীর ক্ষমতায়নের কথাই বলা হয়েছে। যার প্রতিফলন আমরা পাই মা দুর্গার মধ্যে। তাই দুর্গাপুজো শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের উৎসবের রূপান্তরিত হয়েছে। এটাই বিশ্বের সামনে তুলে ধরা। প্রসঙ্গত, ইউনেস্কো ২০২১ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার দুর্গা পুজোকে হেরিটেজ মর্যাদা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতিকে স্মরণ করতে গত বারই দুর্গাপুজোকে ঘিরে এক মাস ধরে রাজ্য জুড়ে উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। কার্নিভালের মধ্যে দিয়ে যার সমাপ্তি হয়। সূত্রের খবর, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট জনদের নিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করা হয়। তাঁরাই বিভিন্ন সময় ট্যাবলোর রূপরেখা দেখে বিচার বিশ্লেষণ করে নির্বাচিত করেন। এ জন্য অনেক সময়ই ট্যাবলোর রূপরেখার কিছুটা পরিবর্ধন করার সুপারিশও করা হয় বিশেষজ্ঞ কমিটি থেকে। যেমন এ বার পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলোর ক্ষেত্রে হয়েছিল। প্রথমে এই ট্যাবলোর সামনে মঙ্গলঘট বসানো হয়েছিল। বিশেষজ্ঞ কমিটির তরফে মঙ্গলঘটের বদলে কলাগাছ ও দুই মহিলা শাঁখ বাজাচ্ছেন এমন দৃশ্য রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়। রাজ্য সরকার তা মেনে নিয়ে নতুন করে রূপরেখা পেশ করার পরই বিশেষজ্ঞ কমিটি অনুমোদন দিয়েছে।

দিল্লিতে আপ-বিজেপি ধুন্ধুমার, ফাঁকাই থেকে গেল মেয়রের চেয়ার

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারিঃ মঙ্গলবার (২৪ জানুয়ারি), ফের একবার ভেস্তে গেল দিল্লির মেয়র নির্বাচন। এদিন, মেয়র নির্বাচনের জন্য দিল্লির সিভিক সেন্টারে ভোটাভুটির প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরই, হট্টগোল শুরু হয়। যার জেরে অধিবেশন মুলতবি করে দিতে বাধ্য হন প্রোটেম স্পিকার। যে কারণে এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য মেয়র নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেল। তাই, এক মাসেরও বেশি আগে নির্বাচনের ফল বের হওয়ার পরও, দিল্লির মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের আসন ফাঁকাই রয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে চলতি মাসের শুরুতেই বিজেপি ও আপ কাউন্সিলরদের হট্টগোলের জেরে দিল্লির মেয়র নির্বাচন সম্ভব হয়নি। এদিন আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য পুর অধিবেশন স্থগিত করে দেওয়া হল। এর আগে গত ৬ জানুয়ারি প্রথমবার দিল্লির মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচনের দিন ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু, প্রোটেম স্পিকার মনোনয়ন থেকেই আপ ও বিজেপি কাউন্সিলরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধেছিল। পুর নির্বাচনে আপ জয়লাভ করলেও, দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর, বিজেপি কাউন্সিলর সত্যা শর্মাকে প্রোটেম স্পিকার মনোনীত করেন। সেই যাত্রা বিরোধ মিটলেও, এরপর প্রোটেম স্পিকার নির্বাচিত কাউন্সিলরদের বদলে মনোনীত কাউন্সিলরদের প্রথমে শপথ গ্রহণ করার জন্য ডাকতেই ফের দুই পক্ষে বাদানুবাদ শুরু হয়েছিল। যা শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি, ধাক্কাধাক্কিতে গড়ায়। স্থগিত হয়ে যায় মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচন। ওই দিনের ঘটনার পরও, এদিন ফের সত্যা শর্মা শপথ গ্রহণের জন্য প্রথমে ডাকেন মনোনীত ১০ কাউন্সিলরকেই। তাঁদের শপথগ্রহণ হয়। তারপর নির্বাচিত কাউন্সিলররাও শপথ গ্রহণ করেন। এরপর, মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচনের আগে ১৫ মিনিটের জন্য অধিবেশন স্থগিত ছিল। সূত্রের খবর, সেই সময় কয়েকজন বিজেপি কাউন্সিলর 'মোদি মোদি' স্লোগান দিতে দিতে সিভিক সেন্টারের ভিতর ঘোরাঘুরি করা শুরু করেন। তাঁরা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধেও স্লোগান দেন বলে অভিযোগ। আপ কাউন্সিলরদের বেঞ্চের সামনে গিয়ে তারা স্লোগান দেওয়া শুরু করেন বলে অভিযোগ। পাল্টা স্লোগান দিতে শুরু করেন আপ কাউন্সিলররাও। এরপরই প্রোটেম স্পিকার অধিবেশন মুলতবি করে দেন।

১৪৪ ধারা উপেক্ষা করেই আন্দোলন চাকরিপ্রার্থীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারিঃ আপার প্রাইমারি চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভ। করুণাময়ীতে সেই বিক্ষোভ চলে। বিকাশ ভবনে পৌঁছনর আগেই কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে পুলিশ আটক করে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার হকের চাকরির দাবিতে চাকরিপ্রার্থীরা আচার্যভবনের সামনে মিছিল করে আসছিলেন। বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনগুলিতে তাঁরা যখন মিছিল করে নামে, অভিযোগ, সেই সময় বলপূর্বক পুলিশ তাঁদের আটক করে। তাঁদেরকে উত্তর বিধাননগর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এদের প্রত্যেকের একটাই দাবি, ২০১৪ সালে আপার প্রাইমারিতে যে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়। সেই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২০১৫ সালে তাঁরা পরীক্ষাও দেন। ২০১৬ সালে উত্তীর্ণদের তালিকা প্রকাশ হলে সেই তালিকায় তাঁদের নাম ছিল বলেও দাবি করেন তাঁরা। কিন্তু তারপর আর ইন্টারভিউ নেওয়া হয়নি তাঁদের। কেন তাঁদের ইন্টারভিউ হল না? যোগ্য থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁদের চাকরি হল না সেই সকল প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতেই তাঁরা আচার্য সদনে পর্ষদ সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কিন্তু তাঁর আগেই তাঁদেরকে আটক করে পুলিশ। অপরদিকে, বিক্ষোভরত আন্দোলনকারীদের পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে ১৪৪ ধারা জারি থাকার কারণে তাঁদের আন্দোলন করতে দেওয়া যাবে না।

প্রধানমন্ত্রী গ্রামীন আবাস যোজনায় অনুমোদনের সময়সীমা বাড়াল কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারিঃ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাড়ি তৈরি না করা গেলে রাজ্যের বরাদ্দ কোটা অন্য রাজ্যকে দিয়ে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় রাজ্যকে অনুমোদন দেওয়ার সময় এমনটাই শর্ত দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে। আর এবার কার্যত বুমেরাং হল। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ফের তাদের সিদ্ধান্ত বদল করল। আরও একমাস সময় সীমা বাড়ানো হল কেন্দ্র গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার অধীনে বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া যাবে। এই মর্মে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে রাজ্যকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। যদিও বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়ার সময়সীমা শেষ ছিল ৩১শে ডিসেম্বর। যদিও নবান্নের তরফে সেই সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি রাখা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক সেই আর্জি, প্রথম দফায় খারিজ করে রাজ্যকে একাধিক শর্ত দিয়ে পাঠিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার জন্য। আর এবার সেই পথেই হাঁটল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। তবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্ত বদল কেন? নবান্নের আধিকারিকদের একাংশের ব্যাখ্যায় কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পেয়েও বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে একাধিক রাজ্য পিছিয়ে পড়েছে। বিশেষত উত্তর প্রদেশের মত

রাজ্যগুলি ও এখনো পর্যন্ত গ্রামীন আবাস যোজনার লক্ষাধিক অনুমোদন বকেয়া রয়েছে। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাড়ি তৈরির অনুমোদন না দেওয়া হলে সেই রাজ্যের কোটা অন্য রাজ্যে চলে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যগুলিরও বরাদ্দ কোটা অন্য রাজ্যে চলে যেতে পারে। তার জন্যই এই বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে বলেই দাবি নবান্নের আধিকারিকদের একাংশের। প্রসঙ্গত ৩১ শে ডিসেম্বর এর মধ্যে রাজ্যের বরাদ্দ হওয়া ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৮৮টি বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়ার কাজ শেষ করতে হবে। না হলে পড়ে থাকা বরাদ্দ চলে যাবে অন্য রাজ্যের কাছে। এমনই একগুচ্ছ শর্ত দিয়ে গত ২৪ শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গকে আবাস যোজনা প্রকল্পের বরাদ্দ দেয় কেন্দ্র। রাতদিন এক করে রাজ্য প্রশাসনের তরফে আবাস যোজনার বাড়ি অনুমোদনের জন্য নেমে পড়ে। ১০ লক্ষ ৫০ হাজার বাড়ি তৈরির অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হয়। নাম বাদ দেওয়া হয় একাধিক উপভোক্তাদের তালিকা থেকে। বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বিক্ষোভ এর ঘটনা ঘটে। নবান্নের আধিকারিকদের ব্যাখ্যা সারা দেশে এখনো পর্যন্ত প্রায় ১৪ লক্ষ বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া যায়নি। তবে অনুমোদনের সময়সীমা বাড়ানো হলেও প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় কেন্দ্রের তরফে এখনো রাজ্যকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। যা নিয়েও কেন্দ্র-রাজ্য দড়ি টানাটানি চলছে। আপাতত গ্রামীণ আবাস যোজনার অধীনে বাড়ি তৈরির অনুমোদনের কাজ শেষ হলেও কেন্দ্রীয় বরাদ্দ না আসায় বাড়ি তৈরির কাজ কার্যত থমকে রয়েছে। উল্টে কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে রাজ্যকে চিঠি পাঠিয়ে একাধিক প্রশ্নমালার উত্তর চাওয়া হয়েছে। বিশেষত আগের দেওয়া টাকার হিসেব দিতে বলা হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। তারপরেই পরবর্তী কিস্তির টাকা দেওয়া হবে রাজ্যকে। ইতিমধ্যেই আবাস যোজনায় কেন্দ্র কেন টাকা দিচ্ছে না তা নিয়ে ফের সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রকে কড়া আক্রমণও করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি আবাস যোজনা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যে কেন্দ্রীয় দল পরিদর্শন ও করে গিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ দিবসে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃমঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশ দিবস উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।এদিন রাষ্ট্রপতি মুর্মু টুইট করেছেন, উত্তরপ্রদেশ দিবসে রাজ্যের বাসিন্দাদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। জনবহুল এই প্রদেশ সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি ও সমাজ পরিবর্তনের আদর্শ উপস্থাপন করে আসছে। আমি উত্তরপ্রদেশের মেধাবী এবং পরিশ্রমী বাসিন্দাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানাই।প্রসঙ্গত, ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি ইউনাইটেড প্রদেশের নাম উত্তর প্রদেশে পরিবর্তন করা হয়। প্রাক্তন রাজ্যপাল রাম নায়েকের উদ্যোগে প্রথম দিনটি পালিত হয়। ২০১৭ সালের মে মাসে তকালীন উত্তর প্রদেশ সরকার প্রতি বছর ২৪ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশ দিবস উদযাপন করার ঘোষণা করেছিল।

মঙ্গলবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও মঙ্গলবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় নয়মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম। মঙ্গলবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

ঘন কুয়াশার জেরে হাওড়া স্টেশনে ব্যাহত রেল পরিষেবা

হাওড়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার ভোর থেকে ঘন কুয়াশায় ঢাকে শহর ও শহরতলি। দৃশ্যমান্যতা কম থাকায় যানবাহনের গতি কম ছিল। ফগ লাইট জ্বালিয়ে চলাচল করে গাড়ি। ঘন কুয়াশার জেরে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত। বেশ কিছু দূরপাল্লার ট্রেন নির্ধারিত সময়ের থেকে বেশ খানিকটা দেরিতে ঢুকছে।হাওড়া গামী ডাউন চম্বল এক্সপ্রেস, দুন এক্সপ্রেস, অমৃতসর মেল, বিভূতি এক্সপ্রেস, হিমগিরি এক্সপ্রেস, কালকা মেল-সহ একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে ঢোকে। এদিন সকাল থেকে ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে হাওড়া ব্রিজ, নবান্ন এবং সাঁতরাগাছি ব্রিজ। দৃশ্যমান্যতা কম থাকায় ধীরে চলাচল করে যানবাহন।

অসমে ক্যাজুয়াল সরকারি কর্মচারীদের বেতন বার্ষিক তিন শতাংশ বাড়বে, ক্যাবিনেট বৈঠকের পর জানান মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি (অসম), ২৪ জানুয়ারি ঃ অসমে চুক্তিভিত্তিক সরকারি কর্মচারীদের বেতন স্থ্যাল বার্ষিক তিন শতাংশ বাড়বে, জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।গত সোমবার জনতা ভবনে অসম ক্যাবিনেটের বৈঠকের পর আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বৈঠক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির তথ্য দিতে গিয়ে এই খবর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, রাজ্যে সামগ্রিক উন্নযনের ক্ষেত্রে তাঁর সরকারের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার অংশস্বরূপ পুলিশ কর্মীদের বীরত্বকে স্বীকৃতি, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, আইটিআই-এর সুবিধা সম্প্রসারণ, জেএনইউতে শ্রীমন্ত শংকরদেবের আসন, ক্রীড়া পরিকাঠামোর সুরক্ষা, অসম মালার প্রাক এবং পূর্ববর্তী নির্মাণকার্য্য, গ্রেড এ প্রাপ্ত স্কুলের ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিতকরণ সহ বেশ কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিলমোহর পড়েছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ আশা করি এই সিদ্ধান্ত গুলি রাজ্যের প্রগতিতে যথেষ্ট শক্তিশালী ভূমিকা গ্রহণ করবে।’ হিমন্তবিশ্ব জানান, ‘ আমরা ক্যাজুয়াল কর্মচারীদের বেতন তিন শতাংশ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সে অনুযায়ী অসম সরকার মাস্টার রোল, ক্যাজুয়াল কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া রাজ্যে ওয়ার্কচার্জ ভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম বার্ষিক বৃদ্ধি চলতি বছরের আগামী ১ এপ্রিল প্রদান করা হবে,’ জানান তিনি।উল্লেখ্য, ক্যাজুয়াল কর্মচারীরা বছরে কমপক্ষে ৩ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার মাধ্যমে ১৩ হাজারেরও বেশি ক্যাজুয়াল কর্মচারী, মাস্টার রোল এবং ওয়ার্কচার্জডরা উপকৃত

হবেন।মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিস্তারিত নির্যাস দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা জানান, শৌর্য ও ত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ নিরস্ত্র এবং সশস্ত্র শাখার কর্তব্যরত বোমা বা গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত নন-গ্যাজেটেড পুলিশকর্মীদের পদোন্নতির জন্য বাধ্যতামূলক প্রি-প্রমোশন ক্যাডার পাঠ্যক্রম থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের নন-গ্যাজেটেড পুলিশকর্মীদের পদোন্নতি কার্যকর করতে অসমের পুলিশ-প্রধানকে ক্ষমতা প্রদান করতে কার্যালয় স্মারকপত্রে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।এছাড়া, ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক পরিষেবাকে স্বীকৃতি দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা জানান, ২০২২ সালে গুণোসবে উল্লেখযোগ্য পরিষেবা তথা শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে যে সব বিদ্যালয় গ্রেড এ লাভ করেছে এবং অসম সর্বশিক্ষা অভিযান ও রাজ্য পুল শিক্ষকদের অধীনস্থ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকদের চাকরি প্রদর্শনভিত্তিক নিয়মিত করতে অনুমোদন মিলেছে।বিদ্যালয়গুলির অতিরিক্ত পরিকাঠামো সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রকল্পের অতিরিক্ত পরিকাঠামোর জন্য নাবার্ড থেকে আরআইডিএফ-XXVIII-এর অধীনে অনুমোদিত ১,৬৩১টি প্রকল্পের জন্য ১০১ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে।বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নবজাতক এবং প্রসবজনিত মৃত্যুর হার হ্রাসের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহ রোধ করতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন, ২০০৬-এর অধীনে ২,১৯৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবকে এখন থেকে ‘ প্রতিরোধ (নিষেধাজ্ঞা) আধিকারিক’ হিসেবে নিয়োগ করা হবে। এই সকল আধিকারিকরা বিয়ের পাত্রীর ১৪ বছরের নীচে এবং ১৪ থেকে ১৮ বছরের মেয়েদের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন, ২০০৬-এর বলে পক্সো আইনের অধীনে এফআইআর দায়ের করবেন। এ ব্যাপারে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া হয়েছে।এছাড়া, অসমে দক্ষতামূলক কার্যসূচিগুলির সমন্বয় সংস্থা হিসেবে অসম দক্ষতা বিকাশ অভিযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পদক্ষেপগুলির একত্রীকরণ করতে এক ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ গঠন করা হবে। অন্যদিকে, অপরিহার্য এলাকায় পিপিপি মোডে আইটিআই স্থাপনের জন্য সরকারী ভূমি কিংবা অব্যবহৃত ভবনের সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, ব্যক্তিগত, পিপিপি, আইএমসি-র বলে আইটিআই-শিক্ষার্থীদের ভরতি মাশুলের সমর্থন হিসেবে রাজ্য স্ব-অগ্রাধিকার উন্নয়ন গ্রামীণ প্রকল্পের অধীনে অল্পাহারের ব্যবস্থা করবে সরকার।এভাবে, শ্রীমন্ত শংকরদেব এবং রাজ্যের ভক্তি আন্দোলনের বিষয়ে বহিঃরাজ্যে অধ্যয়ন এবং গবেষণাকে উৎসাহিত করতে নয়াদিল্লিতে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমন্ত শংকরদেব আসন স্থাপন করা হবে।শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের জন্য ২০২৩-এর ১৯ মার্চ অসমের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং শীর্ষ আধিকারিকদের দ্বারা নয়াদিল্লির জাতীয় যুদ্ধ স্মারক ভ্রমণের দিন হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।ক্রীড়া বিজ্ঞানের মাধ্যমে রাজ্যের ক্রীড়া সম্ভাবনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ২৩.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে গুয়াহাটি এবং যোরহাটে উচ্চ ক্রীড়া প্রশিক্ষণ এবং পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। তাছাড়া, সর্বজনীন ক্রীড়া পরিকাঠামোর সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং অবিবেচিতভাবে লিজ দেওয়া বন্ধ করতে অসম ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ এবং অসম ক্রীড়া পরিষদের অধীনে সম্পত্তি লিজ বা ভাড়ায় দিতে ক্যাবিনেটের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।তিনি জানান, যে সব ক্রীড়া প্রকল্প অসমের ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের অধীনে স্থাপন করা হবে সেগুলি যথাক্রমে ডিব্রুগড়ের খানিকরে অবস্থিত বহুমুখী ক্রীড়া প্রকল্প উত্তর লখিমপুরের সাবতিতে অ্যাথলেটিক স্টেডিয়াম, ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, ইনডোর স্টেডিয়াম, টেনিস এবং ভলিবল কোর্টে সমৃদ্ধ ক্রীড়া প্রকল্প শুয়ালকুচির লক্ষ্মীনাথ খেলার মাঠে ফুটবল স্টেডিয়াম, ইনডোর স্টেডিয়াম, লন টেনিস কোর্টে সমৃদ্ধ ক্রীড়া প্রকল্প ১০টি জেলায় সরকারি জমির প্রতিটিতে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে দশটি স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যে ৪০টি বিধানসভা এলাকার প্রতিটিতে ১২ কোটি টাকার তহবিল থেকে ৪০টি স্টেডিয়ামের বিকাশ ঘটানো হবে।অসম মালার রাস্তার প্রাক এবং পূর্ববর্তী নির্মাণকার্য সম্পর্কে তিনি জানান, নির্মাণোত্তর পাঁচ বছরের প্রদর্শন-আধারিত তত্ত্বাবধনের পাশাপাশি অসম মালা এসওপিডি, ২০২২-২৩-এর অধীনে নিডা-র রাস্তার বিকাশ ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ভূমি অধিকরণ সহ প্রাক-নির্মাণ কার্যপন্থার জন্য আজ অনুমোদন মিলেছে।

‘ভারত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে সম্পৃক্ত’, বিবিসির তথ্যচিত্রে প্রতিক্রিয়া ওয়াশিংটনের

ওয়াশিংটন, ২৪ জানুয়ারি ঃবিবিসির তথ্যচিত্র নিয়ে ভারতের পক্ষেই সওয়াল করলেন আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র নেড প্রাইস। নেড প্রাইস জানান, তিনি এই ধরনের কোনও তথ্যচিত্র সম্বন্ধে অবগত নন। তবে, দুই দেশ যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে সম্পৃক্ত, সেই বিষয়ে আমেরিকা অবগত।সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করছিলেন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র নেড প্রাইস। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ওয়াশিংটন ও নয়া দিল্লির মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে। তার অন্যতম কারণ হল ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-উভয়েই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করে। এই সাংবাদিক বৈঠকের সময়ই একজন পাক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন বিবিসির এই বিতর্কিত তথ্যচিত্র নিয়ে। প্রাইস সরাসরি বলেন, আপনি যে তথ্যচিত্রের কথা বলছেন সেই বিষয়ে আমি অবগত নই। তবে ওয়াশিংটন ও নয়া দিল্লির গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে আমি পরিচিত। প্রাইস জানান, নয়া দিল্লির সঙ্গে ওয়াশিংটনের বৈশ্বিক কৌশলগত বন্ধুত্বকে শক্তিশালী করার জন্য বেশ কয়েকটি বিষয় রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক। উল্লেখ্য, বিবিসির এই তথ্যচিত্র প্রসঙ্গে আগেই বিদেশ মন্ত্রকের তরফে স্পষ্ট জবাব দেওয়া হয়েছিল। এই তথ্যচিত্রকে পক্ষপাতদুষ্ট ও প্রচারমূলক হিসেবে উল্লেখ করে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বলেন, তথ্যচিত্রটি আসলে নির্মাতা সংস্থার মনগড়া। আমরা মনে করি এটা একটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। একটি নির্দিষ্ট নিন্দিত বর্ণনাকে তুলে ধরার জন্য এই ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে। এটি পক্ষপাতদুষ্ট। বস্তুনিষ্ঠ তো নয়ই এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতা স্পষ্ট ধরা পড়েছে। প্রতিক্রিয়া দিয়ে এই ধরনের চলচ্চিত্রকে মর্যাদান্বিত করব না। এদিকে গত ২১ জানুয়ারিই বিবিসির এই তথ্যচিত্রের লিঙ্ক শেয়ার করা একাধিক ইউটিউব ভিডিয়ো ও টুইটার পোস্ট ব্লক করার নির্দেশ দেয় নয়াদিল্লি

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী সুখু

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষা করলেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দাযিত্ব নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এটাই সুখুর প্রথম বৈঠক।এই উপলক্ষ্যে, রাজ্যে বাস্তবাযিত় বিভিন্ন উন্নযন় প্রকল্প সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার সময় মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রকে উদার সহায়তা প্রদানের আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন যে পরিকাঠামোর গতি বাড়ানোর লক্ষ্যে

কেন্দ্রীয় সরকারের চালু করা রোপওয়ে নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি যোজনা এবং পার্বতমালা যোজনা সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষ এই দুটি প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হবেন। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি সংযোগ ও পরিকাঠামো উন্নযন় বর্তমান সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী হিমাচলি শাল, টুপি এবং স্মারক উপহার দিযে প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানান। প্রধানমন্ত্রী মোদী সুখবিন্দর সিং সুখুকে হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে রাজ্যকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

সশস্ত্র বাহিনীতে ‘বড় পরিবর্তন’ আনছে রাশিয়াঃজানান রুশ চিফ অফ দ্য জেনারেল স্টাফ ভ্যালেরি গেরাসতকারে

মস্কো, ২৪ জানুয়ারি ঃদেশের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে সশস্ত্র বাহিনীতে ‘বড় পরিবর্তন’ আনছে রাশিয়া। এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছে রুশ চিফ অফ দ্য জেনারেল স্টাফ ভ্যালেরি গেরাসতকারে । তিনি বলেন, একইসঙ্গে এর মাধ্যমে রাশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রগতির শর্ত তৈরি করা হবে - রুশ চিফ অফ দ্য জেনারেল যোগ করেন।পরিকল্পনা অনুযায়ী, রাশিয়ার সুপ্রিম কমান্ডার-ইন-চীফের অনুমোদিত পরিকল্পনার অধীনে, সামরিক জেলা হিসেবে মস্কো ও লেনিনগ্রাদকে তৈরি করা হবে।গেরাসিমভ বলেন, ইউক্রেনের খেরসন ও জাপোরোঝিয়ে অঞ্চলে তিনটি মোটরচালিত রাইফেল বিভাগ গঠন করা হবে। একইসঙ্গে কারেলিযার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি সেনা কর্পস তৈরি করা হবে। এর আগে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছিল, রাশিয়া তার সামরিক কর্মীদের সংখ্যা ১৫ লাখে উন্নীত করেছে। এর কারণে বাহিনীতে পরিবর্তনগুলো ঘটবে।এ প্রসঙ্গে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শোইগু বলেছেন, ‘ বাহিনীর মূল কাঠামোগত উৎপাদানগুলো শক্তিশালী করার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সামরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।’

কেন্দ্রীয় বরাদ্দের অর্থ রাজ্যের নয়ছয়ের অভিযোগ, অর্থসচিবকে মামলায় জুড়তে বলল হাই কোর্ট

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ রাজ্য কি সত্যিই কেন্দ্রীয় বরাদ্দের প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকা নয়ছয় করেছে? উত্তর জানতে এই সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যের অর্থসচিবকে জুড়তে নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট।এর আগে রাজ্যকে দেওয়া কেন্দ্রের অর্থ অন্য খাতে খরচ করা নিয়ে সরব হয়েছিলেন রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। এই জনস্বার্থ মামলাতেও মামলাকারীরা জানিয়েছেন, হিসাব না দেওয়া টাকার মধ্যে পুরসভা এবং নগরোন্নয়ন দফতরের ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি রয়েছে। পঞ্চায়েত এবং গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে কেন্দ্রে দেওয়া অর্থের মধ্যে ৮১ হাজার ৮৩৯ কোটি টাকার হিসাব দেওয়া হয়নি। শিক্ষা ক্ষেত্রেও

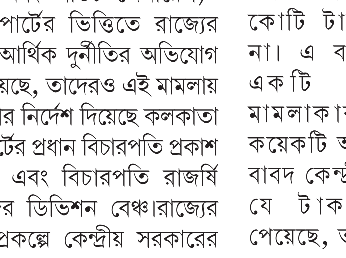

হিসাব না দেওয়া অর্থের পরিমাণ ৩৬ হাজার কোটি টাকার বেশি।একই সঙ্গে যে কেন্দ্রীয় সংস্থা ক্যাগ (কম্প ট্রোলার এবং অডিট জেনারেল)-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্যের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে, তাদেরও এই মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ।রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো টাকা নয়ছয় করার অভিযোগ এনে আদালতে জনস্বার্থ মামলা করেন রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। একই সঙ্গে এই ঘটনার সিবিআই তদন্তেরও দাবি করেছিলেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার মামলাটি দায়ের করা হয় কলকাতা হাই কোর্টে। আবেদনে বলা হয়েছিল, ২০২১ সালের ৩১ মার্চে ক্যাগের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলার বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রের পাঠানো কোটি কোটি টাকার হিসাব মিলছে না। এ ব্যাপারে আদালতে একটি হিসাব দিয়ে মামলাকারীরা জানান, গত কয়েকটি অর্থবর্ষে বিভিন্ন প্রকল্প বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে যে টাকা রাজ্য সরকার পেয়েছে, তার মধ্যে ২ লাখ ২৯ হাজার ৯৯ কোটি টাকার হিসাব জমা দেওয়া হয়নি।তবে জগন্নাথ ওই মামলা বিজেপি নেতা হিসাবে করেননি। সাংবাদিকের পরিচয়ে এই মামলা করেন তিনি। তিনি ছাড়াও মামলাকারীদের মধ্যে রয়েছেন আইনজীবী সুমনশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী ঋত্বিক পাল।জনস্বার্থ মামলায় ক্যাগের ওই রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই আর্থিক গরমিলের সিবিআই তদন্তের আবেদন জানানো হয়। বলা হয়, জনগণের স্বার্থে পাঠানো টাকা লুট করা হয়েছে। তাই অবিলম্বে এর তদন্ত হওয়া দরকার। মঙ্গলবার আদালতের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী ৩০ জানুয়ারি মামলাটির শুনানি হতে পারে।

দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির জন্য বিজেপি সরকার দায়ীঃখাড়গে

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) শাসনকালে দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে বলে অভিযোগ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সম্প্রতি খাড়গে টুইট লিখেছেন, বিজেপি অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফাঁক এতটাই গভীর করেছে যে দেশের সাধারণ মানুষ এতে ডুবে যাচ্ছে। ভারতের সবচেয়ে ধনী ১ লোক দেশের ৪০-এর বেশি সম্পদের মালিক। জনসংখ্যার অর্ধেক জনসংখ্যার মাত্র তিন শতাংশ অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি বলেন, কংগ্রেস দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে। ভারত জোড়ো যাত্রা অর্থনৈতিক বৈষম্যের শূন্যস্থান পূরণের আন্দোলন। প্রসঙ্গত, কংগ্রেস সভাপতি সোমবার টুইট করে দেশের ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে ব্যর্থ বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রতিদিন ৯ জন দৈনিক শ্রমিক গুজরাটে এবং ১১৫ জন দেশে আত্মহত্যা করছেন।

উত্তরপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা দিবসে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখ।।উত্তরপ্রদেশ দিবসে উত্তরপ্রদেশবাসীকে অনেক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত কয়েক বছরে রাজ্যের উন্নয়ন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উত্তরপ্রদেশের মানুষ অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমি এই রাজ্যের অব্যাহত সমৃদ্ধি কামনা করি যা দেশের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বলেছেন, উত্তরপ্রদেশের জনগণকে তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে অভিনন্দন। এর গৌরবময় ইতিহাস, সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এবং স্থাপত্যের বিস্ময় রাজ্যটিকে ভারতের প্রাণবন্ত মানচিত্রে গর্বের অনন্য স্থান দিয়েছে।

ডঃ বি ভি দোশীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার উজ্জ্বল স্থপতি ডঃ বি ভি দোশীর মৃত্যুতে গভীর দু ঃখ প্রকাশ করেছেন। ড. দোশীর সঙ্গে সাক্ষাতের পুরনো ছবিও শেয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।তিনি টুইট করেছেন, ডঃ বি ভি দোশী জি একজন উজ্জ্বল স্থপতি এবং একজন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান নির্মাতা ছিলেন। ভবিষ্যত প্রজন্ম ভারত জুড়ে তার সমৃদ্ধ কাজের প্রশংসা করে তার মহত্বের আভাস পাবে। তাঁর মৃত্যু দু ঃখজনক। তাঁর পরিবার ও ভক্তদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা।

দিগ্বিজয় সিংয়ের বক্তব্য থেকে সরে এল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃকংগ্রেসের প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিংয়ের বিবৃতি থেকে সরিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস। তিনি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরে ভারত জোড়ো যাত্রা চলাকালীন দিগ্বিজয় সিংকে এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং তিনি বলেন যে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সম্মান করেন। এদিকে দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, তিনি সোমবার টুইট করে সিংয়ের বক্তব্য পরিষ্কার করেছেন। সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ, দলীয় নেতা দিগ্বিজয় সিংকে সমর্থন করে বলেন, তিনি সোমবার টুইট করে সিংয়ের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ইস্যুতে দিগ্বিজয় সিংকে প্রশ্ন করা উচিত নয়।প্রসঙ্গত, দিগ্বিজয় সিং জম্মু ও কাশ্মীরে একটি বৈঠকের সময় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি অভিযোগ করেছিল যে কংগ্রেস দেশের সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করে না। কংগ্রেস প্রায়ই সেনাবাহিনীর বীরত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে। রমেশ তার টুইটে বলেছিলেন যে

নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুললেন কুন্তল

কলকাতা,২৪ জানুয়ারি ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জোর কদমে নেমে পড়েছে ইডি । একের পর এক তথ্য খুঁজে বের করছে তারা । এরই মাঝে কুন্তল ঘোষকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিধাননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । আর তারপরেই মঙ্গলবার নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুললেন কুন্তল ।সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কুন্তলকে এদিন বলেন,'' আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমি তাপস মণ্ডল এবং নীলাদ্রি ঘোষকে টাকা দিয়েছি। ‘ ফাঁসানো হয়েছে। আমি তাপস মণ্ডল এবং নীলাদ্রি ঘোষকে টাকা দিয়েছি। সিবিআই'কেউ সে কথা জানিয়েছি''। জানা গিয়েছে, মানিক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডলের পাশাপাশি নীলাদ্রি ঘোষকেও কুন্তল টাকা দিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন ।

জম্মু থেকে উধমপুর পর্যন্ত ভারত জোড়া যাত্রা অব্যাহত

জম্মু, ২৪ জানুয়ারি ঃ কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর ভারত জোড় যাত্রা মঙ্গলবার জম্মুর সিদ্ধা থেকে শুরু হয়ে উধমপুর জেলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। যাত্রাটি নাগরোটায় সংক্ষিপ্তভাবে থামবে এবং ঝাজ্জার কোটলিতে মধ্যাহ্নভোজনের পরে উধমপুরে পৌঁছাবে এবং রামবনে একটি রাতের যাত্রা বিরতি করবে। এদিকে রাহুল গান্ধীও উধমপুরে একাধিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। দিগ্বিজয় সিং, জয়রাম রমেশ, রজনী পাতিলের মতো কংগ্রেসের বড় নেতারা এই যাত্রায় সামিল হয়েছেন। যাত্রাকে সামনে রেখে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হযেছে।কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কন্যাকুমারী থেকে শুরু করে কাঠুয়া, সাম্বা ও জম্মু হয়ে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে যাত্রাটি উধমপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। ৩০ জানুয়ারি শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর ময়দানে এই যাত্রা শেষ হবে।যাত্রার সময়সূচি অনুযায়ী ২৫ জানুয়ারি সকাল ৮টায় মৈত্র রামবন থেকে যাত্রা শুরু হবে, খোবাগে থামবে এবং দুপুর ২টায় হরপুরা বানিহালের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। এ সময় বিকেল ৪টায় ল্যাঙ্গেড বানিহালে একটি কর্নার সভার আয়োজন করা হবে। প্রজাতন্ত্র দিবসে যাত্রা বিশ্রাম নেবে।

আমেরিকায় পর পর তিন হামলা, বন্দুকবাজদের গুলিতে নিহত অন্তত ন'জন

ক্যালিফোর্নিয়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ ফের বন্দুকবাজের হামলায় রক্তাক্ত মার্কিন মুলুক। এবারও ক্যালিফোর্নিয়ায় চলল গুলি। ক্যালিফোর্নিয়ায় চিনা নববর্ষের উৎসবে হামলার পর আবার বন্দুকবাজের দৌরাত্ম্য আমেরিকায়। তিনটি পৃথক হামলায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ন'জনের।আমেরিকার আইওয়া প্রদেশের ডেস মোইনেস শহরের একটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সোমবার আচমকাই হানা দেন বন্দুকবাজেরা। স্কুলে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকেন। দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম হন দুই ছাত্র-সহ তিন জন। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসা চলাকালীন ওই দুই ছাত্রের মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় শিক্ষকের চিকিৎসা চলছে।ডেস মোইনেস পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের এখনও শনাক্ত করা যায়নি। তাঁরা নাবালক কি না, স্পষ্ট নয় তা-ও।ঘটনার পর স্কুল থেকে পালিয়ে যান দুষ্কৃতীরা। ওই বন্দুকবাজদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। পরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শহরের রাস্তায় একটি গাড়ি আটক করা হয়। সেখান থেকে তিন জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। স্কুলে হামলার নেপথ্যে তাঁদের যোগ থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৫জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার, ১০মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৫জানুয়রিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ১০ মাঘমাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১০ মাঘ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ১০ মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৭.০৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৬.০৭ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৫১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার । জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৯মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা - ২০মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃনিজে থেকে ওষুধগ্রহণ করা ওষুধ নির্ভরতার সৃষ্টি করবে
বৃষ রাশিঃআপনার জন্য নিছকই আনন্দ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করবে
মিথুন রাশিঃকাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে।
কর্কট রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেএ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজকে আপনার কোনো কাছের লোকের সাথে আপনার ঝগা। হতে পারে আর সেটা কোর্ট পর্যন্ত যাবে আজ
সিংহ রাশিঃশারীরিক সুস্থতা এবং ওজন কমানোর কর্মসূচী আপনাকে আরো ভালো আকারে আনতে সাহায্য করবে আজ।
কন্যা রাশিঃউচ্চ প্রোফাইলের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে নার্ভাস হবেন না এবং আত্মবিশ্বাস হারাবেন না। বিবাহের যোগ হবে
তুলা রাশিঃগর্ভবতী মায়েদের মেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত হবেই।
বৃশ্চিক রাশিঃস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তি বয়ে আনতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যা আজই সমাধান হতে পারে
ধনু রাশিঃআনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে।
মকর রাশিঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। সংসারে শান্তি হবে।
কুম্ভ রাশিঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। যারা ক্ষুদ্রতর ব্যবসায় পরিচালনা করছেন তারা আজ তাদের বন্ধ হওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোনও পরামর্শ নিতে পারেন,
মীন রাশিঃআজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা।বিনিয়োগ করুন। যখন আপনি একাকী বোধ করছেন

উলুবেড়িয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্যারিকেডে ধাক্কা মেরে উল্টে গেল পুলিশের গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার উলুবেড়িয়ার বীরশিবপুর এলাকায় দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা পুলিশের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্যারিকেডে ধাক্কা মেরে উল্টে গেল। মঙ্গলবার সকালে এই দুর্ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে গিয়েছে গাড়ির অংশ। স্টিয়ারিংয়ের মাঝে আটকে গিয়েছিল পুলিশের গাড়ির চালক। পিছনের সিটের মাঝে আটকে ছিল দুই পুলিশ কর্মীর রক্তাক্ত শরীর। গুরুতর আহত হয়েছেন দুই পুলিশ কর্মী। আশঙ্কাজনক চালকও। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারাই উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। সেখানেই আপাতত তাঁদের চিকিৎসা চলছে। তবে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, পুলিশের ওই গাড়িটি খড়্গপুর থেকে কলকাতায় আসছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, তাঁরা দূর থেকেই পুলিশের গাড়িটিকে স্বাভাবিকের তুলনায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আসতে দেখেছিলেন। চোখের নিমেষে উলুবেড়িয়ার বীরশিবপুরের কাছে একটি পুলিশের লোহার রেলিংয়ে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় গাড়িটি। গাড়িটির সামনের অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, গাড়ির সামনের অংশ থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। তা দেখে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকার্যে হাত লাগান। আহত পুলিশ কর্মীদের গাড়ির ভিতর থেকে বার করে এনে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ। কী কারণে এই দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, দুরন্ত গতিই এই দুর্ঘটনার কারণ। এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যে এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি অত্যন্ত জনবহুল এলাকা। সেখানে গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকে। তারপরও কীভাবে এই ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মেয়ের শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করায় বাবাকে পিটিয়ে খুন দুষ্কৃতীদের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ মেয়ের শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করায় বাবাকে পিটিয়ে খুন দুষ্কৃতীদের। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার শ্যামপুরে। পুলিশ জানায়, মৃত ব্যক্তির নাম গনেশ মণ্ডল (৫৫)। মৃতের পরিবারের দাবি, গনেশের মেয়ে যখন সাইকেল নিয়ে টিউশন পরে ফিরছিল, সেই সময় পাড়ারই তিন যুবক তার পথ আটকে শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করে। সেই খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তার বাবা গণেশ। অভিযোগ, ঘটনার প্রতিবাদ করায় গণেশকে বেধড়ক মারধর করে ওই তিন যুবক। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে শ্যামপুরের একটি গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি ঘটলে পরে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

সেখানেই মৃত্যু হয় গণেশের। এই ঘটনা নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার পরই শ্যামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। মদ্যপ অবস্থায় ওই যুবকরা প্রায় প্রতিদিনই তাকে উত্যক্ত করত বলে অভিযোগ তরুণীর। মেয়ের শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করায় রোমিওদের মারে মৃত্যু বাবার ঘটনায় সাধারণ মানুষরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা দোষীদের শাস্তির দাবি জানান। উল্লেখ্য গত ২২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় দশম শ্রেণীর ছাত্রী টিউশন পড়ে বাড়িতে আসার সময় রাস্তায় কয়েকজন তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে এবং ছাত্রীর বাবা গনেশ মন্ডল খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিবাদ করায় তাকে মারধর করা হয়। এই ঘটনায় ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আক্রান্ত পরিবারের দাবি ঘটনার পর মেয়েটি বাড়ির দিকে যায় মাকে ডাকতে। এই সময়ের মধ্যে ওই তিন অভিযুক্ত ছাত্রীর বাবাটিকে চরম আঘাত করে মারধর করে। তারা গণেশ মন্ডল মারা গেছে ভেবে ঝোপের দিকে ফেলে দেয়। পরে খোঁজাখুঁজি করে উদ্ধার করলে এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল নিয়ে গেলে সেখানে মারা যায়। পরিবারের আরও অভিযোগ ওই তিনজন অভিযুক্ত এলাকার বহু মানুষকে মারধর করে, ছিনতাই করে এমনকি রাত্রিতে কেউ একা গেলে ছেলে হোক মেয়ে হোক রেহাই নেই। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এদের অধীনে বিশাল মদের ব্যবসা চলছে। অভিযুক্তদের যথাযথ শাস্তির দাবি এলাকাবাসীর।

স্কুলে সরস্বতী পুজো করার অনুমতি না দেওয়ায় বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ স্কুলে সরস্বতী পুজো করতে না দেওয়ায় হাওড়া ময়দান সংলগ্ন এক ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের সামনে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখায় ছাত্ররা। তাদের অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলে সরস্বতী পুজো করার অনুমতি দিচ্ছে না। অথচ এর আগেও এই স্কুলের সরস্বতী পুজো হয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুলের গেটের সামনে উত্তেজনা ছড়ায়।

স্কুলেরই এক শিক্ষিকা এসে ছাত্রদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে সরস্বতী পুজো হয় না। তাই এই স্কুলেও পুজো হবে না। যদিও স্কুলের এই দাবি মেনে নিতে পারেনি ছাত্ররা। এরপরই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ছাত্ররা। স্কুলের এক ছাত্র আয়ুষ সাউ জানায়, আমরা ছাত্র। তাহলে স্কুলে কেন পুজো হবে না। স্কুলে সব অনুষ্ঠান হয়। তাহলে সরস্বতী পুজো কেন হবে না। আগে এখানে সরস্বতী পুজো হয়েছে। লকডাউনের সময় হয়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে পুজো হবে না। স্কুলের পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে স্কুল থেকে বিতারিত করে দেওয়া হবে, পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না। আমাদের শান্তিপূর্ণভাবেই স্কুলে সরস্বতী পুজোর দাবি জানাচ্ছি। হাওড়ার প্রায় সব স্কুলেই পুজো হয়। কিন্তু এখানে পুজো করার অনুমতি দিচ্ছে না।

বিবেকের গলায় 'চির নতুন কলকাতা'

সৌরভ দত্ত, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ বন ও পরিবেশ দফতরের দায়িত্বে থাকা সেই সিনিয়র আইএএস বিবেক কুমার এবার আস্ত একটা মিউজিক ভিডিও বানিয়ে ফেললেন। সরকারের যেকোন অনুষ্ঠানে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বিবেক কুমারের মাতৃভাষা হিন্দি, সিভিল সার্ভিসের চাকরিতে যোগ দেন, ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে কাজ করার সময় থেকে বাংলা ভাষা শেখা শুরু করেন। তারপর কলকাতায় থাকতে থাকতে অজান্তেই এই শহর হয়ে গিয়েছে তাঁর নিজের, বাংলাও হয়ে উঠেছে নিজের ভাষা। গত বছর রাজ্য সঙ্গীত সম্মান প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কখনও কখনও তাঁর হাতে মাইক ধরিয়ে দিয়ে বলেন, 'এই বিবেক একটা গান গাও তো!' আশা অডিও সংস্থা বিবেকের এই মিউজিক ভিডিওটি প্রকাশ করেছে মঙ্গলবার। ঝকঝকে সেই মিউজিক ভিডিওতে বিবেক 'চির নতুন কলকাতা'কে তুলে ধরেছেন। রঙিন কলকাতা থেকে রংচটা কলকাতার ছবি উঠে এসেছে এই মিউজিক ভিডিওতে। ঘিঞ্জি বসতি, আধুনিকতার মোড়ক-সবই রয়েছে। আসলে সামগ্রিকভাবে কলকাতার যে আত্মিকতা, সেটাকেই তুলে ধরেছেন বিবেক কুমার। এই শহরের সম্প্রীতি, খেলাধূলা, ক্রিসমাসের সঙ্গে দিওয়ালির মিলে যাওয়া, মিছিল, মিটিং, উত্তম-সুচিত্রা সবই উঠে এসেছে এই মিউজিক ভিডিওতে। গানের কথা লিখেছেন তপন দেবনাথ, যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কুণাল চক্রবর্তী। শহর এবং ভাষার প্রতি সেই টানই যেন ধরা পড়েছে গোটা মিউজিক ভিডিওতে।

ভাঙড়ে গ্রেফতার আরও এক আইএসএফ কর্মী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের হাতিশালায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও মারধরের ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজের সাহায্য নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ কর্মীরা। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরেই কাশিপুর থানার বিজয়গঞ্জ বাজারের এক আইএসএফ কর্মীকে চিহ্নিত করে পুলিশ কর্মীরা। তারপরেই সোমবার গভীর রাতে বিজয়গঞ্জ বাজার থেকে কাশিপুর থানার পুলিশের সাহায্য নিয়ে শেখ ফিরোজ নামে ওই কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শেখ ফিরোজকে মঙ্গলবার বারুইপুর মহাকুম আদালতে তুলবে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ কর্মীরা। অন্যদিকে রাতভোর তল্লাশি অভিযান চালিয়ে লেদার কমপ্লেক্স থানা এলাকা থেকেও আরো এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই নিয়ে হাতিশালাতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও কর্মীদের মারধরের ঘটনায় মোট ৪৬ জনকে গ্রেফতার করলো কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ।

কুয়াশার জেরে দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ২৪ জানুয়ারি ঃ ঘন কুয়াশার জেরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি হলুদ ট্যাক্সি। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার বাসন্তীর কলতলা এলাকায়। এই দুর্ঘটনায় ট্যাক্সির ভেতরে থাকা চালক সহ তিন যাত্রী সামান্য জখম হয়েছেন। তাঁদেরকে স্থানীয়দের চেষ্টায় উদ্ধার করা হয়েছে। ঘন কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা কম থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসন্তী রাজ্য সড়কের পাশে উল্টে যায় ট্যাক্সিটি। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে ট্যাক্সিটিকে উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, এদিন ভোরে কলকাতা থেকে যাত্রী নিয়ে বাসন্তীতে আসার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ওই ট্যাক্সিটি।

উধাও শীত, বাড়ছে তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার সকাল থেকে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকেছে কলকাতার আকাশ। দৃশ্যমানতা এতটাই কমে গিয়েছে, যান চলাচলের গতি স্লথ। অনেকক্ষেত্রে রুট পরিবর্তন করে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে গাড়ি। এরইমাঝে লাফিয়ে বাড়ছে শহরের তাপমাত্রা। দুর্ঘটনা এড়াতে সকাল থেকেই কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে যান নিয়ন্ত্রণ করছে। সায়েন্স সিটি, পার্ক সার্কাস, মা উড়ালপুল, ই এম বাইপাসে গাড়িগুলি ধীর গতিতে চলাচল করানো হচ্ছে। এদিকে, দৃশ্যমানতা কম থাকায় সল্টলেক থেকে ই এম বাইপাসমুখী গাড়িগুলি কোনওভাবেই যাতে ভুল পথে চলে না যায়, তার জন্য কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করেছে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। শীতের সমস্ত আমেজ উধাও হয়েছে শহর থেকে। আগামী পাঁচ থেকে সাতদিন আরও বাড়বে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। সপ্তাহভর শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। শীতের আমেজ প্রায় সম্পূর্ণ গায়েব হবে সরস্বতী পজোর দিন। কার্যত উষ্ণতম সরস্বতী পুজোর পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শহরে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চার ডিগ্রি ওপরে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, মঙ্গলবার সকালে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ থাকবে ৯৪ শতাংশ। আগামী দু'তিন দিনে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে দিন ও রাতের তাপমাত্রা আরও দুই থেকে তিন ডিগ্রি বাড়বে।

প্রতিমাসে ইএমআই এর কিস্তিতেও ভ্রমণের সুযোগ মিলবে

১১ দিনের ট্যুরে সাশ্রয়ী মূল্যে যাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আইআরসিটিসি'র

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ আগামী মার্চেই ১১ দিনের ট্যুরে সাশ্রয়ী মূল্যে যাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করলো আইআরসিটিসি। প্রতিমাসে সহজ ইএমআই এর কিস্তিতেও ভ্রমণের সুযোগ মিলবে। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন লিমিটেড বা আইআরসিটিসি কলকাতা অফিসের তরফ থেকে স্বদেশ দর্শন স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেনের ঘোষণা করা হয়েছে। ট্রেনটি মল্লিকার্জুন সহ দক্ষিণ ভারত যাত্রা করবে। এই ট্রেনটি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থান যেমন তিরুপতি, মাদুরাই, রামেশ্বরম, কন্যাকুমারী, মল্লিকার্জুন পরিক্রমা করবে। এই ট্রেনটি কাটিহার স্টেশন থেকে আগামী ১৫ মার্চ ছাড়বে। এছাড়াও যাত্রীদের সুবিধার জন্য অন্যান্য বোর্ডিং স্টেশন থাকছে। যেমন - মুঙ্গের, ভাগলপুর, দুমকা, কলকাতা। এই প্যাকেজে স্লিপার ক্লাস, এসি থ্রি, এসি টু প্রমুখ ক্লাসের বন্দোবস্ত থাকছে। এই ট্রেনযাত্রায় যেখানে রাতের বিশ্রামের প্রয়োজন সেখানে নন এসি বা এসি রুমে থাকার সুবিধা, নিরামিষ খাবার যেমন - সকালের জলখাবার, দুপুরের খাবার এবং রাতের খাবার থাকছে পূর্ব নির্ধারিত মেনু অনুযায়ী। নন এসি বাসে দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ, ট্যুর এসকর্ট, কোচ পিছু নিরাপত্তা কর্মী, পানীয় জল, ভ্রমণ বিমার মতো বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থাকবে। স্লিপার ক্লাসে জনপ্রতি ২০,৯০০ টাকা, এসি থ্রি ক্লাসে জনপ্রতি ৩৪,৫০০

টাকা এবং এসি টু ক্লাসে জনপ্রতি ৪৩,০০০ টাকা মূল্য ধার্য্য হয়েছে। গ্রুপ বুকিংয়ে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মঙ্গলবার হাওড়া স্টেশনের ফুড প্লাজায় আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে আইআরসিটিসি পূর্বাঞ্চল শাখা, কলকাতার গ্রুপ জেনারেল ম্যানেজার জাফর আজম বলেন, সাধারণ মানুষ এই ট্রেনে সাশ্রয়ী মূল্যে ভ্রমণ করতে পারবেন। তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা থাকছে। এমনকি প্রতিমাসে সহজ ইএমআই এর কিস্তিতেও ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়েছে আইআরসিটিসি।

উত্তরপাড়া পুরসভার পক্ষ থেকে চার হাজার প্রবীণ নাগরিককে সম্বর্ধনা

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৪ জানুয়ারি ঃ হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার পক্ষ থেকে মঙ্গলবার দুপুরে জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরীর মাঠে ৪০০০ প্রবীর নাগরিককে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। এদিন এই পুরসভার ২৪ টি ওয়ার্ডের প্রবীণ নাগরিকদের তাদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলারাও আছেন এই সম্মান তুলে দেওয়া হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল, সিআইসি উত্তরপাড়া পুরসভা ইন্দ্রজিত ঘোষ, সুব্রত মুখার্জি, উপলাদিত্য ব্যানার্জি সুমিত চক্রবর্তী, সন্দীপ দাস সহ সব ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রথমে পাঁচজন প্রবীর নাগরিককে পৌরসভার পক্ষ থেকে সম্মান জানানো হয় তাদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ তথা সাতবারের প্রাক্তন বিধায়ক শান্তশ্রী চ্যাটার্জী তিনি জানালেন এই সম্মান পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি এখনও ৮২ বছরের নবীন উত্তরপাড়া পুরসভা প্রবীণ নাগরিকদের এই সম্মান জানিয়ে খুব ভালো করেছে। এই পৌরসভা খুব ভালো কাজ করছে। আগামী দিনে তারা আরো ভালো কাজ করবে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, উত্তরপাড়া পুরসভার পক্ষ থেকে উত্তরপাড়ার প্রবীণ নাগরিকদের সংবর্ধনা দেওয়া হলো। ৪ হাজার প্রবীণ নাগরিকদের এই সম্মান দেওয়া হল তাদের আশীর্বাদ আমাদের কাছে পাথেয়। এই সমস্ত প্রবীণদের কাছে সব সময় তারা আমাদের আশীর্বাদ করবেন তিনি আরো বলেন এই সম্মান জানানো আরো একটি পদ্ধতি তাদের জন্য উত্তরপাড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে। উত্তরপাড়ার কয়েকজন প্রবীণ নাগরিক জানালেন আমাদের খুব ভালো লাগছে উত্তরপাড়া পুরসভাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। চেয়ারম্যান দিলীপ যাদবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তারা আরো ভালো কাজ করুক উত্তরপাড়ার উন্নয়ন করুক আরো ভালো ভাবে। এই সম্মান আগে আমাদের কেউ দেয়নি ভবিষ্যতেও যেন এই সম্মান পৌরসভার পক্ষ থেকে দেওয়া হয় শহরের প্রবীণ নাগরিকদের এটাই আমরা আশা করবো।

চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি পালন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচন দুয়ারে হাজির। সরকারি প্রকল্প গুলোকে তৃণমূল স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নববর্ষের শুরুতেই ঘোষণা করেছিলেন দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি। আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি -কে পাখির চোখ করে সাংসদ, বিধায়ক, তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার শুরু করেছেন। ছয়টি স্তরে প্রকল্পের প্রচার চালানো হচ্ছে। স্বাস্থ্য সাথী, খাদ্য সুরক্ষা, লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ ছয়টি প্রকল্পের প্রচার চালানো হচ্ছে। কোনো মানুষ যাতে কোনো প্রকল্প থেকে বঞ্চিত না হন এবং সরকারি প্রকল্পের সমস্ত সুযোগ - সুবিধা পান সে গুলি খতিয়ে দেখছেন জনপ্রতিনিধিরা। আবাস প্লাস প্রকল্প নিয়ে, শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তোলপাড় রাজ্য। একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ভুয়ো প্রাপকের নাম উঠে আসছে। হাওড়া জেলা ও তার ব্যতিক্রম নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে সরোজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন খোদ হাওড়ার জেলা শাসক মুক্তা আর্য। উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দিদির সুরক্ষা কবচ, দিদির দূত কর্মসূচি পালনে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজী, আমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তুষার কর সিনহা, উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পিন্টু মন্ডল, উলুবেড়িয়া ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেখ ইলিয়াস, চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেখ রজব আলী, উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি আসফার মিদ্দা, আমতা রামসদয় মহাবিদ্যালয়ের তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের সভাপতি শেখ রুহুল আমিন, মহিলা সভানেত্রী শিলা মাখাল সহ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রমুখ নেতৃত্ববৃন্দ। সম্প্রতি চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন সি পি এম নেতা মহম্মদ সেলিম। তিনি অভিযোগ করে বলেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের উপর তলা থেকে নীচু তলার সমস্ত নেতা -নেত্রী, কর্মীরা বিভিন্ন দুর্নীতির সাথে যুক্ত। গরীবদের যা প্রাপ্য তাদের না দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা -নেত্রী কর্মীরা তাদের নিজেদের পরিবারের সদস্যদের ও আত্মীয়-স্বজনদের পাইয়ে দিচ্ছে। কয়েকজনের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে তাদের প্রকল্পের সুযোগ -সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে। সমস্ত কাজে কাটমানি নিচ্ছে। দিকে দিকে আবাস প্লাস প্রকল্প, শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি ধরা পড়ছে। সবক্ষেত্রেই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা -নেত্রী, কর্মীরা জড়িয়ে পড়েছে। অপরদিকে দিদির সুরক্ষা কবচ - কে প্রচারের মাধ্যম করে দিদির দূতরা চন্দ্রপুর গ্রামে এলে এলাকার মানুষের ক্ষোভ - বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়নি। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে দিদির দূতরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। গ্রামবাসীরা দিদির দূতদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলেন। উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজী জানান, আমাদের একটাই মুখ তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী পনোর বছর পর ফাইভ, সিক্সের ছাত্র -ছাত্রীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ইতিহাস বইতে পড়বেন। তাই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এই জনমুখী সব কয়টি প্রকল্প সমস্ত শ্রেণীর মানুষদের কাছে পৌঁছে দিতে চান। রাজ্যের দশ কোটি মানুষদের মধ্যে ৯৫ শতাংশ মানুষ পরিষেবা গুলির সুযোগ -সুবিধা পাচ্ছেন। যে ৫ শতাংশ মানুষ নানান সমস্যার জন্য এই পরিষেবা পান না তার জন্য আমরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে দিদির দূত হিসাবে যাচ্ছি। এর মূল উদ্দেশ্য, জনসংযোগ করা। প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে, যে ১৫ টি প্রকল্পের সুযোগ -সুবিধা মানুষ পাচ্ছেন কি না, কী কী সুযোগ -সুবিধা গুলি মানুষ পাবেন তা নিয়ে ও বিশদে বোঝানো হচ্ছে। ডাঃ নির্মল মাজী বলেন, দিদির সুরক্ষা কবচ, দিদির দূত, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা - নেত্রী, কর্মীদের নামে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা -নেত্রী কর্মীরা মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। আপনারা এ গুলি কান দেবেন না। বিশ্বাস করবেন না। আপনারা ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে তার যোগ্য জবাব দেবেন। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা -নেত্রী কর্মী - সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা বিরোধী দল গুলির পাতা ফাঁদে পা দেবেন না নিজেদের সংযত রাখবেন। যাঁরা দিদির দূত হয়ে যাচ্ছেন তারা যাতে দিদির দূত - এর মতো আচরণ করেন, সেই বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

লিডার অফ দা ইয়ার পুরস্কার পেলেন ডাক্তার প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ চণ্ডীগড় এর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমিক লিডার অফ দা ইয়ার ২০২২ পুরস্কার পেলেন প্রফেসর ডাক্তার প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য ২০২২ এর ২৫ ডিসেম্বর এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে। খুবই সম্প্রতি প্রফেসর ডাক্তার প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অর্গানাইজড রিসার্চ, চণ্ডীগড়, পাঞ্জাব গ্রীন থিঙ্কর্স জেড অ্যাসোসিয়েশন, পাঞ্জাব ওয়েটোর্ন সিডনী ইউনিভার্সিটি অস্ট্রেলিয়া প্রফ. গুরু দাস আগরওয়াল সেন্টার ফর সাইন্টিফিক ডেভলমেন্ট, ঋষিকে এনভায়রনমেন্ট অ্যাডভোকেসি দি ইন্টেলিজেন্ট ইন্ডিযান সাসটেইনেবল কসমস আই.জে. আর. ই.সি. ই, টি.আর.জি এলসেভিআর মান্ডলে এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল এডুকেশনাল কনক্লাভে ২০২২ (জি ই সি ২০২২) এর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমিক লিডার অফ দা ইয়ার-২০২২ উনি পুরস্কার পেয়েছিলেন ২০২২ এর ২৫ এ ডিসেম্বর এবং জি ই সি ২০২২ এর কী নোট স্পিকার হিসাবে বক্তব্য রেখেছেন গ্লোবাল কোয়ালিটি এডুকেশন এন্ড ইটস চ্যালেঞ্জ ইন হাইআর এডুকেশন। এছাড়াও উনি নির্বাচিত হয়েছেন স্কটল্যান্ড এর আফ্রিকান হেলথ রিসার্চ অর্গানাইজেশন ইউনিভার্সিটির ক্লিনিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং, এবং ইনফেকশন ডিসিস বিভাগের হনোরারি ফ্যাকাল্টি হিসাবে। ফক্স স্টোরি ইন্ডিয়ার হান্ড্রেড ইনফ্লুয়েন্সইয়াল ইন্ডিয়ান- ২০২২। ২০২২ এ পেয়েছেন ডিসটিংগুইশড সাইন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড অফ আই. এন. এস. ও অ্যাওয়ার্ডস-২০২২ এবং এক্সেলেন্স সার্ভিস অ্যাওয়ার্ডস ইন ইন্টারন্যাশনাল সাইন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড অন ইঞ্জিনিযারিং সায়েন্স অ্যান্ড মেডিসিন অফ KSK অ্যাওয়ার্ড। উনি নির্বাচিত হয়েছেন কনফারেন্স সিরিজ ডট কম এর বেলজিয়ামে পঞ্চম ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন প্যাথলজি এবং ক্লিনিক্যাল প্র্যাক্টিস (জানুয়ারি ২০২৩) অর্গানাইজিং কমিটির মেম্বার। যোগ দিয়েছিলেন ৬৩ তম ন্যাশনাল কনফারেন্স অফ ইন্ডিযান সোসাইটি অফ হেমাটোলজি অ্যান্ড ব্লাড ট্রান্সফিউশন এ চেয়ারপারসন হিসাবে এবং চ্কগ এর আই পি সি প্রোগ্রাম এ ১৮ নভেম্বর ২০২২। উনি যোগ দিয়েছিলেন ২০২২ এর নোবেল উইক ডায়ালগ অনুষ্ঠানে ফিউচার অফ লাইফ স্টকহোমে ৯-১০ ডিসেম্বর ২০২২।

বন্ধ হচ্ছে না হুক্কা বার, পুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট খারিজ বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে বন্ধ হচ্ছে না হুক্কা বার। আইন মেনেই চলছে কলকাতা এবং বিধাননগর এলাকার হুক্কা বারগুলি। তাই কোনও হুক্কা বার বন্ধ করা যাবে না- জানিয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এই নির্দেশ দিয়েছেন। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশ, রাজ্যে হুক্কা বার বন্ধের কোনও বিধি নেই। রাজ্যকে বন্ধ করতে হলে নতুন করে আইনের সংশোধন করতে হবে। তাই কলকাতা বা বিধাননগর এলাকায় হুক্কা বার বন্ধ করা যাবে না। এর থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য প্রচুর রাজস্ব আয় করে। বিচারপতি মান্থার নির্দেশ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় আইনে এই সুবিধা দেওয়া আছে। এর পরও যদি হুক্কা বার বন্ধ করতে হয়, তবে রাজ্য বা পুরসভাকে নতুন আইন প্রণয়ন করে তা বন্ধ করতে হবে। তার আগে পর্যন্ত হুক্কা বারগুলির বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না।

ফিরহাদ হাকিম রাজ্যের সব পুরসভা পরিদর্শন করবেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ পুর এলাকার নাগরিকরা সমস্ত রকম পরিষেবা এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ঠিকমত পাচ্ছেন কিনা তা খতিয়ে দেখতে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম রাজ্যের সব পুরসভা পরিদর্শন করবেন। গত শনিবার রানাঘাট পুরসভা সফরের মধ্যে দিয়ে তিনি ওই কর্মসূচির সূচনা করেছেন। এখন থেকে তিনি প্রতি সপ্তাহে একটি করে পুরসভায় পরিদর্শনে যাবেন বলে পুর দফতর সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় নতুন জল প্রকল্প, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলেছে। পুরমন্ত্রী সেই সব প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন, সংশ্লিষ্ট পুরপ্রধান এবং চেয়ারম্যানদের সঙ্গে বৈঠক করবেন, পাশাপাশি পুর পরিষেবা মানুষের কাছে ঠিকমত পৌঁছাচ্ছে কিনা সেই ব্যাপারেও খোঁজ খবর নেবেন। নাগরিকরা যাতে সরাসরি মেয়রের কাছে তাঁদের অভাব অভিযোগ জানাতে পারেন সেজন্য কলকাতা পুরসভা টক টু মেয়র কর্মসূচি চালু করেছে। রাজ্যের অন্যান্য পুরসভাতেও অনুরূপ জনসংযোগ কর্মসূচি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই বিষয়টি নিয়েও পুরমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট পুরসভা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

আজ জাতীয় ভোটার দিবস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ঃ আজ জাতীয় ভোটার দিবস। এই উপলক্ষ্যে রাজ্য স্তরের মূল অনুষ্ঠানটি হবে কলকাতার ভাষা ভবন অডিটোরিয়ামে। এবারে নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি এবং ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি ও ভোট দানে অংশ গ্রহণ প্রভৃতি কাজের প্রচারের জন্য রাজ্যের তিন জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দক্ষিণ দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ার কে সেরা নির্বাচিত করা হয়েছে। ওই দিনের অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট তিন জেলার। জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলা শাসকদের পুরস্কৃত করা হবে। পাশাপাশি দেশে শক্তিশালী গণতন্ত্র গড়ে তুলতে ভোটদানে অংশ গ্রহণ, ভোটার তালিকায় নতুন ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করার কাজে জনগণকে উদ্ভুত করতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দপ্তরের উদ্যোগে স্কুল কলেজ পড়ুয়াদের নিয়ে রাজ্য স্তরের ড্রয়িং, প্রবন্ধ লেখা ও বিতর্ক এই তিন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারিদের এবং ভোটারদের মধ্যে বিভিন্নভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গত বছর দেশ জুড়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় এরাজ্যের যে তিনজন স্থানাধিকার করেছিলেন তাদেরকেও আগামীকালের অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হবে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে খবর। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আর্জি আফতাব ও রাজ্যের মুখ্য সচিব হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদির ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা।

বাঘের কামড়ে মৃত্যু মৎস্যজীবির

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ২৪ জানুয়ারি ঃ সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। কুলতলিতে আবারও বাঘের আক্রমণে মৃত্যু এক মৎস্যজীবীর। মৃত মৎস্যজীবীর নাম বাসুদেব বৈদ্য, বাড়ি কুলতলির দেউলবাড়ী নাইয়া পাড়া এলাকায়। গত বৃহস্পতিবার বিপ্লব নাইয়া, বিশ্বজিত বৈদ্য ও বাসুদেব বৈদ্য কাঁকড়া ধরতে সুন্দরবনের জঙ্গলে গিয়েছিল। কুলতলি ব্লকের দেউলবাড়ি দেবীপুর অঞ্চলের দেউলবাড়ী ২০৫ নাম্বার বুথের বাসিন্দারা ক্যানিং সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে বৈধ পাশ নিয়ে গত বৃহস্পতিবার সকালে কুলতলির দেউলবাড়ী গ্রাম থেকে সুন্দরবনের রিজার্ভ ফরেস্টে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল। বেশ কয়েকদিন কাঁকড়া ধরার পর সোমবার সন্ধ্যাকালীন কাঁকড়া ধরার পর নৌকায় বসে গল্প গুজব করার মুহূর্তে বাঘ নৌকার উপর থাকা বাসুদেবের উপর পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সঙ্গে থাকা দুই সহকর্মীরা অসীম সাহসিকতায় বাঘে মানুষের যুদ্ধ করার পর অবশেষে বাঘ রণেভঙ্গ দিয়ে জঙ্গলে ফিরে যায়। পরে বাসুদেবের দেহটি নৌকায় তুলে নিয়ে আসে। তবে নৌকায় আনলেও শেষ রক্ষা হয়নি। একমাত্র রোজগারের মৃত্যুতে বৈদ্য পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বাসুদেবের দুই পুত্র অভিজিত (১০) ও ইন্দ্রজিত (৮)। একমাত্র রোজগেরে ছেলে বাসুদেব বৈদ্য জঙ্গলের ওপর তাঁর জীবিকা নির্বাহ হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, সুন্দরবনে BLC-৬৭০৪৬ পাস নিয়ে মাছ - কাঁকড়া ধরতে গিয়ে মেছুয়ার জঙ্গলে বাঘ বাসুদেব বৈদ্যের উপর আক্রমণ করে কোন ক্রমে

সঙ্গীরা ছাড়িয়ে আনলেও কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হয়। তারপর জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে কুলতলি থানা হয়ে মঙ্গলবার ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। দীর্ঘ দিন বাঘের কামড়ে মৃত ও আহতদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এপিডিআর নামে একটি সংগঠন। আর এদিন এই প্রসঙ্গে এপিডিআরের জয়নগর শাখা সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন, ২০২৩ সালে এপর্যন্ত ৩ জনের বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হলো। বাসুদেব বৈদ্য এর স্ত্রী ও নাবালক দুই ছেলে, বাবা মা পরিবারের একমাত্র ইনকামদার ছিলেন। বিকল্প কর্মসংস্থান না পেয়ে জঙ্গলে গিয়ে ক্রমাগত বাঘের কামড়ে মৃত্যু ঘটে চলেছে সুন্দরবনের মৎস্যজীবিদের। আমারা চাই, অবিলম্বে পরিবারের একজনের সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে হবে। ক্ষতিপূরন এর ৫ লক্ষ টাকা পাইয়ে দিতে হবে। কোন কোর বা বাফার এরিয়ার অজুহাত দিয়ে বঞ্চিত করা যাবে না। বাচ্চাদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়ে হবে। বনদপ্তরের সহ বিডিও থানা, পঞ্চায়েত সরকারি দপ্তরের কোন টালমাটাল করা চলবে না। তবে এই মৃত্যু মিছিল কি বন্ধ হবে না সুন্দরবনে।

সেবক-রংপো রেল প্রকল্পের আরও একটি মাইলস্টোন অর্জন

মালিগাঁও, ২৪ জানুয়ারি ঃ ২৩ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৬ তম জন্মবার্ষিকীর বিশেষ দিনটিতে পশ্চিমবঙ্গের কালিমপং জেলায় অবস্থিত সেবক-রংপো রেল প্রকল্পের (এসআরআরপি) টানেল নং. টি-১১-তে এক বিশাল সাফল্য পাওয়া গেছে। এই প্রকল্পের টানেলগুলির মধ্যে এটি ষষ্ঠ সাফল্য। যদিও, দৈর্ঘ্যের দিক থেকে ৩ কিলেমিটারের অধিক লম্বা কোনও টানেলের ক্ষেত্রে এটিই প্রথম সাফল্য। প্রধান টানেলের দৈর্ঘ্য হলো ৩২০৫ মিটার এবং ইভাকুয়েশন টানেলের দৈর্ঘ্য ৯৬০ মিটার, যা পশ্চিমবঙ্গের কালিমপং জেলার তারখোলা ও টুমলাংখোলার মধ্যে অবস্থিত। এই ইভাকুয়েশন টানেলটি এনএইচ-১০ ও ১১নং প্রধান টানেলকে সংযুক্ত করেছে, যা ডিসেম্বর, ২০২২-এ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রধান টানেলটি নিম্ন হিমালয়ার দুর্বল ও প্রত্যাহ্বানমূলক ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূকম্পীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। এই এসআরআরপি-এর অন্যান্য সমস্ত টানেলের মতো, গ্রাউন্ডমাসের দুর্বলতা প্রতিরোধ করতে, সর্বশেষ ও সবচেয়ে আধুনিক টানেলিং টেকনোলজি তথা নিউ অস্ট্রিয়ান টানেলিং মেথড অথবা এনএটিএম ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রকল্পে টানেল ডিজাইনের জন্য একটি সুইস কনসালটেন্সি টিম নিয়োজিত হয়েছে এবং কর্ম পরিচালনা টিমে ভারতের শীর্ষস্থানীয় ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা জড়িত আছেন। উভয় দিকে প্রবেশ পথ ও পোর্টাল তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টানেলে খননের কাজ শুরু করা হয়েছিল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৫৬ সংখ্যা, বুধবার, ১০ মাঘ, ১৪২৯

বিশ্ব রাজনীতিবিদ

ভারত কেন হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে পরিচিতি লাভ করতে পারবে না তা নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। জাতীয় রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণ করার পক্ষে ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগ বিরোধী সংগঠন হিন্দু মহাসভা নির্মাণ করেন। মুসলিমরা যেভাবে ধর্মের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ তৈরি করতে আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছে হিন্দু মহাসভাও ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করা ব্যাপরে চিন্তাভাবনা করুক এটা শ্যামাপ্রসাদ চিয়েছিলেন। কিন্তু দেশ স্বাধীনতা লাভ করলে দেখতে পাওয়া গেল যে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে ভারত বিশ্বের কাছে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছে। কিন্তু মোদি সরকারের ইচ্ছা ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করা। তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। খুব সুদৃঢ় গতিতে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে অভিষ্ট লক্ষ্যেকে বাস্তবায়িত করতে। বিজেপি রক্ষণশীলতার জন্য এবারে মহারাষ্ট্র রাজ্যের শিবসেনা বিজেপি সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিজেপি কার্যবলীর সঙ্গে শিব সেনার কার্যবলীর কোনও তফাৎ নেই। কিন্তু বিজেপি অতিরিক্ত রক্ষণশীল রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। হঠাৎ করে তাদের দলে কেউ নেতা হতে পারে না। আবার কেউ সদস্য হতে পারে না। বহু কষ্ট করে বিজেপির সদস্যপদ পাওয়া সম্ভব হয়। ফলে বিজেপি দলটা খুবই সুশৃঙ্খল দল হিসাবে পরিচিত। অনেকটা কমিউনিস্ট দলের মতো। কমিউনিস্ট দলে যেমন কেউ হঠাৎ করে সদস্য হতে পারে না। বহু কাল ধরে পার্টির হয়ে কাজ করলে তবেই সদস্য পদ পাওয়া সম্ভব হয়। ঠিক সেই রকম হচ্ছে বিজেপি দলটা। মোদি বিজেপি দলটাকে আরও বেশি রক্ষণশীল করে তুলতেন। তিনি বিজেপি দলের আবার রাজনৈতিক পরিবর্তন করেও দিয়েছেন। যে বিজেপি দলের মধ্যে বহুকাল ধরে লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলীমোহন যোশী; যশবন্ত সিং মতো উদারপন্থীরা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মোদি এসে এই সব বর্ষীয়ান নেতা দল থেকে অবসরে পাঠিয়ে দিলেন। মোদি যে খুব কৌশলী রাজনৈতিক খেলোয়াড় সেটা দলের সদস্যদের প্রমাণ করালেন। আজকে রাজনাথ সিং যিনি মোদিকে ভারতে প্রধানমন্ত্রী করার নেপথ্য নায়ক ছিলেন তিনি দলের প্রথম সারিতে নেই। অমিত শাহ ক্ষমতা ক্রমশ রাশ পেতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি দলের সভাপতি জেপি নড্ডা এখন দলের সভাপতি হলেও তিনি মোদির পথ ধরে চলেন। মোদি আদবানিকে এমনভাবে কোনঠাসা করে দিলেন যে তিনি বাধ্য হলেন বিজেপির দল থেকে অবসর গ্রহণ করতে। শুধু কি আদবানি, মুরলী মোহন যোশী. যশবন্ত সিং এর মতো শক্তিশালী নেতাদের ধরে ধরে বিজেপি দল থেকে অবসর গ্রহণ করিয়ে ছেড়েছেন। এমনকী উমা ভারতীকেও মোদি কোনঠাসা করে দিয়েছিলেন। সুষমা স্বরাজকে তিনি পরাস্ত করতে পারেননি। সুষমা স্বরাজ যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি দলের বা সরকারের অন্যতম মুখ হয়েছিলেন। বিজেপি দলে এখন বহু নতুন মুখ নিয়ে এসেছে। প্রতিটি পদক্ষেপে মোদি বিজেপি দলের পরিবর্তন করে চলেছেন। এর পেছনে একটি বিশাল মাথা কাজ করছে। এই মাথারা হলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভগবত এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংই মোদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রজেক্ট করেছিলেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মোদির খুব নাম গুজরাতে। ভাইব্রান্ট গুজরাত করে মুখ্যমন্ত্রী নতুন গুজরাত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখালেন মোদি। গুজরাতের শিল্পপতিরা মোদিকে প্রধানমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। সব সময়ে পরিবর্তন করার চিন্তাটা মোদির মনে কাজ করে। ফলে তিনিই প্রথম ভারতের বুলেট ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মোদি এসেই বায়ুসেনা শক্তিশালী করার পথ গ্রহণ করলেন। মোদি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ভারতের বায়ুসেনা বিশ্ব শক্তিশালী সেনাতে পরিণত করতে হবে। তার জন্য ফ্রান্স থেকে রাফাল বিমান নিয়ে এলেন। চিনের দেশিয় অস্ত্র তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। বিদেশি অস্ত্র ভারতে তৈরি করার সবুজ সঙ্কেত দিলেন। আগামি দিনে রাফাল যুদ্ধ বিমান ভারতে তৈরি হবে ভারতের মাটিতে। আগামি দিনে ভারত যাতে কোনও বিদেশি অস্ত্র কেনার ওপরে নির্ভর না করে তার পরিকল্পনা রচিত হতে থাকলো। রেলকে বেসরকারিকরণ করার একটি মাত্র কারণ সরকারি ব্যয় কমানো। সরকারি ব্যয় সঙ্কোচন করতে অলাভজনক সরকারি সংস্থাগুলিকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নেওয়া হবে। সরকারি টাকার যাতে বেনিয়মভাবে ব্যয় হতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে গিয়ে চলার চেষ্টা করছে। কাশ্মীরকে ভারত সরকারের অধীনে রাখার জন্য বিশাল অঙ্কের অলিখিত টাকা খরচ করতো মোদি এসে তা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। জম্মু কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করলেন। লাদাখ কে কাশ্মীর তেকে কেটে দিলেন। লাদাখবাসীরা মোদিকে ধন্যবাদ দিতে শুরু করলো। লাদাখকে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করে সেখানকার কর্মজীবনের মান বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিলেন। খোলা হল উচ্চ আদালত এবং বিশ্ববিদ্যালয়। নতুন করে খোলা হল প্রশাসনিক ভবন। ফলে আজকে লাদাখে কোনও ছেলেকে বেকার হয়ে বসে নই। লাদাখীদের সেনা বিভাগে নেওয়া শুরু করে দিয়েছে। সবাই কাজ পাবে এই স্লোগান তুলে দিল বিজেপি। মোদির রাজনৈতিক কৌশলের কাছে সবাই পরাস্ত হল পাকিস্তান। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মোদি খুবই ঠাণ্ডা মাথায় রাজনীতিক খেলোয়াড়।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

তোমার ভাষা যদি কুৎসাকলঙ্কজড়িতই হয়ে থাকে, অপরের সুখ্যাতি করতে না পারে, তবে যেন কারো প্রতি কোনো মতামত প্রকাশ না করে। আর মনেমনে তুমি নিজ স্বভাবকে ঘৃনা করতে চেষ্টা করো এবং ভবিষ্যতে কুৎসানরক ত্যাগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সৎলোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না।

রামকৃষ্ণ কথা ও বাণী

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, মানুষের ক্ষমতা রয়েছে জগতকে বড় করার। জগতে শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার। জগত বড় হয়ে মানুষও বড় হবে। জগতকে ছোট করা যায় না। জগত সব সময়ে বড় থাকেই। জগত হচ্ছে সব মানুষের ঘর বাড়ি। এই ঘর বাড়িতে সঠিকভাবে সাজাতে হবে। সঠিকভাবে নির্মাণ করতে হবে। যাতে জগত ধ্বংসে না পরিণত হয়। মানুষকে উদার হয়ে কাজ করতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে। নিজের মনটাকে সৎ করতে হবে। কাজ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। বড় ধরনের কাজ করতে হবে। শক্ত হাতে কাজ করতে হবে যাতে সহজেই না ভেঙে পড়ে। ওরে তোরা ভ্রমর হয়ে মধু সংগ্রহ কর। তাহলে শক্তি পাবি। মধু হচ্ছে এখানে জ্ঞান এবং শিক্ষা। শিক্ষাই পারে অন্ধকার থেকে আলো নিয়ে আসতে। আর কারোর কোনও ক্ষমতা নেই। পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারে শিক্ষা। বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা। বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। সাংস্কৃতিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। নাহলে জগত বড় হতে পারে না। জগতকে বড় করতে গেলে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। জগতের কাজে নিজেকে ব্রতী হতে হবে। জগতকে বড় করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। তাহলে জগত শ্রেষ্ঠ হবে। শুধু জগত শ্রেষ্ঠ হবে তা নয়।

বাংলার রেনেসাঁসের অন্যতম পথিক মাইকেল প্রিয় বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্রকুমার শীল্

বাংলার রেনেসাঁসের মূল তত্ত্বই ছিল প্রাচীনত্ব থেকে বের হয়ে আসার পথ প্রস্তুত করা। প্রাচীনত্বের খোলস থেকে বাংলাকে মুক্ত করে নতুন ভাবে তাকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা। বিলাতে শিল্প বিপ্লব হওয়ার ফলে কাচা মালের প্রয়োজনে উপনিবেশ স্থাপন করাটা জরুরী হয়ে পড়তে শুরু করলো। ইংরেজদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইউরোপের ডাচ, পর্তুগিজ, ফরাসি দেশগুলি ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করার দিকে ঝুঁকতে শুরু করলো।। ফরাসি, পর্তুগীজ, ডাচ এবং ইংরেজরা বহির্বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করাকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে। তার ফলে ইউরোপীয় দেশগুলি ভারতের ওপরে প্রভাব বিস্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ভারতীয় সংস্কৃতি সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতি মেলবন্ধন হতে থাকে। নতুন চেতনা শক্তি প্রসারিত হতে শুরু করলো বাংলায়। পাশ্চ্যত্য সংস্পর্শে বাংলায় নবজাগরণের পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকলো। বাংলা তখন প্রচলিত প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে। নবাবী আমল থেকে বের হয়ে এসে নতুন করে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক সেই সময়ে বাংলার দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে ইংরেজ শক্তি। বাংলা তাকেই আঁকড়ে ধরলো। তাকে অবলম্বন করেই বাংলা তখন জাগতে শুরু করেছে। ইংরেজ রাজশক্তি সেই চিত্রটা পরিস্কার করে ধরে ফেলেছে। বাংলার দুর্বল দিকটাকে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। সেই দুর্বলকে অবলম্বন করেই ইংরেজ শক্তি বাংলা.য় প্রসার লাভ করতে থাকে। বাংলাকে রক্ষা করতে ইংরেজ সরকার তৎপর। তারা আগাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল বাংলার হাত ধরে ভারত জয় করতে হবে। বাংলা তখন ইংরেজদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। মিশ্র সংস্কৃতির দেশ। তখন বাংলায় রাজনৈতিক চিন্তাটা শক্তিশালী ছিল না। ধর্ম তখন সারা বাংলাকে গ্রাস করে ফেলে রেখে দিয়েছে। একটি সময়ে সমাজে সতীদাহ প্রথা, বিধবা প্রথা এবং বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল। বহু বিবাহ এবং সতীদাহ প্রথার হাত থেকে বের হয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিল বাংলা। কিন্তু পারছিল না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে শাস্ত্র তখন গোটা বাংলার শ্বাসরুদ্ধ করে রেখে দিয়েছিল। প্রতিবাদ করার কোনও ভাষা তখন ছিল না। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন শক্তিশালী জর্ব চার্নক। তিনি স্বয়ং একজন সতী মহিলাকে শশ্মান থেকে উদ্ধার করে নিজের

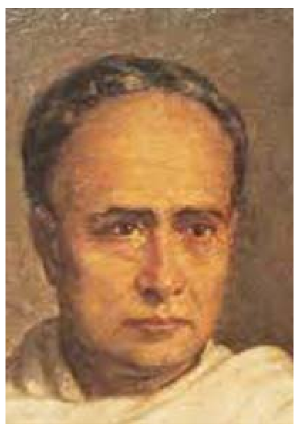

স্ত্রী হিসাবে মর্যাদা দিলেন। তখন জব চার্নকের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না সমাজ। পুরো ব্যাপারাটকে তারা তখন হজম করে নিয়েছিল। ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তার হওয়ার মধ্যে দিয়ে বাংলা নবাবী শাসন থেকে বের হয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে বাংলা। তার ফলে পলাশির যুদ্ধ ১৭৫৭ সালে। বাংলা তখন ইংরেজদের পক্ষে। নবাব সিরাজ পরাজয় স্বীকার করে পালিয়ে গেল বাংলা। নবাবী শাসনের পতন ঘটল। বাংলা প্রাচীন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে বিদায় জানাতে প্রস্তুতি নিল। সব দিক দিয়ে নতুনত্বকে প্রতিষ্ঠা করার একটি প্রবণতা বাংলায় প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ঠিক সেই সময়ে বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছেন উদারপন্থী মতবাদের বিশ্বাসী সাহেব হিকি, উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম জোন্স, ডেভিড হেয়ার, বেথুন, শ্রীরামপুরের মিশনরারীরা। বাংলাকে সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা চর্চার পীঠস্থান। মানবতাবাদের জয়গান শুরু হয়ে গিয়েছে। ধর্ম বড় নয়। মানুষ বড় সেটা প্রমাণ করতে উপস্থিত হয়েছেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও প্রমুখ। সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে এসে উপস্থিত হলেন কবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত। তিনি হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে শুরু করে দিলেন পাশচাত্য চর্চা। হিন্দু কলেজ তখন সাহেবি চর্চার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া শুরু হয়েছে। তার আগে ডিরোজিও পাশ্চাত্য শিক্ষার বীজ বোপন করে গিয়েছিলেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁর পথ ধরে পরবর্তীকালে ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা আর বেশি করে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ ধরে পাশ্চাত্য চর্চার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাল। বাংলা জড়ে নয়া কর্মযজ্ঞ শুরু হল। গোটা বাংলার পরিস্থিতি ওলোটপালট। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সামাজিক প্রথা থেকে বের হয়ে ধর্ম ও সাহিত্য নতুন পথ ধরে প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রবনতা প্রবলতর হতে থাকলো। ভারতীয় পুরাণ, শাস্ত্র এবং মহাকাব্যগুলি নতুন দৃষ্টির আলোকে বিচার উপস্থাপিত হতে থাকে। বাংলার কবি সাহিত্যেকেরা, ধর্মীয় নেতারা এই নতুন কর্মযজ্ঞে সামিল হতে থাকলেন। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের রীতিনীতি থেকে ধর্ম এবং সাহিত্যকে বের করে নিয়ে আসতে সংগ্রাম করতে শুরু করলেন। সেই সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ, রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, প্রিন্স দ্বরাকনাথ ঠাকুর, ডেভিড হেয়ার সহ আরও অনেকে। এদের সংগ্রামে দেবদেবী তুচ্ছ হয়ে গেল। প্রতিষ্ঠা পেল মানবতাবাদ এবং যুক্তিবাদ। মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সেই সময়ে রামকৃষ্ণ এর মূল লক্ষ্য। রাজা রামমোহন রায় যে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠা সেখানে হিন্দু ধর্মের আধুনিক রূপ দেখতে পাওয়া গেল। ব্রাহ্ম ধর্মকে অবলম্বন করেই বাংলার মেয়েরা শিক্ষিত হতে শুরু করে। তারপরে বহু সংগ্রাম করে হিন্দু মে.রো স্কুলে যাওয়ার অধিকার অর্জন করে। আধুনিক শিক্ষার বিকাশ এবং প্রসার ঘটতে শুরু করলো। ইংরেজ মিশনারীরা যখন ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইংরেজি স্কুল তৈরি করতে ব্যস্ত তখন বিদ্যাসাগর বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ওপরে জোর দিতে শুরু করেছেন। জেলায় জেলায় বাংলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর। ঠিক সেই সময়েই মাইকেল বাংলায় আর্বিভূত হলেন।

‘রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে’

মাইকেল একেবারে বিপরীত দিকে পা চালাতে শুরু করে দিলেন। প্রাচ্য সভ্যতাকে ত্যাগ করে পাশচাত্য সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন। প্রাচীন ধর্মীয় খোলস থেকে বের হয়ে এসে নতুন ভাবে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তার জন্য তিনি বহু কষ্ট ভোগ করেছেন। রামায়ণের বহমান চিন্তার ধারাকে একেবারে নতুন দৃষ্টিকোন দিয়ে বিচার করলেন। ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্য রচনা করলেন। সেখানে তিনি দেখালেন যে রাম, রাবণ রাজা মহারাজ হয়েও প্রকৃত অর্থে তাঁরা কিন্তু বীর নন। প্রকৃত বীর এবং শক্তির আধার হলেন মেঘনাদ। তিনি শক্তিশালী ধনুধর। মহান রাম, রাবণ চরিত্র মাইকেলের মনে কোনও রেখাপাত করতে পারেনি। ‘মেঘনাদ’কেই তিনি রামায়ণের মহান বীর বলে উপস্থিত করলেন। প্রাচীন কাল থেকে রামায়ণ বা মহাভারতে এবং হিন্দু পুরাণ গ্রন্থে যে সব চরিত্রগুলি অবহেলিত হয়েছিল সেগুলিই মাইকেলের হাতে মহান হতে শুরু করলো। যুক্তি দিয়ে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের চরিত্রগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। মাইকেল হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে সাহেব হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে সেই সময়ে হিন্দু বলে গ্রহণ করতে একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর গায়ে হিন্দুদের কোনও রক্ত প্রবাহিত হবে না বলে তিনি খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করে ঘাঁটি সাহেবে পরিণত হলেন। লিখে ফেলেন ‘ক্যাপটিভ লেডি’ মহাকাব্য। বাইরনের ‘দ্য লেডি অব স্যালোট’ মতো মহাকাব্য রচনা করলেন ইরেজি ভাষাতে। ইংরেজি প্রতিষ্ঠিক কবি বাইরনকে অতিক্রম করার প্রবল ইচ্ছা থেকেই তিনি ক্যাপটিভ লেডি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন যার পাঠককূল বাঙালি ছাড়া আর কোনও ইংরেজ ছিল না। ইংরেজরা কিন্তু মাইকেলকে ইংরেজ কবি বাইরনের আসনে বসায় নি। বিদেশে থাকাকালীনই মাইকেল তাঁর নিজস্ব কবি সত্ত্বা এবং নিজের অবস্থান দেখে তা অনুভব করতে পেরেছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে যে মাইকেল সাহেব ইংরেজি কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন বিদেশে গিয়ে সেই মাইকেল আবার বাংলার কবি জগতে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিদ্যাসাগর এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি মাইকেল সাহায্য করলেন। বিদ্যাসাগর তখন মাতৃভাষায় শিক্ষা অন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন জোর কদমে। ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার চর্চার শ্রীবৃদ্ধির দিকে মনসংযোগ করতে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর। এবারে সেই আন্দোলনে সামীল হলেন মাইকেল। তিনি আবার বিদ্যাসাগরের নারী শিক্ষা আন্দোলনকে সমর্থন করে বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করলেন।

বিদ্যাসাগরের নারী স্বাধীনতা

আন্দোলনকে সমর্থন দিলেন। বীরাঙ্গনা কাব্য এর পাশাপাশি লিখলেন ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’। বিদ্যাসাগরে দেখানো পথ ধরে মাইকেল এবারে চলতে শুরু করলেন। ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ প্রথম প্রকাশ অনুষ্ঠানে মাইকেল সম্বর্ধনা বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন না। তবুও বিদ্যাসাগর মাইকেল বন্ধুত্বের কোনও চিড় ধরে নি। মাইকেলের বন্ধু মহল তখন তৈরি হয়েছিল প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গৌরদাস বসাক, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশের তৎকালীন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। কিন্তু এই সব বন্ধুরা তাঁর দুর্দিনের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মাইকেলের পরিচয় খুব বেশি হলে ছয় বছর মাত্র। দুই জনের সামাজিক ভিন্নতা থাকলেও কিন্তু নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হতে পেরেছিল। সেখানে কোনও স্বার্থ কাজ করেনি। শুধু বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন মাইকে বাংলার চর্চায় বিশেষ মনোযোগী হোক। এই চাওয়াটা বিদ্যাসাগর নিজ স্বার্থে নয়, সমগ্র বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করতে চাওয়া। তিনি বাংলা ভাষা রত্নভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে মাইকেলকে সহযোগিতা করেছিলেন। বাংলা ভাষার বৃহৎ স্বার্থের দিকে তাকিয়ে একের পর এক মাইকেলের আবদারকে নীরবে সহ্য করে নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। এখানেই বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের জয় হল বলা যেতে পারে। যে ঈশ্বরচন্দ্র ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র চর্চা করে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি লাভ করেছিলেন সেই বিদ্যাসাগর ‘সীতার বনবাস’ বিধবা বিবাহ প্রচলন করে স্বাধীনতা তথা নারী মুক্তির কথাকে ব্যক্ত করলেন। আর মাইকেল ‘বীরঙ্গানা কাব্য’ এবং ‘ব্রজাঙ্গনা’ কাব্য রচনা করে প্রাচীন ভারতের নারী আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দিলেন। যাঁরা মহাকাব্যের যুগে অচ্ছ্যুত হয়েছিলেন তাঁরা মাইকেলর হাত ধরে সমাজের প্রাদপ্রদীপে সামনে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে বিদ্যাসাগরের জয় হলো বলা যেতে পারে। মাইকেল স্বয়ং রাজনায়ারণ লিখেছেন You will be pleased to hear that the great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and is beginning to treat the ‘apostle’ who has propagated it with great attention, kindness, and almost affection বিদ্যাসাগর মাইকেলের ওপরে কোনও জোর খাটাননি। মাইকেলের চিন্তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেননি। উল্টে মাইকেল বিদ্যাসাগরের দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করে দিয়েছিলেন। মাইকেল যেসব কাব্য, নাটক রচনা করে গিয়েছেন তার মধ্যে প্রতিবাদের সুর শোনা গিয়েছে। সেই সব প্রতিবাদ বিদ্যাসাগর তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল সুস্থ শিক্ষিত সমাজ তৈরি করা। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি এগিয়ে চলতে শুরু করেছিলেন। সেই পথে চলার সাথী হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন মাইকেলকে। এখানেই বিদ্যাসাগরের নারী মুক্তি তথা মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থকতা।

‘মধুসূদনের রচনার মধ্যে আধুনিকতা আমরা খুঁজে পেয়েছি’

শ্যামল সান্যাল ঢাকা

কবি 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কবিতায় লিখেছেনবিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে,করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনেদীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতেহেমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণেহবিগত ১৮৬৭ সালে কবি মধুসূদন বিদেশ ছেড়ে দেশে ফিরে আসেন এবং কলকাতার হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি হিসেবে যোগ দেন। এ সময়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু তা যথাযথ ধরে রাখতে পারেননি। অমিতব্যয় ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের কারণে তার ওপর আবার নেমে আসে চরম দুর্ভোগ। ফলে ব্যারিস্টারি ছেড়ে প্রিভি কাউন্সিল আপিলের অনুবাদ বিভাগে চাকরি নিলেন। প্রায় দুবছর এ পদে চাকরি করার পর আবার ব্যারিস্টারিতে ফিরে এলেন। এবারও তিনি তেমন সুবিধা করতে পারেননি। ফলে পঞ্চকোট রাজ্যের আইন উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এখানেও তিনি বেশি দিন চাকরি করতে পারেননি।১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত মাত্র ৫ বছরের মধ্যে কবি মধুসূদন একে একে রচনা করেন তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য এবং শর্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মবতী নাটক, একেই কি বলে সভ্যতা, কৃষ্ণকুমারী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো ইত্যাদি নাটক ও প্রহসনসহ বিভিন্ন কাব্য ও কবিতা। এখানে একটি বিষয় উলেস্নখ করতেই হচ্ছে যে, মধুসূদনের অমর সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পাশাপাশি তার রচিত অন্যান্য রচনা অর্থাৎ সব কাব্যের ভেতরে মানবতার জয়গান প্রকাশ পেয়েছে। মানবিক মূল্যবোধই তার রচনাতে বারংবার উঠে এসেছে। কেননা, মানবিক মূল্যবোধ কিংবা মানবতাবাদ কবি মধুসূদনের চিন্তাচেতনার একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল। একথা সত্যি যে, মধুসূদনের রচনার মধ্যে যে আধুনিকতা আমরা খুঁজে পেয়েছি বা প্রকাশ হয়েছে তা মূলত মানবিকতা অথবা মানবতাবাদেরই দিব্য প্রকাশ। এ ছাড়া তার রচনার মধ্যে মানবতার পরেই স্বাধিকার চেতনার প্রতিবাদের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে উঠে এসেছে।কবি মধুসূদন তার জীবদ্দশায় বেশকিছু মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি প্রথম রচনা করেছিলেন 'তিলোত্তমাসম্ভব' নামে মহান কাব্যটি। এই কাব্যেও মধুসূদন মানবিকতার দিকটাকে উপস্থাপন এবং নান্দনিকতার প্রকাশ করেছেন। যদিও তিনি নাটক 'পদ্মবতী' লেখার সময় অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কার করেন। ১৮৫৯ সালে মধ্য সময় থেকে ১৮৬০ সালের প্রথম দিকে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'টি রচনা শেষ হয়েছিল। এই বছরেই ওই কাব্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আর এই প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার সার্বিকভাবে বহন করেছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। কবি মধুসূদন প্রকাশিত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'টি রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই কাব্যটির মধ্যেও মানবতাবাদের জয়গান ফুটে উঠেছে।কবি মধুসূদনের দ্বিতীয় মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ মহাকাব্য' বাংলাসাহিত্যে নতুন সংযোজন হয়ে বাংলা মহাকাব্যকে প্রাণ দিয়েছিল। ১৮৬১ সালে কাব্যটির রচনা শেষ হয়েছিল এবং একই সালে কাব্যটি দুই খন্ডে প্রকাশিতও হয়েছিল। রাজা দিগম্বর মিত্র এই মহাকাব্যটির প্রকাশনার সব খরচ বহন করেছিলেন। কবি মধুসূদন তার এই মহাকাব্যটি রাজা দিগম্বর মিত্রের ওপরে উৎসর্গ করেছিলেন। এই 'মেঘনাদবধ কাব্যটি' যখন প্রকাশিত হয় তখন কবির অপার সৃজনশীল প্রতিভা, তার কাব্য সৌন্দর্যবোধ এবং ছন্দ রূপ রস নিয়ে অনেকেই সে সময়ে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনায় মেতে উঠেছিলেন।বাংলাসাহিত্যের আর এক প্রতিভা 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যের রচয়িতা হেমচন্দ্র বন্ধ্যোপাধ্যায় 'মেঘনাদবধ মহাকাব্য' সম্পর্কে বলেছেন 'মেঘনাদবধ মহাকাব্য রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের আজ কি আনন্দ! এবং কোনো সহৃদয় ব্যক্তি তার সেই আনন্দে আনন্দিত না হইবেন। অমিত্র ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্পকালের মধ্যে এই পয়ার পস্নাবিত দেশে এরূপ যশোলাভ করিবে একথা কাহার মনে ছিল কিন্তু বোধ হয়, এক্ষণে সকলেই স্বীকার করিবেন যে মাইকেল মধুসূদনের নাম সেই দুর্লভ যশঃপ্রভায় বঙ্গমন্ডলীতে প্রদীপ্ত হইয়াছে।' মূলত, 'মেঘনাদবধ মহাকাব্যে'র মধ্যে কবি মধুসূদনের মানবতাবাদী চেতনার, স্বদেশ প্রেমের অমর কাহিনী, বিদ্রোহের সুর এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছে। এখানে তিনি লংকার অধিপতী রাবণকে নায়করূপে উপস্থাপনের ভেতর দিয়ে মানবতাবাদের স্বাধিকারের দেশপ্রেমের এবং দ্রোহের দিকটাকে তুলে ধরেছেন। আধুনিক কবি মধুসূদন মানবিকতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে রাবণের মধ্যে মানবতার ভাবকে জাগ্রত করেছেন।'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' কবি মধুসূদনের তৃতীয় কাব্য। এই কাব্যটি 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার আগে লেখা হয়েছিল। কবি এই কাব্যে রাধাকে মানুষের পৃথিবীর বুকে একজন অতীব মানবী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি এখানে দেখাতে চেয়েছেন যে, রাধা মানবী হওয়া সত্ত্বেও একজন সাধারণ নারী। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' কবি মধুসূদনের চতুর্থ ও শেষ কাব্য। এই কাব্যটি ১৮৬২ সালে প্রথম দিকে কবি রচনা করেন এবং একই বছরে শেষ দিকে কাব্যটি প্রকাশিত হয়। 'বীরাঙ্গনা কাব্য'টি মূলত পত্রকাব্য হিসেবেই অধিক পরিচিত। বাংলা সাহিত্যে ইহা পত্রাকারে রচিত এই ধরনের কাব্য এটিই প্রথম। কবি মধুসূদন এই কাব্যে উলিস্নখিত নারীদের ধর্মের বেড়াজাল ছিন্ন করে সম্পূর্ণরূপেই আধুনিক নারী হিসেবে আধুনিকতার রঙে পরশ রাঙিয়ে সমাজের সামনে কালের সম্মুখে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র নারীরা এখানে মানবতাবাদী প্রেমের প্রতীক হয়ে উঠে এসেছে।বহু প্রতিভার অধিকারী কালজয়ী মহাকবি মধুসূদন কাব্যসাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ ও বিকাশ ঘটিয়েছেন, তেমনি আবার নাট্যসাহিত্যকেও সমানভাবে সমৃদ্ধ ও শৈল্পিক করে তুলেছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য রীতিনীতি অনুসরণে চতুর্দশপদী কবিতার পাশাপাশি নাট্যকাব্যও রচনা করেছেন। 'শর্মিষ্ঠা নাটক' কবির প্রথম বাংলা রচনা। এটি বিগত ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি তিনি ইংরেজিতে অনুবাদও করেছিলেন। গ্রিক পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে কবি মধুসূদন রচনা করেছিলেন 'পদ্মাবতী নাটক'। এই নাটকটি ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়। 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রো' নামে দু'টি ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। এই প্রহসন দু'টির প্রকাশনার খরচ বহন করেছিলেন বেলগাছিয়া ছোটো রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। এ দু'টি প্রহসন কবি মধুসূদন বেলগাছিয়া থিয়েটারের জন্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই এলাকার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির ভীষণ আপত্তির ফলে প্রহসন দুটি মঞ্চস্থ হতে পারেনি। এতে করে কবি মানসিকভাবে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'মায়াকানন' নামে কবি আরও দু'টি নাটক রচনা করেছিলেন।১৮৬১ সালে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' এবং ১৮৭৪ সালে মার্চ মসে 'মায়াকানন নাটক'টি প্রকাশিত হয়। কবি মধুসূদনের 'হেক্টরবধ' একটি গদ্যকাব্য রচনা। এটি পৃথিবীর বিখ্যাত মহাকবি হোমারের 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের কাহিনী অবলম্বনে অনুবাদ রচনা। মহাকবি হোমারের 'ইলিয়াড' মহাকাব্যটি কবি মধুসূদন গ্রিক ভাষায় পড়ার পর সেটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। যদিও কবি মধুসূদন দত্ত তার জীবদ্দশায় এই অনুবাদ রচনাটি শেষ করতে পরেননি। ফলে ১৮৭১ সালে ১ সেপ্টেম্বর মাসে 'হেক্টরবধ' গ্রন্থটি অসমাপ্ত অবস্থাতেই প্রকাশিত হয়।'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (সনেট) কবি মধুসূদনের এক বিস্ময়কর অমর সৃষ্টি। সনেটের জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যাকাশে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। পাশ্চাত্য সনেটের অনুসরণে রচিত সনেট বাংলা সাহিত্যে একদিকে যেমন নতুন, অন্যদিকে এক নব অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। কবি মধুসূদন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'গুলোর অধিকাংশ রচনা করেছিলেন ফ্রান্সের ভার্সেস শহরে অবস্থান সময়ে। এই সনেটগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে ১ আগস্ট মাসে। রামগতি ন্যায়রত্ন ওই গ্রন্থ সম্পর্কে নিজস্ব মত ব্যক্ত করেছেন এভাবে 'কবি যৎকালে ইউরোপে গমন করিয়া ফরাসি দেশস্থ ভরসেলস নগরে অবস্থান করেন, তৎকালে এই কাব্য রচিত হয়। কবির স্বহস্তে লিখিত ইহার উপক্রমভোগ লিথোগ্রাফে মুদ্রিত হইয়াছে। তদ্বারা তাহার হস্তলিপি দর্শনেচ্ছুগণ পরিতৃপ্ত হইবেন। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দের চতুর্দশ পঙক্তিতে একশতটি পৃথক বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।' এ ছাড়া চতুর্দশপদী কবিতার পাশাপাশি কবি মধুসূদনের বিভিন্ন সময়ে রচিত 'নানা কবিতা' নামে গৃহীত হয়েছে।আমাদের কবি মধুসূদন একটা সময়ে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এবং শেষ জীবনে ভয়ঙ্করভাবে অর্থাকষ্টে ঋণগ্রস্ত ও অসুস্থতার ফলে কবি মধুসূদনের জীবন ভয়াবহ দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। তারপর সব চাওয়াপাওয়া উপেক্ষা করে ১৮৭৩ সালে ২৯ জুন কলকাতার এক হাসপাতালে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। আর এই ৪৯ বছরে কবি মধুসূদন বাংলাসাহিত্যে যা দিয়েছিল তা সত্যিই অতি মূল্যবান ও দুর্লভ। যতদিন বাংলাসাহিত্য বাংলা কাব্য পৃথিবীতে টিকে থাকবে ততদিন কবি মধুসূদনের অসাধরণ বৈচিত্র্যময় সৃচনশীল অমর সৃষ্টি বেঁচে থাকবে। কবি মধুসূদন যে সময়ে মৃতুবরণ করেছিলেন, সে সময়ে তিনি বেশকিছু রচনা শুরু করেও শেষ পর্যন্ত শেষ করে যেতে পারেননি। কলকাতায় কবির সমাধি লিপিতে এপিটাফে কবি তার দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার জায়গা থেকে কবি হৃদয়ের যে বেদনা তা প্রকাশ করেছেন।এখানে কবি মধুসূদন বলেছেনদাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তববঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে(জননীর কোলো শিশু লভয়ে যেমতিবিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃতদত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন............পরিশেষে, বাংলা কাব্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি, আধুনিক কবি ও বাংলা কাব্যে নতুন ধারা (অমিত্রাক্ষর) প্রবর্তনকারী আমাদের প্রিয় মহাকবি মধুসূদন বাংলা শব্দে ছন্দেভাবে শিল্পে একজন কালজয়ী মহাপুরুষ। কালের সন্তান, যুগের কণ্ঠস্বর, মানবতার বক্তা মহানায়ক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সৃষ্টি অসম্ভব অনিন্দ সুন্দর অমর সাহিত্যকর্ম বাংলাসাহিত্যকেকাব্যকে অনেক অনেক কালদীপ্ত আলো হয়ে জগৎ সংসারে সাহিত্যে ভুবনে আলোকিত করবে। মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্যকর্মে মানবিকতা, স্বদেশ চেতনা ও বাঙালি জাতীয়তাবোধের যে অপার উন্মেষ ঘটেছে তা বাংলা কাব্যকে বাঙালি জাতিকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও বিকশিত করেছে।

পঞ্চায়েতে তালা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ জানুয়ারি ঃ গত সপ্তাহে অনলাইনে প্রদান করা হয়েছিল টেন্ডার নোটিশ। কিন্তু তারপর থেকে এই টেন্ডারের অংশগ্রহণ করতে গেলে যে ডিসিআর প্রয়োজন সেই ডিসিআর কাটতে পারছিলেন না স্থানীয় ঠিকাদাররা। অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিভিন্ন রকম টালবাহানা করে স্থানীয় পঞ্চায়েতের ঠিকাদারদের ডিসিআর দিতে। আর এর জেরে আজ পঞ্চায়েত অফিসে তালা বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার ঠিকাদাররা। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লক এলাকার দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পঞ্চায়েত এলাকাজুড়ে। যদিও এদিন সকাল থেকেই পঞ্চায়েত দপ্তরে প্রধানসহ অন্যান্য আধিকারিকরা অনুপস্থিত ছিলেন। এদিকে আধিকারিকদের না পেয়ে সকাল থেকেই তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এলাকার ঠিকাদাররা। তারা অভিযোগ তোলেন প্রধান মোবারক হোসেন কাটমানির বিনিময়ে নির্দিষ্ট কয়েকজনকে এই টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছেন। তাই বাকিদের বঞ্চিত করেছেন। যদিও এ প্রসঙ্গে প্রধান মোবারক হোসেন কোন মন্তব্য করতে নারাজ। এ প্রসঙ্গে এক ঠিকাদার বাবর আলী জানান, আমরা গত সপ্তাহে অনলাইনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন কাজের জন্য টেন্ডার প্রকাশ হয়েছে দেখতে পাই। কিন্তু এই টেন্ডার জমা করার জন্য যে ডিসিআর কাটার প্রয়োজন সেটা দিতে পঞ্চায়েত তালবাহানা করছে। আমরা এই প্রতিবাদে বিক্ষোভের সামিল হয়েছি। এ প্রসঙ্গে বিডিও বিজয় গিরি জানান, অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে।

৭৫তম বর্ষপূর্তি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৭ নম্বর ওর্য়াডের দেশবন্ধুপাড়ায় অবস্থিত আর্য সমিতির চলতি বছর ৭৫তম বর্ষপূর্তি। এই পূর্তি উপলক্ষে সারা বছর ধরে নানান কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার আর্য সমিতির সভা কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হন ৭৫ বৎসর উদযাপন কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেয়র গৌতম দেব, সহকারী পৃষ্ঠপোষক ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, আর্য সমিতির সম্পাদক রানা দে সরকার ও অন্যান্যদের মধ্যে ভাস্কর বিশ্বাস, অনুপ বোস ও প্রশান্ত চক্রবর্তী। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে গৌতমবাবু প্রথমে আর্য সমিতির ইতিহাস সমন্ধে বিস্তারিত জানান এবং আবেগের সাথে জানান এই আর্য সমিতিকে নতুন ভাবে তৈরী করার পরিকল্পনা করতে প্রস্তাব দেন। গৌতম দেব আরও জানান নতুনভাবে ভবন তৈরী করে তাতে হল ঘর এবং থিয়েটারের যাবতীয় ব্যবস্থা করবার পরিকল্পনা রয়েছে। ঐতিহ্যবাহি আর্য সমিতির ইতিহাস শহরবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।

প্যারেডের মহড়া

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানে এবার অনুষ্ঠিত হবে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ। সিভিল ডিফেন্স, এনসিসি সহ বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এবার অংশ নিচ্ছে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে। এছাড়া রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের বিশাল বাহিনী। বেশ কয়েকটি স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের দলে এক প্ল্যাটুন করে এনসিসি বাহিনী রয়েছে। এছাড়া মহড়ায় রয়েছে পুলিশ ব্যান্ড। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের নেতৃত্বে প্যারেডে অংশ নেবেন মহিলা পুলিশ ব্রিগেডের কর্মীরা। এবার জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানে প্রজাতন্ত্র দিবসের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান করা হবে। উপস্থিত থাকবেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বসু সহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকরা। থাকবেন জেলা পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ মাহাত ও জেলা পুলিশের কর্তারাও। প্যারেড সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে।

সরস্বতী ভরসায় লক্ষী লাভের আশা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ বাংলা বছরের শুরুতে রথযাত্রার পর থেকেই কম-বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন মৃৎশিল্পীরা। কারন সেইসময় থেকে পর পর শুরু হয় বিভিন্ন পুজোর মরশুম। পাশাপাশি বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজো। তাই বিভিন্ন পুজোর মরশুমগুলির দিকে চেয়ে থাকেন কুমারটুলি তথা মৃৎ শিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন শিল্পীরা। বিগত দু'বছর করোনা আবহে দেশজুড়ে যে পরিস্থিতি তৈরিতে ছিল সেজন্য সেভাবে কোন পুজো অনুষ্ঠান না হওয়ার কারনে অধিকাংশ মৃৎশিল্পীরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই এবছর যেমন সব অনুষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন পুজো অনুষ্ঠানও বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ভাবেই শুরু হচ্ছে। সেইজন্য উৎসবের শুরুতেই বিশ্বকর্মা পুজোতেও মৃৎশিল্পীদের ব্যবসা ভাল হয়েছে, মূলত যারা ছোট ও ছাঁচের প্রতিমা তৈরী করে তাদের। এছাড়া যে সব ব্যবসাদাররা প্রতিমা কিনে বিক্রি করেন তাদেরও বিশ্বকর্মা পুজোয় প্রতিমার চাহিদা ছিল ভালই। এরপর একে একে দুর্গা পুজো ও লক্ষী পুজো পার করে পুনরায় লক্ষীলাভের আশায় তাকিয়ে আছেন মৃৎশিল্পীরা। বৃহস্পতিবার সরস্বতী পুজো। দেবী সরস্বতীর আরাধনায় ব্রতী হবেন সকলেই। তাই লক্ষী লাভের আশায় দেবী সরস্বতীর দিকেই তাকিয়ে মৃৎশিল্পীরা। ইতিমধ্যে বহু বাজারেও দেবী পৌঁছেও গেছেন, পাশাপাশি চাহিদা বৃদ্ধি পাবে আশায় মৃৎশিল্পীরা। তবে খড়ের প্রতিমার তুলনায় বাজারে বিভিন্ন মাপের ছাঁচের তৈরি প্রতিমার চাহিদা যথেষ্ট বেশি। ফলত দেবী সরস্বতী প্রতিমা তৈরীতে ব্যাস্ত নবদ্বীপ শহরের ফাঁসিতলা, দন্ডপানি তলাসহ শহরের বিভিন্ন এলাকার মৃৎশিল্পীরা। এদিন দেখা গেল দিনরাত এক করে কাজ চলছেন শিল্পীরা, হাতে সময় নেই বললেই চলে। নবদ্বীপ শহরের ফাঁসিতলা এলাকার মৃৎশিল্পী জীবন কৃষ্ণ পাল বংশ পরম্পরায় এই কাজ করে আসছেন। কাজের চাহিদা বেশি থাকার কারণে স্কুল-কলেজের পাট শেষ করে চাকরি জন্য চেষ্টা চালানোর পাশাপাশি তাদের পারিবারিক ব্যবসায় মন দিয়ে এখন প্রতিমা তৈরির কাজ করে চলেছেন মৃৎশিল্পী দ্বীপ দাস। তিনিও দাদুর সঙ্গে হাত লাগিয়েছেন প্রতিমা তৈরি করতে। মৃৎশিল্পী দ্বীপ দাস বলেন, গত কয়েক বছর ধরে তিনি তার দাদুর এই কাজে হাতে হাতে যতটা সম্ভব করে দিচ্ছেন। কারণ গত দু'বছর খুব কষ্টের মধ্য দিয়ে যাবার পর এবছর চাহিদা বেশ কিছুটা বেশি বলে তাকেও দিন রাত কাজে হাত লাগাতে হচ্ছে। মৃৎশিল্পী দ্বীপ দাস বলেন, এবছর বিশ্বকর্মা পুজো থেকে ভাল বিক্রি হয়েছে, আর সেই আশাতেই এবার সরস্বতী মূর্তি বেশি করে তৈরী করছি, বাজার ভালই হবে। কিন্তু বাজারের কাঁচা মালের দাম যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে লাভের মুখ সেভাবে দেখতে পাচ্ছেন না বলেও জানান। সব মিলিয়ে করোনা কাটিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে এবছর হচ্ছে সব পুজো ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

গলায় পাইথন জড়িয়ে ভিক্ষাবৃত্তি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৪ জানুয়ারি ঃ পাইথন গলায় জড়িয়ে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষাবৃত্তি। সাপুড়েকে এমন অবস্থায় দেখে অনেকেই ভয় পাচ্ছিলেন। রাস্তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। বিশাল আকার সাপ গলায় জড়িয়ে সাপুড়েকে ঘুরতে দেখে আতঙ্ক ছড়ায় গ্রামজুড়ে। এমনি এক ছবি নজরে পড়ে কয়েকজন সর্পপ্রেমীর। তড়িঘড়ি তারা ওই সাপুড়েকে আটক করতে যান। যদিও সাপুড়ে বেগতিক দেখে সাপ ফেলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পুরাতন মালদার সাহাপুর ছাতিয়ান মোড় এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। সর্বপ্রেমীরা অসুস্থ অবস্থায় সাপটিকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। তারপর সেটিকে মালদা বন দফতরের হাতে তুলে দেন। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে উদ্ধার হওয়া পাইথনটি ইন্ডিয়ান রক পাইথন প্রজাতির। এই পাইথন সাপ সাধারণ উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলে দেখা যায়। মালদায় এই সাপ দেখা যায় না। সর্পপ্রেমীরা জানান, অভিযুক্ত সাপুড়ের বাড়ি ওড়িশায়। সেখান থেকে মালদায় এসে সাপ নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করছিল। বর্তমানে বন দফতরের কর্তারা সাপটিকে নিজেদের হেফাজতে রেখেছেন। ইতিমধ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন বন দফতরের মালদা রেঞ্জের কর্তারা। বন দফতরের কর্তারা জানান, উদ্ধার হওয়া সাপটির দৈঘ্য প্রায় পাঁচ ফুট। এই সাপ আরও বড় হয়। বন দফতরের পক্ষ থেকে চিকিৎসা করা হবে। সুস্থ হয়ে উঠলে সাপটিকে জঙ্গলে ছাড়া হবে। এই সাপ যে জঙ্গলে সাধারণত থাকে সেখানেই ছাড়া হবে। তবে এখণ্ডা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি কোথায় সাপটি ছাড়া হবে। মালদা বন দফতরের বিট অফিসার প্রদীপ গোস্বামী জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া সাপটি ইন্ডিয়ান রক পাইথন নামে পরিচিত। সাপটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তার অনুকূল পরিবেশে ছাড়ার ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বন দফতরের কর্তারা। অভিযুক্ত সাপুড়ের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

গ্রেফতার হল ডাকাতির মূল পান্ডা

দুরন্ত বার্তা, চাঁচল, ২৪ জানুয়ারি ঃ মাস ছয়েক আগে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঘটে যাওয়া দুঃসাহসিক ডাকাতির কিনারা করলো মালদার চাঁচল থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে ফেরার থাকার পর অবশেষে পুলিশের জলে ধরা পড়লো ডাকাত দলের মূল পান্ডা। ঘটনায় ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেফাজতের আবেদন চেয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করলো পুলিশ। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ৪ জুন চাঁচল থানার মকদমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বসন্তপুর এলাকার ব্যবসায়ী মণীন্দ্রনাথ সাহার বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটে। বৃদ্ধ দম্পতির মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ও আট ভরি সোনার গয়না চুরি করে পালায় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় সেই দিনই চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ব্যবসায়ী মনীন্দ্রনাথ সাহা। অভিযোগ পাওয়ার পরেই ঘটনার তদন্তে নামে চাঁচল থানার পুলিশ। শেষমেষ ৬ মাস অতিক্রান্ত হবার পর অবশেষে পুলিশের জালে আসে ডাকাত দলের মূল পান্ডা। যদিও বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডাকাত দলের মূল পান্ডার নাম এস্তাব আলি(৪০), বাড়ি রতুয়া থানার সামসি এলাকায়। পুলিশ এই ঘটনায় দোষীদের চিহ্নিত করতে একাধিক সূত্র অবলম্বন করে। অবশেষে গোপন সূত্র খবরের ভিত্তিতে সামসি এলাকা থেকে ডাকাত দলের মূল পান্ডা এস্তাব আলীকে গ্রেফতার করা হয়। চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, এস্তাব এর আগে গরু পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল। এই ডাকাতির ঘটনায় বাকিদের খোঁজ পেতে ধৃত ব্যক্তি এস্তাব আলীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন চেয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

তিন দিন ধরে জয় জহর মেলা অনুষ্ঠিত হবে বীরভূম জেলায়

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৪ জানুয়ারি ঃ আগামী ২৮ থেকে ৩০ জানুয়ারি বীরভূমের সিউড়ী এক, দুই, মহম্মদ বাজার, সাঁইথিয়া, ইলামবাজার, রাজনগর, রামপুরহাট এক ব্লক, বোলপুর শ্রীনিকেতন সহ আটটা ব্লকে জয় জোহার মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মেলাতে স্পেশাল ক্যাম্প করে জাতিগত সার্টিফিকেট, স্কলারশিপ, মাইক্রো ক্রেডিট, উন্নত প্রজাতির মুরগি ছানা, শুকর ছানা, ছাগল ছানা বিলি, বীজ কিট বিলি ও সার বিলি, ইত্যাদি করা হবে। এছাড়াও স্পোর্টস, সংস্কৃতি,স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের আদানপ্রদান ইত্যাদি হবে। মঙ্গলবার এক অনলাইন বৈঠকে এব্যাপারে সিউড়ী প্রশাসনিক ভবনে এক বৈঠক হয়। জেলাশাসক সমস্ত ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিদের নিয়ে এবিষয়ে মঙ্গলবার একটি অনলাইন বৈঠক হয়।

মেরামতী, ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পেটিকল ওয়াটার ট্যাংকের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/০৫ অফ ২০২৩ তারিখঃ ১৩-০১-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এসএসই/ডব্লিউ/নিউ জলপাইগুড়ি অফিসের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে এরিয়া অফিস পর্যন্ত সূত্র পথের মেরামতী। টেন্ডার রাশিঃ ২,২৫,৫৯,০৭৯.০৭/- টাকা। জামানত রাশিঃ ২,৬২,৮০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

ডিআরএম (ইঞ্জি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েত
শিবনগর আবাদ, নামখানা
Mail: namkhanagp@gmail.com

নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পক্ষ থেকে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য 15 th FC Tied & Untied থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন।

1) NIT-19/NAMGP/2022-23
2) NIT-20/NAMGP/2022-23
3) NIT-21/NAMGP/2022-23

বিস্তারিত জানার জন্য নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন বা https://wbtenders.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

স্বা/- প্রধান
নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েত

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লি.
CIN : L01132WB1893PLC000742
১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং. ২২৪৮৭৯৮৫,
ফ্যাক্স নং. : ০৩৩ ২২১০৫৫৪১
ই-মেল : info@tonganitea.com
ওয়েবসাইট : www.tonganitea.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অব্লিগেশনস্ ও ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ অনুসারে টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড-এর বোর্ড পরিচালকগণের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ বেলা ২.০০ ঘটিকায় বিবেচনা, [illegible] (১) অনুমোদন এবং রেকর্ড গ্রহণ স্বতন্ত্র [illegible] আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২, (২) [illegible] ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২।

বোর্ডের পক্ষে
স্বা/- অভিনন্দন রায় চৌধুরি
কোম্পানি সচিব
Membership No.A37602

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৪.০১.২০২৩

আপেল কুল চাষ করে লাভ কৃষকদের

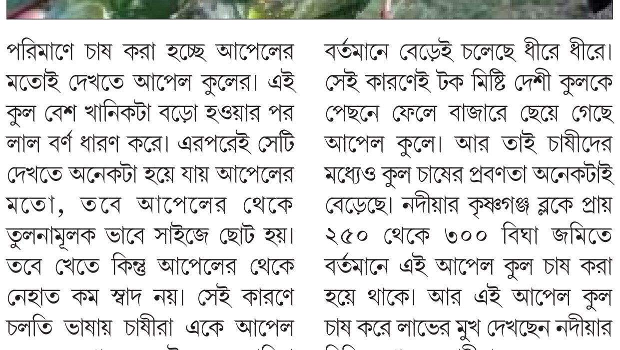

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৪ জানুয়ারি ঃ দুয়ারে সরস্বতী পুজো। বিদ্যার দেবীর আরাধনায় সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ফল হচ্ছে কুল। গাছে লাল রঙের টসটসা আপেলের মতো দেখতে কুল দেখেও ছাত্র-ছাত্রীরা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সরস্বতী পুজো না হলে কুল খাওয়া যাবে না। এটাই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য চিরাচরিত নিয়ম। আগেকার দিনে কুল মানে বাড়ির দেশী কুল যা কিনা কাঁচা অবস্থায় খেতে টক আর পাকলে মিষ্টি। আর সরস্বতী পুজোতে চাহিদা ছিল নারকেল কুলের। বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন ফল ও ফুলেরও পরিবর্তন হয়েছে। শীতকালের মরশুমে বিশেষ করে সরস্বতী পুজোয় আপেল কুলের চাহিদা থাকে অনেকটাই বেশি। তবে বর্তমানে দেশি এবং নারকেল কুলের পাশাপাশি চাহিদা বেড়েছে একাধিক বিভিন্ন জাতের কুলের। ঠিক তেমনি নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকে বর্তমানে ব্যাপক পরিমাণে চাষ করা হচ্ছে আপেলের মতোই দেখতে আপেল কুলের। এই কুল বেশ খানিকটা বড়ো হওয়ার পর লাল বর্ণ ধারণ করে। এরপরেই সেটি দেখতে অনেকটা হয়ে যায় আপেলের মতো, তবে আপেলের থেকে তুলনামূলক ভাবে সাইজে ছোট হয়। তবে খেতে কিন্তু আপেলের থেকে নেহাত কম স্বাদ নয়। সেই কারণে চলতি ভাষায় চাষীরা একে আপেল কুল বলে থাকেন। এই কুলের চাহিদা বর্তমানে বেড়েই চলেছে ধীরে ধীরে। সেই কারণেই টক মিষ্টি দেশী কুলকে পেছনে ফেলে বাজারে ছেয়ে গেছে আপেল কুলে। আর তাই চাষীদের মধ্যেও কুল চাষের প্রবণতা অনেকটাই বেড়েছে। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকে প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ বিঘা জমিতে বর্তমানে এই আপেল কুল চাষ করা হয়ে থাকে। আর এই আপেল কুল চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন নদীয়ার বিভিন্ন প্রান্তের চাষীরা।

দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচির উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৪ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার সেরেঙ্গাবাড়ি দুর্গা মন্দির পরিদর্শন ও পুজো দিয়ে দুর্গাপুর অঞ্চলে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করলেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হুসেন। এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার বিধানসভার বিধায়ক মোশারফ হুসেনের নেতৃত্বে দিদির দূতেরা দুর্গাপুর অঞ্চলের বেকিডাঙা, হাসুয়া, সেরেঙ্গাবাড়ি, কমলাই, গন্ডাহার, সাদাপুর সহ বিভিন্ন গ্রামের মানুষদের সঙ্গে জনসংযোগ করতে করতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। ব্যান্ডপার্টি বাজনার তালে তৃণমূলের পতাকা হাতে উচ্ছাসে মাততে দেখা যায় তৃণমূল কর্মী- সমর্থকদের। বিভিন্ন গ্রামে পৌছাতেই এলাকার মহিলারা ফুলের মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানান দিদির দূতদের। পাশাপাশি এদিন দুর্গাপুর অঞ্চলের কুকড়াকুন্ডা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর পরিদর্শন করে পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে, মিড-ডে-মিলের গুনগত মান সহ পরিষেবার বিষয়ে খোঁজ খবর নেন বিধায়ক। গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের সাথে জনসংগ সহ পথসভার মাঝে আটঘোড়িয়া এলাকায় সাধারণ গ্রামবাসীর উঠোরে বসে পাত পেড়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দুপুরের আহার সারতে দেখা যায় বিধায়ককে। বিকেলে দুর্গাপুর লাইন বাজার এলাজায় পথসভার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কথা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেন বিধায়ক সহ উপস্থিত তৃণমূল নেতারা। শেষে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সাংগঠিক আলোচনা সেরে হাসুয়া গ্রামে গ্রামে নৈশভোজ ও রাত্রি বাস করবেন বলে জানান বিধায়ক মোশারফ হুসেন। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি যোগেন্দ্র নাথ রায়, সহ-সভাপতি কার্তিক দাস, ব্লক মহিলা সভানেত্রী পূজা দাস, পলাশ রায়, প্রশান্ত সরকার সহ ইটাহার ব্লক তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

ভাঙা হল সরকারি জমিতে থাকা ক্লাব

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৪ জানুয়ারি ঃ ইসলামপুর শহরে পৌর এলাকায় যে সকল ক্লাব অবৈধভাবে সরকারি জমিতে জমি দখল করে গজিয়ে উঠেছিল সেই সকল ক্লাবগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালায় ইসলামপুর পৌর প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন ও পিডব্লিউডি। ক্লাবগুলিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘরগুলিকে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ মতো আজ ইসলামপুর শহরের বিদ্রোহী ক্লাব ও সুকান্ত সংঘ নামে দুটি ক্লাব নিজেরাই সরকারি জমিতে নির্মিত নির্মাণকাজ ভেঙে জমি খালি করার কাজ শুরু করেছে। একদিকে যেখানে সুকান্ত ক্লাব নিজেরা সরকারি জমি খালি করতে ক্লাব ভেঙে দেওয়ার কাজ করছে, সেখানে ক্লাবের কাঠামো ভাঙতে প্রশাসন ও পৌরসভার সহযোগিতা চেয়েছিল বিদ্রোহী সংঘ নামে অপর ক্লাব। বিদ্রোহী সংঘের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের জেসিবি মেশিন বিদ্রোহী ক্লাবে পৌঁছে ক্লাবের সদস্যদের সহায়তায় ও উপস্থিতিতে ক্লাবের কাঠামো ভাঙার কাজ করা হয়। বিদ্রোহী ক্লাবের তরফে সুব্রত সরকার জানান, প্রশাসনকে সব ধরনের সহযোগিতা দিচ্ছে, তবে প্রশাসনের কাছে দাবি রয়েছে তাদের ক্লাবের জন্য বিকল্প জায়গা দেওয়া হোক, যাতে তারা দূর্গা পূজা এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান করতে পারে এবং তাদের ক্লাব যেসব সামাজিক কাজ করছে সেসব সামাজিক কাজ ভালোভাবে করতে পারে। ইসলামপুর পৌরসভার আধিকারিক বাবলু নাথ জানান, ক্লাব ভাঙতে বিদ্রোহী ক্লাবের সদস্যরা নিজেরাই পৌরসভার কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, সে অনুযায়ী প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেসিবি পাঠানো হয়েছে এবং ক্লাব সদস্যদের সহযোগিতায় ক্লাব ভাঙার কাজ করা হয়।

Office of The Prodhan
Bahira Gram Panchayat
NOTICE INVITING e-TENDER No. 225/BGP/e-Tender/22-23

For and on behalf of the Bahira Gram Panchayat, The Prodhan, Bahira Gram Panchayat under Uluberia-I P.S. invites sealed percentage rate tenders for Construction of CC Road, Drain, Community Toilet, Sinking Submersible Pump etc. at different location under the jurisdiction of this office under the Programme of XV (15 th F.C.) Commission. For details go through the website: **https://howrah.nic.in / https:wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Bahira Gram Panchayat

Office of the Pradhan
KHALGRAM GRAM PANCHAYAT
Beldangra, Bhalukbasa, Bankura
Notice Inviting E-Tender
Khalgram GP, Taldangra, Bankura
NIeT09 Memo 53/khal/2023

Pradhan, Khalagram GP, Taldangra invites e-Tender of different schemes which are available in **www.etenders.gov.in** website and Last date of submission **31/01/2023 at 6.00 pm.**

Sd/- Pradhan
Khalgram Gram Panchayat

Office of The Supur Gram Panchayat
Vill-Raidihi, PO-Supur, PS-Khatra, Dist-Bankura

NIT No-04/SGP/2022-23, Pradhan, Supur Gram Panchayat invites Tender of few Construction works in Supur G.P. are details of which are available Notice Board of Supur Gram Panchayat. P.O. Supur, Dist-Bankura

Sd/- Pradhan
Supur Gram Panchayat

Office of the Narrah Gram Panchayat
Vill & P.O. Narrah, Bankura
Inviting E-Tender

E-Tender is invited by Pradhan, Narrah Gram Panchayat, Bankura-II Dev Block. **NIT No and date 004/E/NGP/2022-23 date 18.01.2023.** For further details see the e-Tender Portal i.e. **http://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Narrah Gram Panchayat

GOLAMARA GRAM PANCHAYAT
Purulia II Panchayat Samity
Vill+PO Golamara, Dist-Purulia
NIT No: 05/2022-23, Memo No: 343/GGP/2022, Date: 24/01/2023

Sealed tenders are invited from the contractor/supplier for various works of Golamara GP area under Purulia-II Panchayat Samity. Date of Sale of Tender Form on any working day **from 24/01/2023 to 09/02/2023 (11 am to 1:30 pm).** Last date of Sale of Tender Form & dropping of sealed tender form: **09/02/2023 till 1:30 pm.** Date of Opening of Tender: **09/02/2023 at 2:00 pm.** For details please visit office of the undersigned on any working day.

Sd/- Pradhan
Golamara Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN
JABARRAH-JHAPRA 1NO GRAM PANCHAYAT
Under Para-II Panchayat Samity
Vill + PO: Jhapra, Dist: Purulia
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No: 33(3)/JJ-IGP/2023 Date: 20/01/2023
NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-I/NIT(e)-01/2022-23

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah-Jhapra 1 No GP under Purulia-II Panchayat Samity through a single stage two part e-procurement system (Part I Techno- commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https:wbtenders.gov.in/.** 1. Date and Time of Download/Sale: **from 24/01/2023 10 am to 03/02/2023 5 pm.** 2. Date and time of Bid Submission: **from 24/01/2023 10 am to 03/02/2023 5 pm.** 3. Date and time of Bid Opening: **06/02/2023 at 12 Noon.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned websit

Sd/-Pradhan
Jabarrah-Jhapra 1 no Gram Panchayat

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting Tender No.: 04/15th FC/(BG)TIED FUND/2022-2023
Notice Inviting E-Tender No.: 02/2022-2023,
Memo No. 101/CH/15 th FC-Tied/2023
Notice Inviting E-Tender No.: 03/2022-2023,
Memo No. 102/CH/15 th FC-Tied/2023
Notice Inviting E-Tender No.: 04/2022-2023,
Memo No. 103/CH/15 th FC-Untied/2023

The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites Tender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of submission of E-Tender Paper(online) **from 27/01/2023 from 5.00 pm up to 06/02/2023 up to 6.00 pm(Online).** And **from 24.01.2023 to 08.02.2023 from 11.00 am to 2.00 pm (For NIT No.04).** Date of Opening of E-Tender **on 09/02/2023 on 11.00 am and 2.30 pm(for NIT No.04).** For details please visit office of the undersigned and website **https://wbtender.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ (ওওএইচ)

কাটিহার ডিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (ওওএইচ) জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। নিলাম ক্যাটালগ নং. সি-এডিভিটি-২৩; নিলাম শুরু (সমস্ত লট)ঃ ০১-০২-২০২৩ তারিখ সকাল ১০টা; দিনঃ ১০৮০; একক লব্ধঃ বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; ক্রম নং.ঃ ৫৫/১ঃ লট নম্বর/শ্রেণীঃ এডিভিটি-কেআইআর-এসজিইউজে-ওএইচ-১২৮-২২-২ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)। বর্ণনাঃ এসআরপি কমপ্লেক্স/শিলিগুড়িতে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০২-২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট। ক্রম নং.ঃ ৫৫/২ঃ লট নম্বর/শ্রেণীঃ এডিভিটি-কেআইআর-এসজিইউজে-ওএইচ-১৭১-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)। বর্ণনাঃ শিলিগুড়ি-বাগডোগরা-নকশালবাড়ি-রাঙাপানি স্টেশনের টেন্ডারে নির্দিষ্ট/চিহ্নিত স্থানে বিজ্ঞাপনের চুক্তি প্রদান। বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০২-২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৪০ মিনিট। ক্রম নং.ঃ ৫৫/৩ঃ লট নম্বর/শ্রেণীঃ এডিভিটি-কেআইআর-এসজিইউজে-ওএইচ-১২৭-২২-২ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)। বর্ণনাঃ শিলিগুড়ি সিটি বুকিং অফিস কাম রিজার্ভেশন অফিসে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন (প্রচলন এলাকা)। বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০২-২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৫০ মিনিট। ক্রম নং.ঃ ৫৫/৪ঃ লট নম্বর/শ্রেণীঃ এডিভিটি-কেআইআর-এসজিইউজে-ওএইচ-১২৯-২২-২ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)। বর্ণনাঃ বর্ধমান রোড/শিলিগুড়িতে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০২-২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা। ক্রম নং.ঃ ৫৫/৫ঃ লট নম্বর/শ্রেণীঃ এডিভিটি-কেআইআর- আরএনআই-ওএইচ-১৪-২২-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)। বর্ণনাঃ নিউ জলপাইগুড়িতে জলের ট্যাংকে বিজ্ঞাপন। বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০২-২০২৩ তারিখ সকাল ১১.১০ মিনিট। ক্রম নং.ঃ ৫৫/৬ঃ লট নম্বর/শ্রেণীঃ এডিভিটি-কেআইআর-কেআইআর-ওএইচ-১৬১-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)। বর্ণনাঃ কাটিহার ডিভিশনে কাটিহার-জোগবানি সেকশনে অনুমোদিত টেন্ডারের নির্দিষ্ট/চিহ্নিত স্থানের জন্য [illegible] বিজ্ঞাপনের চুক্তি প্রদানের জন্য। বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০২-২০২৩ তারিখ সকাল ১১.২০ মিনিট। ক্রম নং.ঃ এবি/১ঃ লট নম্বর/শ্রেণীঃ এডিভিটি-কেআইআর- এনজেপি-ওএসএস-১৫০-২২-২ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন প্রাঙ্গনে (নন-ডিজিটাল))। বর্ণনাঃ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পিপি শেডের পিলারে বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন। বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০২-২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। ক্রম নং.ঃ এবি/২ঃ লট নম্বর/শ্রেণীঃ এডিভিটি-কেআইআর-কেআইআর-ওএসএস-১৬০-২২-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন প্রাঙ্গনে (নন-ডিজিটাল))। বর্ণনাঃ স্টেশন এবং চলন্ত এলাকায় বিজ্ঞাপন। বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০২-২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৪০ মিনিট। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। আগ্রহী দরদাতাকে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম(সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

OFFICE OF THE PRADHAN
CHHARRA DUMDUMI GRAM PANCHAYAT
VILL.+PO.: CHHARRA, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER PURULIA-II DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No: 565(3)/CDGP/2022-2023 dt. 24/01/2023
NIT(e) No. WB/PUR/PRL-II/PRADHAN/CDGP/NIT(e)-05/2022-23

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Chharra Dumdumi Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/.** (1). Date and Time of Download/ Sale: **from 24/01/2023 10:00 am to 30/01/2023 05:00 pm.** (2). Date and Time of Bid Submission: from **24/01/2023 10:00 am to 30/01/2023 05:00 pm.** (3). Date and time of Bid Opening: **01/02/2023 at 05:15 pm.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as abovementioned website.

Sd/- Pradhan
Chharra Dumdumi Gram Panchayat, Purulia-II Dev. Block.

OFFICE OF THE PRADHAN
JABARRAH JHAPRA II GRAM PANCHAYAT
VILL.+PO.: FUSRABAID, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER PARA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No.: 290/JJIIGP/2022-2023 dt. 19/01/2023
NITe No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-II/NIT(e)-02/2022-23

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/.** 1. Date and Time of Download/ Sale: **from 24/01/2023 12 am to 03/02/2023 5 pm.** 2. Date and Time of Bid Submission: **from 24/01/2023 12 am to 03/02/2023 5 pm.** 3. Date and time of Bid Opening: **06/02/2023 at 12 Noon.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as abovementioned website.

Sd/- Pradhan
Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat

Notice Inviting Tender

e-tenders are invited for execution of 4nos.(road), 2nos.(tubewell), 1No. (Drain) & 2nos. (Sock pit) for works under **NIT PGP/09/2023 to PGP/17/2023, Dated : 20-01-2023** for details the bidders may visit at **http://wbtenders.gov.in** and at the office of the undersigned in any working days. Last date of document download for participation in tender is **28-01-2023 up to 10.30 AM. Tender ID 1) 2023_ZPHD_451401_1, 2) 2023_ZPHD_450950_1, 3) 2023_ZPHD_451140_1, 4) 2023_ZPHD_451281_1, 5) 2023_ZPHD_451650_1, 6) 2023_ZPHD_451787_1, 7) 2023_ZPHD_451997_1, 8) 2023_ZPHD_452187_1 & 9)2023_ZPHD_452383_1**

Sd/- Pradhan
Parbatipur Gram Panchayat

BERUGRAM GRAM PANCHAYET
BOWAI, PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No.
11/BGP/15 th FC(Tied)/2022-23, Dated-24/01/2023

E-tender are invited by Prodhan Berugram Gram Panchayat from bonafied and experienced contractor for Construction of Concrete Drain with cover and sockpit under 15 th FC (TIED) 2022-23 fund, Period of completion: 60 Days. Documents download/sell date(online) from **24/01/2023 at 17.00 hrs up to 30/01/2023 up to 17.00 hrs.** Bid submission date(online) from **24/01/2023 at 17.00 hrs. up to 30/01/2023 up to 17.00 hrs.** Bid opening date on **02/02/2023 at 11.30 hrs.** For details please contact at GP office.

Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

e-Tender Notice
NIT No-WB/BWN/KGP/NIT 09/2022-23 dt-24-01-2023
NIT No-WB/BWN/KGP/NIT 10/2022-23 dt-24-01-2023
NIT No-WB/BWN/KGP/NIT 11/2022-23 dt-24-01-2023
NIT No-WB/BWN/KGP/NIT 12/2022-23 dt-24-01-2023

Online Bids are invited for the year 2022-2023 from bonafied contractors for Listed works under SFC PBG, 15 th FC TIED and UNTIED. Last Date of Online bid submission **31-01-2023.** For details information contact with undersigned.

Sd/- Prodhan
Khandaghosh Gram Panchayat
Khejurhati, Oari, Purba Bardhaman

গোল্ডেন ক্রিস্ট এডুকেশান অ্যান্ড সার্ভিসেস লি.
CIN : L51109WB1982PLC035565
রেজি. অফিস ঃ ৬২এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, রুম নং. ২, ২য় ফ্লোর, সার্দান এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯, ভারত
ই-মেলঃ info@goldencrest.in, ওয়েবসাইটঃ www.goldencrest.in

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী ৩য় ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২
(দেখুন ধারা ৪৭(১) (বি) সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২২	নয় নাস সমাপ্তে ৩১.১২.২২	চলতি তিন মাস শেষে ৩১.১২.২১
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে	১.৪১২	২৮.১৭৪	১.৪১২
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পূর্বে)	(৫.৩৬৫)	৪.৩৪৫	(১.৫১৮)
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৫.৩৬৫)	৪.৩৪৫	(১.৫১৮)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৫.৩৬৫)	৪.৩৪৫	(১.৫১৮)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	(৫.৩৬৫)	৪.৩৪৫	(১.৫১৮)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫২৪.৫০০	৫২৪.৫০০	৫২৪.৫০০
৭	সংরক্ষিত (রেভিলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে)	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে) মূল ও মিশ্র	(০.১০২)	০.০৮৩	(০.০২৯)

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্তে অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com ও www.cse-india.com। একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.goldencrest.in।

বোর্ডের আদেশানুসারে
গোল্ডেন ক্রিস্ট এডুকেশান অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড
যোগেশ লামা
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN : 07799909

তারিখ ঃ ২৪ জানুয়ারি, ২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

বেসনের হেয়ার প্যাকে বাড়বে চুল, দেখে নিন

এক ঢাল ঘন কালো লম্বা চুল হবে, এটা কার না পছন্দ। সকলেই চান এই রকম চুল। কিন্তু তা হওয়া মুশকিল। চুল লম্বা করতে অনেকেই দীর্ঘ দিন চুল ছাঁটেন না। কিন্তু আজকের দিনে ধুলোময়লা, দূষণ, ধোঁওয়া আর নানা শারীরিক সমস্যার কারণে মজবুত, লম্বা চুল পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্রুত চুল বড় করতে অনেকেই বাজারচলতি বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকেন।

কিন্তু বিস্তর চেষ্টার পরেও, অনেক সময় চুল কিছুতেই বড় হতে চায় না। আপনি হয়তো জানেন না, ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি বেসনের হেয়ার প্যাক ব্যবহার করলেই বড় চুলের শখ পূরণ হতে পারে। বেসন ত্বকের জন্য যেমন উপকারি, তেমনই চুলের জন্যও খুব ভালো। রূপটানে বেসনের ব্যবহার হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। বেসন চুলের জন্য একটি মাল্টিভিটামিন। এতে রয়েছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, ফলিক অ্যাসিড, আয়রন, কপার, জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম, সেলেনিয়াম এবং নিয়াসিন। বেসন চুলের ফলিকলে পুষ্টি জোগায়, চুল পড়া রোধ করে এবং চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বেসনে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে, যা ফ্রি র‍্যাডিক্যালের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে চুলকে রক্ষা করে। তাহলে জেনে নিন, দ্রুত চুল লম্বা করতে কী ভাবে বেসন ব্যবহার করবেন। বেসন ব্যবহারের উপকারিতা কি জেনে নিন- ১) বেসন স্কাল্পে তেলের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং স্কাল্প অতিরিক্ত তৈলাক্ত বা শুষ্ক হতে দেয় না। ২) বেসন চুলের ফলিকলকে শক্তিশালী করে তোলে, যা চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ৩) চুল পড়া, চুল পাতলা হওয়া এবং খুশকি সারাতে বেসন খুব কার্যকর। ৪) বেসন মাথার ত্বক পরিষ্কার করে এবং জ্বালা, চুলকানি কমায়। ৫) বেসনে ন্যাচারাল কন্ডিশনিং বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা চুলকে নরম ও হাইড্রেট রাখে।

চুল লম্বা করতে বেসনের ব্যবহার- এক কাপ বেসনের সঙ্গে এক চা চামচ আমন্ড পাউডার, ২ টো ভিটামিন ই ক্যাপসুল এবং এক চা চামচ অলিভ অয়েল ভালো করে মিশিয়ে নিন। পুরো চুলে এই পেস্টটি লাগিয়ে শুকাতে দিন। তারপর ঠান্ডা জলে মাথা ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দুইবার এই হেয়ার প্যাক ব্যবহার করতে পারেন।

খুশকির জন্য বেসন - বেসনের পুষ্টি উপাদান খুশকি দূর করতে সাহায্য করে। ৭-৮ চামচ বেসনে পরিমাণমতো জল দিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন। এই পেস্টটি পুরো চুলে লাগিয়ে শুকাতে দিন। তারপর চুল ধুয়ে ফেলুন।

শুষ্ক চুলের জন্য বেসনের প্যাক - বেসন আমাদের চুলে ভেতরে থেকে পুষ্টি জোগায় এবং চুলকে নরম ও মসৃণ করে তোলে। একটা বাটিতে ২ টেবিল চামচ বেসন, ২ চা চামচ মধু, ১ চা চামচ নারকেল তেল আর পরিমাণমতো জল ভালো করে মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি মাথার ত্বক ও চুলে লাগিয়ে কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন। তারপর আরও কয়েক মিনিট রেখে মাথা ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২-৩ বার এটি করতে পারেন।

স্কাল্প পরিষ্কার করতে বেসনের ব্যবহার- একটি পাত্রে বেসন ও জল ভালো করে মিশিয়ে মাথার ত্বকে ভালো ভাবে লাগিয়ে ১০ মিনিট রেখে মাথা ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন কি উপকার পাবেন।

প্যারিস ফ্যাশন উইকে টার্টলনেক কেন এত গুরুত্ব পেল?

এই শীতে নিজেদের উষ্ণ রাখতে ইউরোপীয়রা প্রচুর চেষ্টা করছেন। প্রবাই নিত্যনতুন বুদ্ধি বাতলে দিচ্ছেন উষ্ণ থাকার জন্য। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় একটা বুদ্ধি বলে দিয়েছে প্যারিস ফ্যাশন উইক এই শীতে উষ্ণ থাকতে চাও তো টার্টলনেক পরো। প্যারিস ফ্যাশন উইকের উদ্বোধনী রানওয়ে প্রতিটি ডিজাইনারই নিজেদের কালেকশনে কোনো না কোনো টার্টলনেক রেখেছিলেন। কিছু কিছু টার্টলনেকের গলা এতটাই লম্বা ছিল যে মনে হচ্ছিল তা মডেলের মুখ ঢেকে ফেলছে। ইউরোপে টার্টলনেকের জনপ্রিয়তা শুরু হয় ষাটের দশকে। আইরিশ নাট্যকার ও লেখক স্যামুয়ে বেকেট ও ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর মতো বুদ্ধিজীবীদের হাত ধরে সুশীল সমাজে আর ইতালীয় অভিনেতা মার্সেলো মাস্ত্রেয়ান্নির হাত ধরে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে যায় টার্টলনেকের ফ্যাশন। ইউরোপে টার্টলনেকের প্রচলন অবশ্য অনেক আগে থেকেই। মধ্যযুগে সৈন্যরা নিজেদের বর্মের নিচে নিয়মিতই গলাবন্ধ জামা পরতেন। আরেক ফরাসি ফ্যাশন ব্র্যান্ড সঁ লোঁরোর প্রদর্শনীতে ছিল ফানেলনেক জাম্পার। কিছু কিছু জাম্পার দেখে মনে হচ্ছিল, চাইলে একে গাউন হিসেবেও চালিয়ে দেওয়া যাবে। তবে বেশ কিছুদিন ধরে টার্টলনেক ফরাসি তে বেশ আলোচিত একটা বিষয়।

রোজকার রূপটানে এখন নতুন সঙ্গী ফেসমাস্ক

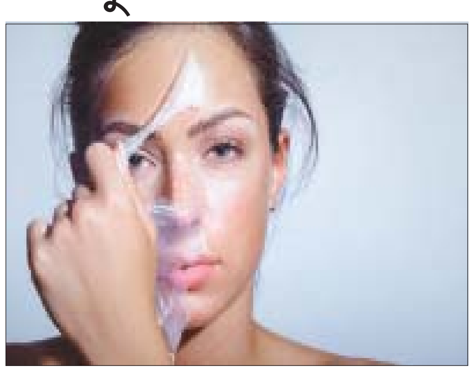

রোজকার রূপটানে এখন নতুন সঙ্গী ফেসমাস্ক। বাজারে এসে গিয়েছে, নানা ধরনের ফেসমাস্ক। চটজলদি ত্বকে জেল্লা ফেরাতে এসব মাস্ক দারুণ কাজ করে। কিন্তু অনেকেই না বুঝে কিনে ফেলেন এই মাস্ক। রূপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ত্বক বুঝে বেছে নিন সঠিক মাস্ক। তাহলেই মিলবে উপকার। পিল অফ মাস্ক যাঁদের ত্বক খুব তৈলাক্ত, তাঁরা ব্যবহার করতে পারেন এ ধরনের মাস্ক। এই মাস্ক অনেকটা জেলের মতো দেখতে। মুখে লাগিয়ে পনেরো মিনিট মতো রেখে টেনে তুলে দিন। দেখবেন ত্বক একেবারে ঝকঝকে হয়ে উঠবে। এই ব্যাপারে বেছে নিন চারকোল মাস্ক। স্লিপ মাস্ক এই মাস্কের আরেকটি নামও রয়েছে। ওভারনাইট মাস্ক। এই মাস্ক মুখে লাগিয়ে আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। ড্রাই স্কিনে এই মাস্ক দারুণ কাজ করে। ত্বকে আর্দ্রতা ফিরিয়ে দেওয়াই কাজ এই মাস্কের। রাতে মাস্ক লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন, সকালে উঠে দেখবেন আপনার ত্বক একেবারে ঝকঝক করছে। এই ব্যাপারে বেছে নিন অ্যালোভেরা বা নারকেল মাস্ক। বাবল মাস্ক এই মাস্কটি লাগানোর আগে স্বাভাবিকই থাকে, কিন্তু মুখে লাগানোর পরেই সাবানের ফেনার মতো ফুলে ফুলে উঠবে। ত্বকের রোমকূপে ঢুকে নোংরা বার করে নিতে সিদ্ধহস্ত এই মাস্ক। ত্বককে পুষ্টিও জোগান দেয়। রোদে পোড়া ত্বকে জেল্লা ফেরাতে দারুণ কাজ করে এই মাস্ক। এই ব্যাপারে বেছে নিন চন্দন বা ফ্রেশ ওয়াটার মাস্ক। শিট মাস্ক যাঁরা দ্রুত ত্বকে জেল্লা ফেরাতে চান তাঁদের জন্য দারুণ কাজ করে এই মাস্ক। পাতলা কাপড়ের মতো দেখতে এই মাস্ক। এই মাস্কের মধ্যে মেশানো থাকে সিরাম। যা কিনা ত্বকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট জোগান দেয়। এই ব্যাপারে বেছে নিন শশা বা অ্যাভাকাডো মাস্ক। শুষ্ক হোক বা তৈলাক্ত ত্বক, সব ত্বকেই দারুণ কাজ করবে এই মাস্ক।

জানেন কি ত্বক নষ্ট করছে মোবাইল, ল্যাপটপ! সমস্যা দূর করতে ৫ উপায়

সারাদিন মোবাইল নিয়ে তাকলে চোখ তো নষ্ট হয়ই, সই সঙ্গে জানেন কি ত্বকের বারোট বজে। ডেস্কটপ কিংবা ল্যাপটপে তাকিয়ে দিন কেটে যাচ্ছে। এতে চোখের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, তেমনিই ত্বকের বারোটা বাজাচ্ছে। ভাবছেন

ল্যাপটপ ও মোবাইলে ত্বকের বারোটা কি ভাবে বজায় জানতে হলে এই লেখাটা পড়ুন। আমরা সাধারণত জানি ধুলো, ময়লা, অতিরিক্ত সূর্যে আলো ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মোবাইল ও ল্যাপটপ থেকে বের হওয়া আলোও খুব ক্ষতিকর ত্বকের পক্ষে। বিশেষ করে ত্বকে বলিরেখা ফেলতে পারে এই আলোর অতিরিক্ত ব্যবহার। তা এর থেকে বাঁচার উপায় রয়েছে বলেও তারা জনাচ্ছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফোন বা ল্যাপটপ থেকে নিজেকে দূরে রাখা এখন আর সম্ভব নয়। বিশেষ করে ইন্টারনেট যুগে তা একেবারেই অসম্ভব। তাই মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপ ব্যবহার করার সময় কিছু নিয়ম মানলেই ভাল থাকবে আপনার ত্বক। ১) ল্যাপটপ বা মোবাইল ফোন ব্যবহারের সময় অবশ্যই ব্যবহার করুন ভাল কোম্পানির কোনও সানস্ক্রিন। দেখবেন এতে উপকার পাবেন। ২) একটানা অনেকক্ষণ ল্যাপটপ বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করবেন না। বরং একটু আধটু বিরতি নিন। ৩) মুখের থেকে মোবাইল বা ল্যাপটপের দূরত্ব রাখুন। খুব কাছ থেকে ল্যাপটপ বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করবেন না। ৪) রাতে শোয়ার আগে ময়দা বা বেসনের সঙ্গে গোলাপজল মিশিয়ে একটা ফেসপ্যাক বানিয়ে ৫ মিনিট মতো লাগিয়ে রাখুন। উষ্ণজলে মুখ ধুয়ে নিন। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন এটা করুন। ৫) ময়শ্চেরাইজার বা ক্রিমের মধ্যে ভিটামিন ই ওয়ে মিশিয়ে রাতে শোয়ার আগে লাগিয়ে নিন। দেখবেন এতে বলিরেখা দূর হবে। ত্বক ভালো হবে।

হারানো পার্স উদ্ধার করে যাত্রীকে ফিরিয়ে দিল আরপিএফ

কলকাতা, ২৪ জানুযারি ঃ ২১.০১.২০২৩ তারিখে প্রায় ১৫.০৫ টায়। নেতাজি মেট্রো স্টেশনে, একজন অনডিউটি মহিলা আরপিএফ একটি রুটিন চেকের সময় স্টেশনের প্রবেশ গেটের কাছে একটি পার্স খুঁজে পান। এই পার্সের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে তিনি সাবধানে চেক করার পরে এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা করে পার্সের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিযন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হযেলি। মানিব্যাগ খুলে তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওযা যায। মাঝে, প্রায় ১৫.২৫ ঘন্টায়। একজন মহিলা যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে পার্সের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাইবাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, উদ্ধারকৃত পার্সটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। হারানো পার্স ফিরে পেতে সাহায্য করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

সেন্ট্রাল রেলওয়ে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে ট্রেনের ডাইভারশন

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারিঃ সেন্ট্রাল রেলওয়ে ডাবল লাইন চালু করার জন্য প্রাকননইন্টারলকিং এবং ননইন্টারলকিং কাজের কারণে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি ডাইভার্ট রুটে চলবে ১। ১২১৩০ হাওড়া- পুনে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস ২৬.০১.২০২৩ তারিখে হাওড়া ছেড়ে নাগপুর- বলহারশাহ - কাজিপেট - সেকেন্দ্রাবাদ- ওয়াদি-দাউন্ড- পুনে হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে ২। ২২৮৪৬ হাতিয়া- পুনে এক্সপ্রেস ২৭.০১.২০২৩ তারিখে হাতিয়া ছেড়ে নাগপুর- বলহারশাহ- কাজিপেট -সেকেন্দ্রাবাদ -ওয়াদি- দাউন্ড- পুনে হযে ডাইভার্ট রুটে চলবে ২। ১২২২১ পুনে-হাওড়া দুরন্ত এক্সপ্রেস ২৮.০১.২০২৩ তারিখে পুনে ছেড়ে পুনে- লোনাভালা- পানভেল - কল্যাণ-ইগতপুরি- মনমাদ হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে।

উত্তর পূর্ব রেল আর্ট কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন

গোরখপুর, ২৪ জানুয়ারি ঃ উত্তর- পূর্ব রেলওয়ে আর্ট কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হবে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে ২৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে গোরখপুরের রেলওযে অডিটোরিযামে বিকাল ০৫.০০ টায জেনারেল ম্যানেজার, উত্তরের প্রধান আতিথেয়তায়। পূর্ব রেলের শ্রী চন্দ্র বীর রমন করা হবে। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উত্তরপূর্ব রেল আর্ট কমিটির শিল্পীরা দেশাত্মবোধক গান, দেশাত্মবোধক নাটক এবং একক নৃত্য পরিবেশন করবেন। এই উপলক্ষ্যে, এনই রেলওয়ে সিনিযর সেকেন্ডারি স্কুল, রেলওয়ে বয়ে ইন্টার কলেজ এবং রেলওয়ে গার্লস ইন্টার কলেজ, গোরখপুরের ছাত্ররা দেশপ্রেমের উপর ভিত্তি করে একটি দলগত নৃত্য এবং একটি ছোট স্কিট পরিবেশন করবে ভারত স্কাউটস এবং গাইডস সদস্যরা। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি এবং উত্তর পূর্ব রেলওযে মহিলা কল্যাণ সংস্থার সভাপতি শ্রীমতি শিবানী সিং, সংস্থার সদস্য, বিভাগীয় প্রধান, রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন।

কলকাতা ও নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে উইন্টার স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ২৪ জানুয়ারি ঃ শীতের সময় যাত্রীদ্রে অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে নিউ জলপাইগুড়ি ও কলকাতার মধ্যে উভয়দিক থেকে একটি ট্রিপের জন্য একটি উইন্টার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, ০৩১০৫নং (কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি) উইন্টার

স্পেশাল ট্রেনটি কলকাতা থেকে ২৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের ২৩.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১০.১০ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৩১০৬ নং (নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা) উইন্টার স্পেশাল ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ২৬ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০০.৫০ ঘণ্টায় কলকাতা পৌঁছাবে। উভয় পথে যাত্রার সময় এই স্পেশাল ট্রেনটি আলুয়াবাড়ি রোড, কিষানগঞ্জ, বারসোই, মালদা টাউন, জঙ্গীপুর রোড, আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, বান্ডেল ও নৈহাটি স্টেশনে স্টপেজ দিবে। কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি রুটের অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই সোনালি সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। ২২টি কোচ নিয়ে গঠিত এই ট্রেনটিতে যাত্রীদের জন্য এসি ফার্স্ট ক্লাস কাম এসি ২- টিয়ার, এসি ২-টিয়ার, এসি ৩-টিয়ার, শয়ন শ্রেণি ও সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির কামরা থাকবে। এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বদ্রীনাথ যাত্রায় বিকল্প রাস্তার বিষয়ে বৈঠকে বসছে প্রশাসন

দেহরাদুন (উত্তরাখণ্ড), ২৪ জানুয়ারি ঃ গত বছরের সেপ্টেম্বরে যোশীমঠ থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে হেলাং বাইপাস প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। বিকল্প এই রাস্তা নিয়ে এদিন মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ড সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। যোশীমঠে বিপর্যয়ের মাঝে বদ্রীনাথ যাত্রা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। বদ্রীনাথে যাওয়ার 'গেটওয়ে' বলা হয় যোশীমঠকে। গাড়োয়াল হিমালয়ের উপর এই শহর দিয়েই বদ্রীনাথের পথ। কিন্তু সম্প্রতি যোশীমঠে বিপর্যয় ঘনিয়েছে। ধীরে ধীরে বসে যাচ্ছে গোটা শহর। এই পরিস্থিতিতে বদ্রীনাথ যাওয়ার বিকল্প কোনও রাস্তার বন্দোবস্ত করা যায় কি না, তা নিয়ে আলোচনায় প্রশাসন। যোশীমঠ থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে হেলাং বাইপাস প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। সেই রাস্তা যোশীমঠের বিকল্প হতে পারত। কিন্তু রাস্তা তৈরির কাজ এখনও শেষ হয়নি। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছিল। জানুয়ারিতে যোশীমঠের বাড়ি এবং রাস্তাঘাটে ফাটল দেখা দিলে তড়িঘড়ি কাজ বন্ধ করে দিতে হয়। উত্তরাখণ্ড রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের সচিব রঞ্জিতকুমার সিনহা বলেন, ''বদ্রীনাথ যাত্রা যাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়, পুণ্যার্থীরা যাতে কোনও রকম সমস্যার সম্মুখীন না হন, তা আমরা নিশ্চিত করব। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য সব রকম চেষ্টা করা হবে। মঙ্গলবারই আমরা বিআরও-র সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য বৈঠকে বসব।''

দিল্লির পৌর কর্পোরেশনের মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের পদের নির্বাচন শুরু

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ এদিন মঙ্গলবার দিল্লির পৌর কর্পোরেশনের মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের পদের নির্বাচন শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এনিয়ে আম আদমি পার্টি এবং ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে তীব্র উত্তেজনার কারণে প্রায় তিন সপ্তাহ আগে প্রক্রিয়াটি স্থগিত হওয়ার পরে এদিন ফের কাঙ্ক্ষিত পদের নির্বাচন শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এ ছাড়া সংসদের স্থায়ী কমিটির ছয় সদস্যের নির্বাচনও আজ অনুষ্ঠিত হবে। দিল্লির নবনির্বাচিত ২৫০-সদস্যের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (এমসিডি) হাউসের প্রথম সভা ৬ জানুয়ারি মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র নির্বাচন না করেই স্থগিত করা হয়েছিল। এমসিডি-এর সদর দফতরে ভারী নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে। হাউসে অ্যাল্ডারম্যান এবং নবনির্বাচিত কাউন্সিলরদের শপথ নেওয়ার পর মেয়র নির্বাচন শুরু হবে।

গোহত্যা বন্ধ হলেই মিটবে বিশ্বের সব সমস্যা, গুজরাটের আদালতে গরুর স্তুতি বিচারকের

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ নিজের এজলাসে বসে 'গরুর রচনা' শোনালেন গুজরাটের এক আদালতের বিচারক। দাবি করলেন, বিশ্বের যাবতীয় যা সমস্যা আছে সব বন্ধ মিটে যাবে, যদি ভূপৃষ্ঠে গরুর রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও দেশে গোহত্যা বা গরুপাচার হয়, এগুলিকে লজ্জাজনক বলেও মন্তব্য করেন ওই বিচারক। ওই মন্তব্যগুলি করেছেন, গুজরাটের তাপি জেলা নগর দায়রা আদালতের বিচারক সমীর ভ্যাস। গোহত্যা এবং গরুপাচার সংক্রান্ত একটি মামলায় রায় দিতে গিয়ে তিনি বলেন, বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে গোবর বা ঘুটে দিয়ে তৈরি বাড়িতে তেজস্ক্রিয় বিকিরণেরও কোনও প্রভাব পড়ে না। গত বছর নভেম্বরে এই রায়টি

দিয়েছিলেন সমীর ভ্যাস। গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্রে গরু পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও দেন ওই বিচারক। সদ্যই সেই রায়টি আদালতের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। সেই রায়ে বলা হয়েছে, গরু আর পাঁচটা সাধারণ পশুর মতো পশু নয়। গরু আমাদের মা। যেদিন এই পৃথিবীর বুকে আর কোনও গরুর রক্তপাত হবে না, সেদিন বিশ্বের সব সমস্যা মিটে যাবে। আমরা মুখে যতই গোরক্ষার কথা বলি, বাস্তবের মাটিতে সেটা হয় না। আজও গোহত্যা এবং গরু পাচার হচ্ছে নিয়মিত। এটা শিক্ষিত সমাজের জন্য লজ্জার। বিচারক সরাসরি বলছেন, গরু একটা ধর্মের প্রতীক। বস্তুত গরু থেকেই ধর্মের জন্ম। এরপর আবার আলাদা করে গোমূত্রের প্রশংসা শোনা গিয়েছে ওই বিচারকের মুখে। তিনি বলেছেন, গোমূত্র আমাদের বহু বিরল রোগ থেকে বাঁচাতে পারে। গরু পালনের ফলে যে খাবার উৎপাদন হয়, সেগুলিও বহু রোগ প্রতিরোধ করে। গরুর উপকারিতে বোঝাতে এজলাসে সংস্কৃত স্লোকও আওড়েছেন ওই বিচারক। মোদী জমানায় গোরক্ষকদের বাড়াবাড়ি নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। এমনকী গোরক্ষকদের মারে বহু নিরীহ মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। তবে এই বিচারক এখনও গরুদের নিয়ে উদ্বিগ্ন।

ভারত জোড় যাত্রায় যোগ দিলেন বলিউড অভিনেত্রী উর্মিলা মাতোন্ডকর

জম্মু, ২৪ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়া যাত্রায় যোগ দিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী ও নেত্রী উর্মিলা মাতোন্ডকর। উর্মিলা মাতোন্ডকর একটি ভিডিও শেয়ার করে এই যাত্রার রাজনীতির চেয়ে সামাজিক তাৎপর্য বেশি বলেছেন। সামাজিক মূল্যবোধের কারণে এই যাত্রায় যোগ দিচ্ছি। এই যাত্রায় প্রচুর ভালবাসা, স্নেহ, বিশ্বাস এবং দেশাত্মকবোধ রয়েছে এবং এই প্রদীপ যেন সকলের মনে জ্বলতে থাকে। যাত্রায় যোগ দেওয়ার আগে এসব কথা বলেন তিনি। জম্মুর সিদ্ধায় বন নিরাপত্তা বাহিনী গ্রাউন্ডে রাতের বিশ্রামের পর মঙ্গলবার সকালে শিতলি (নাগরোটা চেকপোস্টের কাছে) থেকে ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু হয়। নাগরোটার পুরাতন পথ দিয়ে যাত্রা বের হয়। নাগরোটা সফরে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন লাদাখের কংগ্রেস সদস্যরা। এই সময় লাদাখী কর্মীরা রাহুল গান্ধীর সাথে লাদাখের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এদিকে, খোদ নাগরোটায় ভারত জোড়ো যাত্রার সময় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে দেখা করেন রাহুল গান্ধী। ক্যাম্পাসের কাঁটাতারের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা জওয়ানদের দেখে রাহুল গান্ধী তাঁদের কাছে গিয়ে করমর্দন করে তাঁদের খোঁজখবর নেন। যাত্রাকে কেন্দ্র করে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টায় বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত ১ লাখ ৯৪৪ জন

ওয়াশিংটন, ২৪ জানুয়ারি ঃ গত ২৪ ঘণ্টায় সারা বিশ্বে করোনায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৯৪৪ জন। আগের দিনের তুলনায় নতুন শনাক্ত কমেছে ২৮ হাজার। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭ কোটি ৩৪ লাখ ৫৯ হাজার ১৭৭

জনে। পাশাপাশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সারা বিশ্বে ৮৬৭ জন মারা গেছেন। আগের দিনের তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে দুই শতাধিক। এতে বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৬৭ লাখ ৪৭ হাজার ৮৬৪ জনে। মঙ্গলবার সকালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত, মৃত্যু ও সুস্থতার হিসাব রাখা ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারস থেকে এই তথ্য জানা গেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে জাপানে। দেশটিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩২ হাজার ৫৭১ জন। প্রাণহানি হয়েছে ২৫৩ জনের। মহামারির শুরু থেকে দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৩ কোটি ২০ লাখ ৭৭ হাজার ৮৯৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ৬৫ হাজার ৬২২ জন মারা গেছেন। করোনায় আক্রান্তের দিক থেকে চতুর্থ ও মৃত্যুর সংখ্যায় তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৫৩ জন। নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৭ হাজার ৮৫৫ জন। অপরদিকে মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেশটিতে মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ৩ কোটি ৬৭ লাখ ৫১ হাজার ৯৪৪ জন। মৃত্যু হয়েছে ৬ লাখ ৯৬ হাজার ৩৭৬ জনের।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজধানী

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ঃ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজধানী জোরালো দিল্লি ও তার আশপাশের

একাধিক এলাকা। রিখটার স্কেলে কম্পনের পরিমাণ ৫.৮। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়। সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের খবর অনুযায়ী, এদিন দুপুর ঠিক ২ টো ২৮ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয় দিল্লি, নয়ডা, গাজিয়াবাদ, লখনউয়ের বেশ কিছু এলাকায়। স্বাভাবিক ভাবেই তীব্র কম্পনে ছড়ায় আতঙ্ক। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল নেপাল-চিন সীমান্তের কাছে কালিকা এলাকার ১০ কিলোমিটার গভীরে। দিল্লি ও গ্রেটার নয়ডার বাসিন্দারা ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছু ভিডিও পোস্ট করেছেন। কম্পনের সময়ের মুহূর্ত ধরা পড়েছে সেখানে। অন্তত ১৫ থেকে ২০ সেকেন্ড পর্যন্ত কম্পন অনুভূত হয়। যদিও এই কম্পনে এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।

থানেতে ফ্লাইওভার থেকে পড়ে মৃত্যু ২ স্কুটার আরোহীর

থানে, ২৪ জানুয়ারি ঃ মহারাষ্ট্রের থানে শহরে ফ্লাইওভার থেকে পড়ে মৃত্যু হল ২ স্কুটার আরোহীর। মঙ্গলবার ভোরে স্কুটারে চেপে ফ্লাইওভার দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের স্কুটার ফ্লাইওভারের দেওয়ালে ধাক্কা মারলে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম প্রতীক বিনোদ মোরে (২১), তিনি থানে শহরের লোকমান্য নগরের বাসিন্দা। অপরজনের নাম রাজেশ বেচেনপ্রসাদ গুপ্তা (২৬), তিনি উলহাসনগরের বাসিন্দা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, ওই দুই যুবক মঙ্গলবার ভোরে স্কুটারে চেপে ফ্লাইওভার দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের স্কুটার ফ্লাইওভারের দেওয়ালে ধাক্কা মারে। এরপর তাঁরা দুজনই ছিটকে ফ্লাইওভার থেকে নীচে পড়ে যান। দুজনই গুরুতর আহত হন। তাঁদের দ্রুত থানে সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। থানে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আঞ্চলিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সেলের প্রধান অবিনাশ সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, প্রায় ৩.৩০ টার দিকে ক্যাসেল মিল নাকার ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ওই দুই যুবক মাজিওয়াদা থেকে থানে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

Name Change

I, SEKH SABIR (Old Name) S/o LATE GOLAM SEKH residing at BADEGAHARA, PO- GOPALPURHAT, PS- FALTA, DIAMOND HARBOUR-743504 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) SABIR HOSEN SEKH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/01/2023. SEKH SABIR and SABIR HOSEN SEKH both are same and one identical person.

Name Change

I, HIRU MONDAL (Old Name) S/o GANGA RAM MONDAL residing at Debipur, South 24 Parganas, Pin-700104 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) HIRU LAL MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/01/2023. HIRU MONDAL and HIRU LAL MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, SIDDHARTHA KUMAR CHANDRA (Old Name) S/o SAKTIPADA CHANDRA residing at NAMAJGRAM, PS- PANDUA, HOOGHLY 712149 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) SIDDHARTHA CHANDRA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/01/2023. SIDDHARTHA KUMAR CHANDRA and SIDDHARTHA CHANDRA both are same and one identical person.

Name Change

I, GURNESH KAUR (Old Name) F/n Tejinder Singh Rekhi residing at Flat-4M, Block-III, 1, Jubilee Park, Kolkata-700033 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) GURNEESH KAUR LAMBA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/01/2023. GURNESH KAUR and GURNEESH KAUR LAMBA both are same and one identical person.

Name Change

I, SOURAV BEPARI (Old Name) S/o PARIMAL BYAPARI residing at ADARSHAPALLY, PO- ASWININAGAR, PS- NEW TOWN BIDHANNGAR-700159 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) SOURAV BYAPARI, vide an affidavit sworn before the Notary Public a t Kolkata on 24/01/2023. SOURAV BEPARI and SOURAV BYAPARI both are same and one identical person.

Name Change

I, Sumana Maiti (old name) D/O.Basudev Maiti Presently residing at Dakshin Mayra Para, P.O.-Amta, P.S.- Amta Dist- Howrah, Pin- 711401, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Salina Yasmin (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/01/2023. Sumana Maiti and Salina Yasmin both are same and one identical person.

Name Change

I, SANANDA GANGULY MONDAL (Old Name) W/o RAJIB MONDAL residing at Vill-Naldighi, Mandalpara, Janai, Dist-Hooghly, Pin-712304 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) SANANDA GANGOPADHYAY, vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st Class Metropolitan Magistrate at Calcutta on 24/01/2023. SANANDA GANGULY MONDAL and SANANDA GANGOPADHYAY both are same and one identical person.

Name Change

I, DEBI SINHA BANERJEE (Old Name) D/o DILIP KUMER BANERJEE residing at A62/1, Purbayan, Kathgola, Po-Sodepur, Kolkata- 700110 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) DEBI BANERJEE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/01/2023. DEBI SINHA BANERJEE and DEBI BANERJEE both are same and one identical person.

Name Change

I, PARIMAL BEPARI (Old Name) S/o LATE KSHIROD BYAPARI residing at ADARSHA PALLY, PO- ASWININAGAR, PS-NEW TOWN, BIDHANNGAR-700159 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) PARIMAL BYAPARI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/01/2023. PARIMAL BEPARI and PARIMAL BYAPARI both are same and one identical person.

Name Change

I, CHARU MONDAL (Old Name) S/o LATE SURENDRANATH MONDAL residing at Abed Ali Khan Para, Patikhali, PS-Jibantala, Dist-South 24 Parganas, Pin-743376 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) CHARU CHANDRA MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/01/2023. CHARU MONDAL and CHARU CHANDRA MONDAL both are same and one identical person.

কলেজের কর্মসমিতির সভায় প্রবেশে বাধা

বিধায়কের দিকে অভিযোগ রাজ কলেজের প্রিন্সিপালের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৪ জানুয়ারি ঃ কলেজের জেনারেল বডির মিটিংয়ে সদস্যদের প্রবেশে বাধা, শারীরিক হেনস্থা ও হুমকি দেওয়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন বর্ধমান রাজ কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ নিরঞ্জন মন্ডল। মঙ্গলবার বর্ধমান সদর থানায় এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। নিরঞ্জনবাবুর অভিযোগ, মঙ্গলবার রাজ কলেজের জেনারেল বডির মিটিং ছিল। সেই সঙ্গে আরও কিছু বিষয়ের উপরেও বিচার-বিবেচনার আলোচনা ছিল। ওই উপলক্ষে কলেজে প্রবেশের সময় কলেজের ক্যাজ্যুয়েল স্টাফ ইমরান কুরেশি, কপিলদেব মুখার্জী, ডঃ সনৎ কুমার মানিক, ডঃ বিজয় চাঁদ এবং ডঃ নিরুপমা গোস্বামীর নেতৃত্বে কিছু বহিরাগত এবং কিছু ছাত্র জেনারেল বডির তিন সদস্য সহ অন্যান্যদের মিটিং রুমে প্রবেশে বাধা দেয়, প্রতিবাদ জানালে তাদের শারীরিকভাবে হেনস্থা করার পাশাপাশি হুমকি দেওয়া হয়। কলেজের ভিতর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও চলছিল ওই সময়। কলেজের সামনে ও ভিতরে প্রচুর বহিরাগতদের জমায়েত করা হয়। সম্পূর্ন কলেজে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরী করা হয়। পুরো কলেজ ক্যাম্পাসটা জেনারেল বোর্ডের সদস্য সহ পরীক্ষাকেন্দ্রে থাকা ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অসুরক্ষিত হয়ে পড়েছিল। শুধু এই দিন নয়, দীর্ঘদিন ধরে কলেজের মধ্যে একটা ভয়ভীতির পরিবেশ তৈরী করার প্রচেষ্টা চলছে, যার জন্য সঠিকভাবে কলেজ চালানো দায় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এই সমস্ত ঘটনার পিছনে বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের ইন্ধন আছে বলেও এদিন সাংবাদিকদের কাছে মুখ খোলেন রাজ কলেজের প্রিন্সিপাল। প্রিন্সিপালের আরও অভিযোগ, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়কের নির্দেশেই কার্যত চলছে রাজ কলেজ। রাজ কলেজের জেনারেল বডির কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। আগে পদাধিকার বলে কলেজের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেলাশাসক। এখন সেটা পরিবর্তন করে ডঃ স্বপন পানকে প্রেসিডেন্ট করা হয়। ডঃ সুভাষ দাস ও ডাঃ এস কে দাসকে গর্ভমেন্ট নমিনি করা হয়। জেনারেল বডির এই মিটিংটা যাতে ভেস্তে যায় তার জন্যেই এই প্রয়াস বলে আরও অভিযোগ প্রিন্সিপালের। যদিও এই ঘটনার বিষয়ে কিছুই বলতে চান নি বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক। তবে সংক্ষিপ্ত বার্তায় জানিয়েছেন, এখন বর্ধমানে সব কিছুর পিছনেই তার হাত রয়েছে বলে জোর করে দোষারোপ করা হচ্ছে, যা ঠিক নয়। এ বিষয়ে বর্ধমান জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি এস.আর ব্যানার্জী বলেন, এই বিষয়টা রাজ কলেজের মতো শিক্ষাঙ্গন শুধু নয়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পঞ্চায়েত প্রত্যেকটি জায়গায় চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলদারি ও গুন্ডাগিরি। এই ক্ষমতার আস্ফালনের ছোট্ট উদাহরণ হচ্ছে বর্ধমান রাজ কলেজের কর্মসমিতির বৈঠকে হস্তক্ষেপ বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়কের। তিনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি হয়ে ঠিক করে দিচ্ছেন কলেজের বৈঠকে কারা কারা উপস্থিত থাকবেন বা উপস্থিত থাকবেন না। আর কলেজের প্রিন্সিপালকে সাহায্যে চাইতে হচ্ছে পুলিশের। এটা কি গণতন্ত্রের পরিবেশ! এই রকমভাবে শিক্ষাঙ্গন চলতে পারে না বলে তীব্র প্রতিবাদ জানান জেলা বিজেপির সহ সভাপতি।

জায়গা ফেরত চেয়ে অমর্ত্য সেনকে বিশ্বভারতীর চিঠি

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৪ জানুয়ারি ঃ নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে জবরদখলকারি হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর অধিকৃত তেরো ডেসিমেল জায়গা বিশ্বভারতীকে হস্তান্তর করতে চিঠি পাঠালেন বিশ্বভারতীর এস্টেট অফিসের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার। আর তাতেই দেখা দিয়েছে বিতর্ক। প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন সময়ে বিজেপি তথা কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় কি উপাচার্যর এই চিঠি? এটাকে নোবেলজয়ীকে ঘোরতর অসম্মান বলে মনে করছেন অনেকেই। ওই চিঠিতে নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে জানানো হয়েছে যে, তিনি বিশ্বভারতীর শ্রীপল্লীর সুরুল মৌজার অনুনোমোদিত ১৩ ডেসিমেল জায়গা অধিকার করে রেখেছেন। ১৯৪৩ সালের ২৭ অক্টোবর অমর্ত্য সেনের বাবা আশুতোষ সেনকে মোট ১২৫ ডেসিমেল জায়গা লিজে দেয় বিশ্বভারতী। সেই জায়গার অতিরিক্ত এই ১৩ ডেসিমেল জায়গা অধিকার করে রেখেছেন অমর্ত্য সেন বলে দাবি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের। এই জমি দ্রুত হস্তান্তর করার পাশাপাশি, যুগ্মভাবে সার্ভে করার ক্ষেত্রে অমর্ত্য সেন তাঁর নিজস্ব সার্ভেয়র বা আইনজীবী রাখতে পারেন বলে ওই চিঠিতে জানানো হয়েছে। এব্যাপারে এখনও পর্যন্ত অমর্ত্য সেনের তরফ থেকে কোনো প্রেস রিলিজ হয় নি। উল্লেখ্য, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আগেও অর্থাৎ ২০২০ সালের ২৬ ডিসেম্বর এক লিগাল নোটিশে অমর্ত্য সেনকে জমি জবরদখলকারী হিসেবে দেখায়। এখন এই চিঠি। উনি এখানে আছেন। যা বলার বলবেন। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজ কলি সেন অবশ্য বলেন, বর্তমান উপাচার্যর একটির পর একটি খেলনা দরকার। উনি চুপচাপ থাকতেই পারেন না। তবে প্রথমেই এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার, প্রতীচি বাড়ির জায়গা অমর্ত্য সেন কেনেন নি। কেনেন তাঁর পিতা আশুতোষ সেন। পাশের জমিটি কেনেন অমর্ত্য সেনের দাদু ক্ষিতিমোহন সেন। গোটা ব্যাপারটা ৯০ বছর আগের ঘটনা। তার দায় উনার উপর বর্তায় না। এব্যাপারে বিশ্বভারতীর দাবি, মূল লিজে ১২৫ ডেসিমেল। আর দখল আছে ১৩৮ ডেসিমাল।

ছাত্র-ছাত্রী প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা করবেন অমর্ত্য সেন

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৪ জানুয়ারি ঃ মামলা ও সাসপেনশনে জেরবার বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্র ঐতিহ্য ধুলায় মিশে যেতে বসেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা সেই রবীন্দ্র ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাত্র আন্দোলন চালিয়ে এসেছেন। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর গেরুয়া এজেণ্ডা বার বার ছাত্র শিক্ষক আন্দোলনের প্রতিরোধের মুখে পড়েছে। আর তখনই শোকজ, সাসপেনশন নোটিশ ও বহিস্কারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন উপাচার্য। সম্প্রতি সাত পড়ুয়াকে এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করেন উপাচার্য। কোনো বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে চান না উপাচার্য। এরকম এক অচলাবস্থা কাটিয়ে তুলতে শিক্ষক থেকে পড়ুয়া সবাই উদগ্রীব। এমন পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধিরা কথা বলতে নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সূত্রের খবর, অমর্ত্য সেন চার থেকে পাঁচ জনের ছাত্র প্রতিনিধিদের কথা বলতে অনুমতি দিয়েছেন। ২৬ জানুয়ারি তথা প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন প্রতীচি বাড়িতে পড়ুয়াদের তিনি সময় দিয়েছেন। এব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ ইউনিটের সভানেত্রী মীনাক্ষী ভট্টাচার্য জানান, ২৬ জানুয়ারি নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন আমাদের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিনিধিকে দেখা করার সুযোগ দিয়েছেন। একজন অধ্যাপকও সেই প্রতিনিধি দলে থাকতে পারেন। অমর্ত্য সেন শান্তিনিকেতনের প্রতীচি বাড়িতে আছেন। গতকালই তাঁকে ঘিরে বিজেপির কটাক্ষকে উপেক্ষা করে কোনো মন্তব্য করতে চান নি। তবে, অতীতে অর্থাৎ ২০২০ সালে ৮ ডিসেম্বরে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী অমর্ত্য সেনকে নিয়ে মনগড়া মন্তব্য করেন। সেই সময় তিনি বলেন, নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন, উপাচার্যকে আমি ভারতরত্ন অমর্ত্য সেন বলছি বলে নাকি ফোন করেন। সেটা নিয়ে বিস্তর জল ঘোলা হয়। নোবেলজয়ী নিজেও ইমেইল মারফত তার প্রতিবাদ করেন। এখন দেখার বিশ্বভারতীতে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অমর্ত্য সেন কি বলেন।

ANANDANAGARE GRAM PANCHYAT
Anandanagore*Singur*Hooghly
NOTICE INVITING E TENDER No: 27/AGP, Date:-24/01/23
NOTICE INVITING E TENDER No: 28/AGP, Date:-24/01/23
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 8(Eight) Nos. Different works. Date of download of Tender form on **24-01-23 to 31-01-23(up to 3pm)**. Last date of submission of tender paper on or before **31-01-23 up to 5 PM.** Date of Opening of Technical and Financial bid on **02-02-2023 at 2.00 pm.** For details please visit office of the undersigned.
Sd/- Prodhan
Anandanagare Gram Panchyat

Office of The NAITY GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING E-TENDER NO. 011/NGP/2022, Date: 24/01/2023
NOTICE INVITING E-TENDER NO. 012/NGP/2022, Date: 24/01/2023
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 4(Four)Nos similar works. Date of Sale of Tender Form **25/01/2023 03.00 pm to 01/02/2023 03.00 pm.** Date of Opening of Tender **03/02/2022 at 3.00 pm.** For further details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Prodhan
Naity Gram Panchayat

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH
E-tender Inviting notice
Tender reference no: 237/SGPII/e-tender/15 th CFC(Tied)/2022-23 Sl No: 1 to 6. Date: 20/01/2023. Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Salap-2 gp under Domjur Panchayat Samity. For implementation of six(6) nos works within Salap-2 gp, Howrah. Details are available in: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Salap-2 GP, Domjur Panchayat Samity

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA
E-Tender is invited by the undersigned for the following works under NITs given below.

NIT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID	Date of opening
NIeT-17/CFC-BG/2022-23	Concrete Drain	27-01-2023	7	03-02-2023 up to 5 p.m.	06-02-2023
NIeT -18/CFC-BG/2022-23	Concrete Drain	27-01-2023	3	03-02-2023 up to 5 p.m.	06-02-2023
NIeT -19/CFC-BG/2022-23	Bathing Ghat	27-01-2023	4	03-02-2023 up to 5 p.m.	06-02-2023
NIeT -20/CFC-BG/2022-23	Concrete Road	27-01-2023	5	03-02-2023 up to 5 p.m.	06-02-2023
NIeT -21/CFC-BG/2022-23	Solar Lights	27-01-2023	2	03-02-2023 up to 5 p.m.	06-02-2023
NIeT -22/CFC-BG/2022-23	Road Protection Wall(Guard Wall)	27-01-2023	2	03-02-2023 up to 5 p.m.	06-02-2023
NIeT -23/CFC-BG/2022-23	Concrete Road	27-01-2023	2	03-02-2023 up to 5 p.m.	06-02-2023
NIeT -24/CFC-BG/2022-23	Concrete Drain	27-01-2023	3	03-02-2023 up to 5 p.m.	06-02-2023
NIeT -25/CFC-BG/2022-23	Tubewell & submersible	27-01-2023	3	03-02-2023 up to 5 p.m.	06-02-2023
NIeT -26/CFC-BG/2022-23	Samsan Shed	27-01-2023	1	03-02-2023 up to 5 p.m.	06-02-2023

For details please visit website **wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Onda 1 G.P

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER
Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work, vide following **Tender IDs – 2022_ZPHD_455138_1, 2022_ZPHD_455123_1, 2022_ZPHD_455133_1, 2022_ZPHD_455145_1, 2022_ZPHD_450147_1, 2022_ZPHD_455150_1.** The last date of online submission of the tenders is **31.01.2023.** Intending bidders are requested to visit the website **http://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.
Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah

মামলা তুলে নিতে চাপ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৪ জানুয়ারি ঃ দিঘার হোটেলে ডেকে ধর্ষণ, ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে ব্ল্যাকমেল, এমনই সব বিস্ফোরক অভিযোগ উঠেছে এক ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে। পূর্ব মেদিনীপুরের সেই মামলা গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই সেই মামলায় অভিযুক্তকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। মামলা তুলে নিতে চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। নির্যাতিতার মা অভিযোগ করেন, ধর্ষণের পর সামাজিক মাধ্যমে ওই ভিডিয়ো ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়েছিল তাঁর মেয়েকে। এরপর ফের দিঘার হোটেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে। নির্যাতিতার বাবার দাবি, ওই ঘটনার পর থেকে ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪০৭, তারিখ ১৯.০১.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং : ডিএসটিই/সিগ/টি/২৭/২২-২৩/এসএক, আরআরএসকে। অবস্থানসহ কাজের নাম:** শিয়ালদহ ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন কাজের (বিসিএম, পিকিউআরএস ও সিএসএম) সাথে যুক্ত সিগন্যালিং কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান :** ১,২২,৮৭,৩৭৭.৭১টাকা। **বায়নামূল্য / বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে :** ২,১১,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ৯ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ:** ০৭.০২.২০২৩। **টেন্ডার জমা করার শেষ তারিখ:** ২১.০২.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ:** ২১.০২.২০২৩ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে : www.ireps.gov.in কারিগরী যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতাকে গত ৭ (সাত) বছরে নিম্নলিখিত কাজের যে কোনও একটি অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে বা যথেষ্ট পরিমাণে সম্পন্ন করতে হবে, যেটি দরপত্র আহ্বান করা মাসের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত হয়েছে : (১) তিনটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (২) দুটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (৩) একটি অনুরূপ কাজের মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার 'ভি/এন' অথবা 'ভি', যেটি কম হবে, হতে হবে; যেখানে 'ভি' অর্থাৎ টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকায়, 'এন' অর্থাৎ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য দর আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদানের" গড় হিসেবে গণনা করা হবে। যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে তাহলে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি (এই টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত/চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের নিকট থেকে শংসিত যথাযথভাবে নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট দ্বারা সমর্থিত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটের কপি জমা করতে হবে। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবে :** টেন্ডার নথিপত্র অনুযায়ী। **সমপ্রকৃতির কাজ :** এই টেন্ডারের কাজের জন্য "প্যানেল ইন্টারলকিং অথবা রুট রিলে ইন্টারলকিং অথবা ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং অথবা আইবিএইচ অথবা অটোমেটিক সিগন্যালিং অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা এএফটিসি অথবা এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি" কাজকে সমপ্রকৃতির কাজ হিসেবে গণ্য করা হবে। **দ্রষ্টব্য:** টেন্ডারদাতাকে দরপত্রের প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত তাঁর/তাঁদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা প্রমাণপত্রে সমর্থনে নথিপত্র/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নে অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। (SDAH-273/2022-23)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

Notice Inviting Tender (NIT) E No:- WBPUR/PARA/UJGP/(15 th FC) NIT(E) : 01/ 2022-23 and NIT(E): 02/ 2022-23 Date:- 24/01/ 2023. Document download/Sell starting (online) from **24/01/2023 at 6 pm up to 03/02/2023 at 4 pm.** Bid Submission closing on **03/02/2023 at 4 pm.** Opening of Bid: **06/ 02/2023 at 12 Noon.** For details please visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Udaypur-Joynagar
Gram Panchayat

OFFICE OF THE
NOWHATU GRAM PANCHAYAT
At-Murulahar, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist-Purulia-723213
Memo No. 16/NGP/2023,
Dated: 20/01/2023
Notice
Pradhan Nowahatu Gram Panchayat invites E-tender as follows: **NIeT No.- 01(e)/NGP/ 2022-23 dt. 20/01/2023, for 10 nos. of scheme (Tender ID 2023_ZPHD_454996_1 to 2023_ZPHD_454996_5)** within the jurisdiction of Nowahatu Gram Panchayat. Last date of tender submission is **01.02.2023 up to 5.00 pm respectively.** Details may be obtained from website: **https:// wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Nowahatu Gram Panchayat

TENDER NOTICE
NIT-12, 13/2022-23, Dated-23/01/22 Separate E-Tender are hereby invited by Prodhan, Chandi GP, 24pgs(s). Last date & time of application for all NIT **31/01/2023 up to 2 pm.** Other details will be available from the **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)

শ্রী তুলসী অনলাইন.কম লিমিটেড
CIN : L99999WB1982PLC035576
রেজি. অফিস ঃ ৪, এন.এস. রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেলঃ investors@shreetulsionline.com,
ওয়েবসাইটঃ www.shreetulsionline.com
সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী ৩য় ত্রৈমাসিক
এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২
(দেখুন ধারা ৪৭(১) (বি) সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫)
(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২২	নয় নাস সমাপ্তে ৩১.১২.২২	চলতি তিন মাস শেষে ৩১.১২.২১
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে	০.১২০	০.৩৬০	০.১২০
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পূর্বে)	(২.৭২৩)	(১১.৫৯৩)	(২.৭১৬)
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(২.৭২৩)	(৬৩৩.৩৯৪)	(৪৯.২৪০)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(২.৭২৩)	(৬৩৩.৩৯৪)	(৪৯.২৪০)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	(২.৭২৩)	(৬৩৩.৩৯৪)	(৪৯.২৪০)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,৩৩৬.২৫৬	২,৩৩৬.২৫৬	২,৩৩৬.২৫৬
৭	সংরক্ষিত (রেভিলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে)	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে) মূল ও মিশ্র	(০.০১২)	(২.৭১১)	(০.২১১)

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্তে অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অবলাইজেশান অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জে- www.bseindia.com, www.cse-india.com ও www.msei.in.। একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.shreetulsionline.com।

বোর্ডের আদেশানুসারে
শ্রী তুলসী অনলাইন.কম লিমিটেড
বিনোদ কুমার বোথরা
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN : 00780848
তারিখ ঃ ২৪ জানুয়ারি, ২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

Office of The Khatra Gram-1No. Gram Panchayat
Vill-Khatra, PO-Khatra, Dist-Bankura
NIT No-06/Kh1/2022-23, Pradhan, Khatra Gram 1no. Gram Panchayat invites Tender of few Construction works in Khatra Gram 1no. G.P. are details of which are available Notice Board of Khatra Gram-1No. Gram Panchayat, PO- Khatra, Dist-Bankura
Sd/- Pradhan
Khatra Gram 1No Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The Executive Enginner (Electrical)/Lighting/ Zone-I, KMC invites e-tender online percentage Bid system for the following works:
(1) NIT No.: LTG/Z-1/BR-III/MKT/22-23/007
Name of the Work : **Renovation work of electrical wiring, LED tube fittings, exhaust fan & other electrical allied works in Kankurgachi MPL, Market Br-III**; Estimated Amount : **Rs. 2,97,166.97**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;
(2) NIT No.: LTG/Z-I/33/22-23/24
Name of the Work : **Improvement of street lighting arrangements and statue illumination at B. M. Road (Sarkar Math), Hemchandra Naskar Road & other areas in Ward No.-33**; Estimated Amount: **Rs. 3,98,290.09**; Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last Date & Time of Submission of Bid : **04.02.2023 at 12.00 noon** (for Sl. no. 1 & 2); The Bid forms and other details are available on and from **24.01.2023 at 09.00 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2).

The Executive Enginner (Electrical)/Lighting/ Zone-III, KMC invites tender online, two part Bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/286
Name of the Work : **Operation and maintenance of street lighting system in Ward no. 72**; Estimated Amount : **Rs. 4,93,325.00**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **366 Days**; Last Date and time of Completion of Bid : **04.02.2023 up to 12:00 noon**; The Bid forms and other details are available on and from **24.01.2023 from 04:00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**;
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/291
Name of the Work : **Installation of decorative lighting at Ballygunge Phari in Ward no. 68**; Estimated Amount (L.S.) : **Open Quotation**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last Date & Time of Submission of Bid : **06.02.2023 at 12.00 noon**; Bid opening date for Technical Propsals (Online) : **06.02.2023 at 05:00 p.m.**; The Bid forms and other details are available on and from **24.01.2023** at **05:00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/292
Name of the Work : **Operation & maintenance of street lighting system in Ward no. 74**; Estimated Amount : **Rs. 3,98,152.00**; Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **306 Days**; Last Date & Time of Completion of Bid : **02.02.2023 up to 02.00 p.m.**; Tender Opening Date : **03.02.2023 at 02:00 p.m.**;
(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/301
Name of the Work : **Installation of new motor driven pump with allied piping system works for over head water storage tank for fire fighting system at Khidirpur Health Unit in Ward no. 80**; Estimated Amount : **Open Quotation**; Earnest Money : **Two Percentage of Quoted Rate**; Period of Completion : **30 Days**;
(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/302
Name of the Work : **Operation & maintenance of street lighting system in Ward no. 76**; Estimated Amount : **Rs. 3,98,152.00**; Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **306 Days**;
(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/303
Name of the Work : **Operation & maintenance of street lighting system in Ward no. 83**; Estimated Amount : **Rs. 3,94,728.00**; Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **306 Days**;
(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/304
Name of the Work : **Supply & delivery of LED street light fittings at different places in Ward no. 82**; Estimated Amount : **Rs. 4,47,296.00**; Earnest Money : **Rs. 9,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;
(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/296
Name of the Work : **Operation & Maintenance of street lighting system in Ward no. 78**; Estimated Amount : **Rs. 3,97,510.00**; Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **306 Days**;
(9) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/297
Name of the Work : **Installation of street lighting system with energy saving ecofriendly LED fittings at 67/2C Diamond Harbour Road, 3/H/A/11 Mayurbhanj Road in Ward no. 78**; Estimated Amount : **Rs. 3,97,629.00**; Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;
(10) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/299
Name of the Work : **Operation & Maintenance of street lighting system in Ward no. 75**; Estimated Amount : **Rs. 3,97,724.00**; Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **306 Days**;
(11) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/300
Name of the Work : **Improvement of street lighting system at D.E.B. Road & other areas in Ward no. 79**; Estimated Amount : **Rs. 1,97,559.00**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date & Time of Completion of Bid : **06.02.2023 up to 02.00 p.m.** (for Sl. no. 4 to 11); Tender Opening Date : **07.02.2023 at 02:00 p.m.** (for Sl. no. 4 to 11); The Bid forms and other details are available on and from **24.01.2023 from 02:00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 3 to 11).
(12) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/298
Name of the Work : **Installation of mini mast lighting system & other electrical works at different crossings/places in Ward no. 78**; Estimated Amount : **Rs. 3,44,202.00**; Earnest Money : **Rs. 7,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date & Time of Completion of Bid : **07.02.2023 up to 02.00 p.m.**; Tender Opening Date : **08.02.2023 at 02:00 p.m.**; The Bid forms and other details are available on and from **28.01.2023 from 02:00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Enginner (Electrical)/Lighting/ Zone-IV, KMC invites tender online two part Bid system for the following work:
NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/261/22-23
Name of the Work : **Operation and maintenance of street lighting system at Durgapur Bridge & Jibananda Setu under Borough-X**; Estimated Amount : **Rs. 2,25,380.00**; Earnest Money : **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **365 Days**; Last Date & Time of Completion of Bid : **10.02.2023 up to 02.00 p.m.**; The Bid forms and other details are available on and from **28.01.2023 from 02:00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Enginner (Electrical)/Lighting/ Zone-VI, KMC invites tender online two Bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/EE_E/LTGVI/123/25/22-23
Name of the Work : **Lighting arrangement by energy efficient eco-friendly LED lights at Dhara Para, Sardar Para and adjacent no light zone areas in Ward no. 123**; Estimated Amount : **Rs. 1,91,469.00**; Earnest Money : **Rs. 3,900.00**; Period of Completion : **14 Days**;
(2) NIT No.: KMC/EE_E/LTGVI/126/28/22-23
Name of the Work : **Improvement of park lighting system at Geetanjali Park, Khudiram Pally Sisu Uddyan, Talpukur Road Park and surrounding artteas in Ward no. 126**; Estimated Amount: **Rs. 2,54,526.00**; Earnest Money : **Rs. 5,100.00**; Period of Completion : **20 Days**; Last Date & Time of Submission of Bid : **04.02.2023 at 12.00 noon** (for Sl. no. 1 & 2); Bid Opening date and time : **06.02.2023 at 02:00 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The Bid forms and other details are available on **24.01.2023** at **06:00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2).

The Director General (Market), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/MKT/HOGG/07/2022-23 (1st Call)
Name of the Work : **Installation of tube well and other ancillary works at fish range of S. S. Hogg Market**; Estimated Cost (including GST + CESS) : **Rs. 2,90,246.00**; Earnest Money : **Rs. 5,810.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date & Time of submission of Bid : **07.02.2023 at 11.00 a.m.**; Date and time of opening of bid : **09.02.2023 at 11:00 a.m.**; Debitable B.I. Code : **3541/800**; The Bid forms and other details are available on and from **30.01.2023** at **05:00 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in.**

The Director General (Bustee), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EEC/BS/22-23/207 (1st Call)
Name of the Work : **Development of C.C. passage at 2/80, 2/85 Gandhi Colony etc. (slum area) in Ward no. 98, Borough-X**; Estimate Amount (including GST & LWC) : **Rs. 4,95,245.36**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **60 Days**; Last Date & Time of submission of Bid : **13.02.2023 up to 11.00 a.m.**; Bid opening date and time for technical proposals : **16.02.2023 at 11:00 a.m.**; The Bid forms and other details are available on and from **03.02.2023 at 05:00 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in** and **https://www.kmcgov.in.**

The Executive Engineer (Civil)/Br-VIII, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EE(C)/Br-VIII/070/29/2022-2023/D (2nd Call)
Name of the Work : **Restoration of paver block footpath at 7/1, 52/A, 156A, 43 Sarat Bose Road, 4/1D, 28A, 71 Paddapukur Road, 21, 22/1 A.T.M. Road etc. in Ward no. 70 disturbed by CESC & Natural Wear & Tear**; Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,95,306.25**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date & Time of submission of Bid : **08.02.2023 at 12.00 noon**; Date of opening of tender : **10.02.2023 at 12:00 noon**; The Bid forms and other details are available on and from **31.01.2023 at 05:00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (Water Supply)/Br-XI, KMC invites e-tender for the following works (Submission of Bid through online):
(1) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/31/2022-23
Date : 20.01.2022-23
Name of the Work : **Maintenance of W/S networks by replacing & repairing of damage air valve at Ananda Pally, Saha Para & surrounding area in Ward no. 114, Borough-XI**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,92,740.42**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **45 Days**;
(2) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/28/2022-23
Date : 20.01.2022-23
Name of the Work : **Restoration of W/S Service pipe by stand post repair, leak repair, cutting & flushing, valve repair etc. at Purbo Putiary Road Bye Lanes surrounding in Ward no. 114, Borough-XI**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,94,942.56**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **45 Days**;
(3) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/30/2022-23
Date : 20.01.2022-23
Name of the Work : **Maintenance of W/S networks by replacing & repairing of damage air valve at Dinesh Pally, Ananda Pally & surrounding area in Ward no. 114, Borough-XI**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,86,737.99**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **45 Days**;
(4) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/29/2022-23
Date : 20.01.2022-23
Name of the Work : **Supplying & laying of 100mm dia D.I. pipe at Thakur Para near H/O-B.P. Bhattarcharjee to Akash Das, under slum area in Ward no. 114, Borough-XI**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,98,709.85**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **30 Days**; Last Date and time of online submission of tender : **16.02.2023 at 05:00 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4); Date and time of technical bid open (online) : **20.02.2023 at 01:00 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4);
(5) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/32/2022-23
Date : 21.01.2022-23
Name of the Work : **Restoration of W/S service pipe by leak repairing, cutting & flushing, valve repair, cap wash, disinfection of pipe, stand post repairing etc. at Dinesh Pally, Dhali Para Road Bye Lanes surounding in Ward no. 114, Borough-XI**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,93,313.69**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion : **45 Days**; Last Date & Time of Online submission of Tender : **17.02.2023 at 05.00 p.m.**; Date and time of technical bid open (online) : **21.02.2023 at 01:00 p.m.**; For full and further details, please visit the websites **https://www.etender.wb.nic.in. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only.** KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason (for Sl. no. 1 to 5).
1016/22-23

বারাসাত জংশন স্টেশনে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের জন্য ট্রেন নিয়ন্ত্রণ
বারাসাত জংশন স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম লাইন নং ৩ ও ৪-এর উপরস্থ পুরানো ফুট ওভারব্রিজ ভেঙে ফেলার জন্য, দমদম জংশন-বনগাঁ সেকশনে ২৫/২৬.০১.২০২৩ **(বুধবার/বৃহস্পতিবার)** তারিখ রাত্রে ০৭ ঘন্টার **(রাত ১১.৫০ মিনিট থেকে সকাল ৬.৫০ মিনিট পর্যন্ত) জন্য ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের** প্রয়োজন হবে। তদনুযায়ী, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে ঃ ● **ট্রেন বাতিল ঃ বুধবার ঃ** বনগাঁ-শিয়ালদহ– আপঃ ৩৩৮৬৩, ডাউনঃ ৩৩৮৫৬। **বৃহস্পতিবার ঃ** বনগাঁ-শিয়ালদহ– আপঃ ৩৩৮১১ ও ৩৩৮১৩, ডাউনঃ ৩৩৮১২ ও ৩৩৮১৬। দত্তপুকুর– আপঃ ৩৩৩৫৭, ডাউনঃ ৩৩৬১২, ৩৩৬১৬। হাবড়া– আপঃ ৩৩৬৫১, ডাউনঃ ৩৩৬৫২। শিয়ালদহ-হাসনাবাদ– ডাউনঃ ৩৩৫১২। বারাসাত-হাসনাবাদঃ আপ ৩৩৩১১ ও ৩৩৩১৩, ডাউন ৩৩৩১২। বারাসাত-শিয়ালদহ ঃ ডাউন ৩৩৪৩২। ● **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ ও সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু (বৃহস্পতিবার) ঃ** ৩৩৮১৪ বনগাঁ-শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে বামনগাছি-তে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ৩৩৮১৫ শিয়ালদহ-বনগাঁ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে বামনগাছি থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। ● **নিয়ন্ত্রণ ঃ** (১) ৩৩৮১৮ বনগাঁ-শিয়ালদহ লোকাল ব্লক বাতিলের আগে পর্যন্ত যাত্রাপথে বামনগাছি পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হবে। (২) ৩৩৮১৭ শিয়ালদহ-বনগাঁ লোকাল ব্লক বাতিলের আগে পর্যন্ত যাত্রাপথে বিরাটি পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হবে। **পুনর্নির্ধারণ ও যাত্রাপথে নিয়ন্ত্রণ ঃ** (১) ৩৩৫১১ ট্রেনটি ২৮ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ শিয়ালদহ থেকে **ভোর ৫.৪৮ মিনিটে** ছাড়বে এবং ব্লক বাতিলের আগে পর্যন্ত যাত্রাপথে মধ্যমগ্রাম পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হবে। (২) ৩৩৫১৪ ট্রেনটি ৩২ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ হাসনাবাদ থেকে **ভোর ৫.২০ মিনিটে** ছাড়বে এবং ব্লক বাতিলের আগে পর্যন্ত যাত্রাপথে বারাসাত প্ল্যাটফর্ম নং ১ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

GOSWAMI MALIPARA GRAM PANCHAYAT
Vill & P.O-Goswami Malipara
P.S-Dadpur, Dist-Hooghly, Pin-712305
E-Tender are invited by the Prodhan, Goswami Malipara Gram Panchayat for total 6 (Six) Nos. works. Tender title: **(i) GMGP/ 146(22-23) Dated-21/01/2023.** Bid submission Start date: **21/01/ 2023 at 18:00 Hrs.** Bid Submission end date: **31/01/2023 at 12:00 Hrs.** Bid Opening Date: **01/02/2023 at 12:00 Hrs.** Any other information may be had from the office of the undersigned on any working day or visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Goswami Malipara Gram Panchayat

OFFICE OF THE INDPUR GRAM PANCHAYAT
INDPUR, BANKURA
Notice inviting e- tender No: 18/15 TH FC/2022-23,
Memo No: 60/IND/IGP, Date: 20/01/2023
Notice inviting e- tender No: 19/15 TH FC/2022-23,
Memo No: 61/IND/IGP, Date: 20/01/2023
Pradhan, Indpur Gram Panchayat, invites percentage rate e- tender for the total 12(Twelve)nos. similar works. Source of Fund: 15 TH FC. Period of completion of work:- 30 Days. Date of Publishing e-Tenders-**21/01/2023 AT 6:00 PM.** Date of downloading the document from **24/01/2023 AT 6:00 P.M. up to 02/02/2023 AT 6:00 P.M.** Date of submission of Technical bid and Financial Bid **24/01/2023 AT 6:00 P.M. up to 02/02/2023 AT 6:00 P.M.** Date of deposit of original Demand draft against Earnest Money: **UP TO 03/02/2023 AT 4:00 P.M.** Date of opening Technical Bid at office of the Indpur Gram Panchayat- **06/02/2023 AT 2:00 P.M.** For details please visit office of the undersigned or may visit **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Indupur Gram Panchayat

রোহিত-শুভমনের সেঞ্চুরি

আবার সহজে সিরিজ জয় ভারতের

ইন্দোর, ২৪ জানুয়ারিঃ বিরাট রানের বোঝা মাথায় নিয়ে খেলতে নেমেছিল নিউ জিল্যান্ড। শুরুতেই হারাতে হয়েছিল উইকেট। ডেভন কনওয়ে পাল্টা লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিলেও পারল না কিউয়িরা। ভারতের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে চুনকাম নিউ জিল্যান্ড। মঙ্গলবার হন্দোরে ভারত জিতল ৯০ রানে। শুভমন গিল এবং রোহিত শর্মার শতরান এবং হার্দিক পান্ডিয়ার অর্ধশতরান জিতিয়ে দিল ভারতকে। তবে এই সহজ জয়ের পরেই প্রশ্ন উঠছে, বিশ্বকাপের আগে রোহিত শর্মাদের পরীক্ষা আদৌ হচ্ছে কি? কিছু দিন আগেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ খেলেছে ভারত। সেখানেও জয় এসেছে ৩-০ ব্যবধানে। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও ফলাফল একই। টানা দু'টি সিরিজ জয় রোহিতদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে রাখবে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে যে ধরনের লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে চেয়েছিল দল, তা এখনও পাওয়া যায়নি। বছরের শেষে এ দেশেই হওয়ার কথা এক দিনের বিশ্বকাপ। মাঠ বা পিচ হয়তো এ রকমই থাকবে। ফলে ভারতের পক্ষে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বিশ্বকাপ মানেই অঘটন। কোনও একটি দেশ ভারতের বিপক্ষে ভাল খেলে দিলে রোহিতরা নিঃসন্দেহে চাপে পড়বেন। আত্মবিশ্বাস থাকা যে রকম ভাল, তেমনই জিততে জিততে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস যাতে হয়ে না যায়, সে ব্যাপারে আগেই সতর্ক করেছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। ৩৮৬ রান তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় বলেই ফিন অ্যালেনকে হারায় নিউ জিল্যান্ড। দ্বিতীয় উইকেটে ১০৬ রানের জুটি গড়েন কনওয়ে এবং হেনরি নিকোলস। ৪২ রানে নিকোলস ফেরেন কুলদীপের বলে। এর পর ড্যারিল মিচেলের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে ৭৮ রানের জুটি গড়েন কনওয়ে। মিচেল ফেরার পর

ভরসা ছিল শুধু কনওয়ের উপরেই। কিন্তু তিনি উমরান মালিকের বলে আউট হতে নিউ জিল্যান্ডের আশা শেষ হয়ে যায়। পরের দিকে কোনও ব্যাটারই বিরাট রান তোলার মতো লড়াই দিতে পারেননি। ভারতের হয়ে তিন উইকেট নেন শার্দূল ঠাকুর, যিনি এক বার হ্যাটট্রিকের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। কুলদীপও তিনটি উইকেট পেয়েছেন। টস জিতে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন কিউই অধিনায়ক টম লাথাম। কিন্তু রোহিতদের ব্যাটিং দেখে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, সেই সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল কি না। রোহিত টসের সময় বলেন যে, তিনিও আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিতেন। শুরু থেকেই শুভমন এবং রোহিত দ্রুত রান তুলতে শুরু করেন। একের পর এক বল বাউন্ডারির বাইরে যায়। রোহিতের মারা শট গ্যালারিতে দ্বিতীয় স্ট্যান্ডে গিয়ে পড়ে। পিচের মধ্যে রোহিত যে ভাবে এগিয়ে এসে শট খেলছিলেন, তাতে ধারাভাষ্যকার রবি শাস্ত্রী বলেন, পিচের উপর নাচছেন রোহিত। যে ভাবে মাঠের বিভিন্ন দিকে বল পাঠাচ্ছিলেন তা দেখে মনে হচ্ছিল যে রোহিত নাচছেন। ১০ ওভারে ৮২ রান তুলেছিল ভারত। ৩৩ বলে অর্ধশতরান করেন শুভমন। এক দিনের ক্রিকেটে এটি তাঁর ষষ্ঠ অর্ধশতরান। রোহিত ৪১ বলে অর্ধশতরান করেন। এক দিনের ক্রিকেটে ৪৯তম শতরান করে ফেললেন ভারত অধিনায়ক। ইন্দোরের ছোট মাঠ সঙ্গে নিউ জিল্যান্ডের নির্বিষ বোলিং, ভারতের দুই ওপেনারকে এখনও পর্যন্ত কোনও পরীক্ষার মুখে ফেলতে পারেননি লকি ফার্গুসনরা। টিম সাউদি এবং ট্রেন্ট বোল্ট না থাকায় নিউ জিল্যান্ডের বোলিং আক্রমণে অভিজ্ঞতা এবং বৈচিত্রের অভাব স্পষ্ট। রোহিত করেন ১০১ রান। শুভমন ১১২ রান করেন। তাঁদের দাপটেই বড় রানের পথে ভারত। তিন নম্বরে নেমে বিরাট কোহলি ৩৬ রান করেন। ঈশান কিশন ১৭ রানে রান আউট হয়ে যান। সূর্যকুমার যাদব ১৪ রান করে আউট হয়ে যান। তাঁরা ক্রিজে টিকতে পারলে আরও বড় রান তুলতে পারত ভারত। ৫০ ওভারে ৩৮৫ রান উঠেছে। যে ভাবে শুরু করেছিল ভারত তাতে ৪০০ রান পার করে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু মাঝের ব্যাটাররা খেই হারালেন। শেষ বেলায় ৩৮ বলে ৫৪ করলেন হার্দিক। তিনটি চার এবং তিনটি ছক্কা মারেন তিনি। তাঁর এই ইনিংস না থাকলে আরও কম রানে থেমে যেতে পারত ভারত।

স্মৃতি-হরমনের দাপটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হেলায় হারাল ভারত

ইস্ট লন্ডন, ২৪ জানুয়ারিঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অনবদ্য ছন্দে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। বিশ্বকাপ শুরুর আগে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ত্রিদেশীয় সিরিজ চলছে। স্মৃতি মান্ধানা এবং হরমনপ্রীত কৌরের অনবদ্য জুটি, বোলারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৫৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হারাল ভারত। তৃতীয় উইকেটে ১১৫ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েন ভারতীয় দলের অধিনায়ক ও সহ অধিনায়ক। এই বিশাল জুটির সৌজন্যেই নির্ধারিত ২০ ওভারে মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে ১৬৭ রানের বড় স্কোর গড়ে ভারত। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪ উইকেটে ১১১ রান তোলে। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল ধারাবাহিকভাবেই ভালো খেলছে। দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হোক কিংবা এশিয়া কাপের মতো বহুদেশীয় প্রতিযোগিতা। কিন্তু সমস্যা একটা জায়গাতেই। আইসিসি প্রতিযোগিতায় ভারত ট্রফির সঙ্গে কিছুতেই দূরত্ব ঘোচাতে পারছে না। ফরম্যাট যাই হোক, সেমিফাইনাল কিংবা ফাইনালেই আটকে যাচ্ছে ভারত। ২০২০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম বার এই ফরম্যাটে ফাইনালে ওঠে ভারত। যদিও ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার, রানার্স হয়েই থাকতে হয়। গত বছর বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথ গেমসেও অনবদ্য ক্রিকেট খেলেছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ফাইনালেও জায়গা করে নিয়েছিল। সোনার পদকের ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার খুব কাছে ছিল। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার কাছেই হার এবং রুপোর পদকেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কমনওয়েলথ গেমসের পর থেকেই এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করে দেয় ভারত। বিশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ত্রি-দেশীয় সিরিজ। বিশ্বকাপও হবে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই। ইস্ট লন্ডনের বাফেলো পার্ক স্টেডিয়ামে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। শেফালি ভার্মা অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে খেলছেন। ত্রি-দেশীয় সিরিজে স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে ওপেন করছেন যস্তিকা ভাটিয়া। ২৩ বলে ১৮ রানে ফেরেন যস্তিকা। তিন নম্বরে নামা হরলীন দেওল ১১ বলে ১২ রানেই ফেরেন। ইনিংসের নবম ওভারে স্মৃতির সঙ্গে ক্রিজে যোগ দেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। এরপর শুধুই এই জুটির দাপট। স্মৃতি ৫১ বলে অপরাজিত ৭৪ রানের ইনিংস খেলেন। ১০টি বাউন্ডারি এবং ১টি ওভার বাউন্ডারি মেরেছেন তিনি। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ৩৫ বলে অপরাজিত ৫৬ রান করেন। ৮টি বাউন্ডারি মেরেছেন তিনি। ১৬৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ২৫ রানে ৩ উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দীর্ঘ সময় পর জাতীয় দলে ফেরা পেসার শিখা পান্ডে উইকেট না পেলেও ৪ ওভারে মাত্র ১৮ রান দেন। বোলিংয়ে ভারতের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন দীপ্তি শর্মা এবং রাধা যাদব। দীপ্তি ৪ ওভারে ২৯ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। রাধা যাদব ১ উইকেট নিলেও ৪ ওভারে দিয়েছেন মাত্র ১০ রান। অনবদ্য ইনিংসের সৌজন্যে ম্যাচের সেরা স্মৃতি মান্ধানাই।

গ্র্যান্ড স্লাম থেকে দু'কদম দূরে, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিতে সানিয়া

মেলবোর্ন, ২৪ জানুয়ারিঃ বিনা ঘাম ঝরিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন সানিয়া মির্জা-রোহন বোপান্না। কোয়ার্টার ফাইনালে ওয়াকওভার পাওয়ায় মেলবোর্নে মিক্সড ডাবলসের সেমিতে পৌঁছে গিয়েছে ভারতের মিক্সড ডাবলস জুটি। শেষ আটে সানিয়াদের প্রতিপক্ষ ছিল লাটাভিয়ান-স্প্যানিশ জুটি জেলেনা ওস্তাপেঙ্কো ও ডেভিড ভেগা হার্নান্ডেজ। ম্যাচে ওয়াকওভার দিয়ে দেওয়ায় শেষ চারে পা রেখেছেন টেনিস সুন্দরী। কেরিয়ারের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের থেকে আর মাত্র দু'কদম দূরে ভারতের টেনিস সুন্দরী। প্রথমবার ২০০৯ সালে মহেশ ভূপতির সঙ্গে জুটি বেঁধে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন মিক্সড ডাবলস খেতাব জিতেছিলেন সানিয়া। রোহন বোপান্নাকে সঙ্গী করে আরও একবার সানিয়ার সামনে গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের হাতছানি। শেষ ম্যাচ দেশীয় খেলোয়াড় বোপান্নার সঙ্গে জুটি বেঁধে উরুগুয়ে-জাপানি জুটিকে ৬-৪, ৭-৬ (১১-৯) স্ট্রেট সেটে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখেন সানিয়া। ম্যাচের শুরু থেকেই চালকের আসনে ছিলেন সানিয়া-বোপান্না। প্রতিপক্ষ উরুগুয়ে-জাপানি জুটি এরিয়েল বেহের ও

মাকাতো নিনোমিয়া হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেন। প্রথম সেট যখন ৩-৩ ব্যবধানে বোপান্না ও সানিয়া বিপক্ষের সার্ভ ভেঙে দেন। এরপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি। প্রথম সেটে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় সেটেও চলে লড়াই। ৩-৩ ব্যবধানে প্রতিপক্ষের সার্ভ ভেঙে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে মির্জা-বোপান্না জুটি। তবে শীঘ্রই তারা স্কোর ৪-৪ করে নেয়। টাইব্রেকারে ফাইনাল সেটে দুই পক্ষই নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেন। চাপের মুখে নার্ভ সামলে ম্যাচ জিতে নেন সানিয়ারা। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সানিয়ার কেরিয়ারের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম। ২০২৩ সালের শুরুতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অবসর ঘোষণা করে বড়সড় পোস্ট করেন। অনুরাগীদের হৃদয় ভেঙে টেনিস সুন্দরী জানান, ফেব্রুয়ারিতে দুবাই ওপেন খেলে কেরিয়ারে ইতি টানবেন তিনি। দুই দশকের দীর্ঘ কেরিয়ারের সমাপ্তির আগে গ্র্যান্ড স্লাম জিততে পারলে তা হবে সোনায় সোহাগা। সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছেন সানিয়া।

ভারতে খেলতে আসছেন রোনাল্ডো! কী ভাবে সম্ভব?

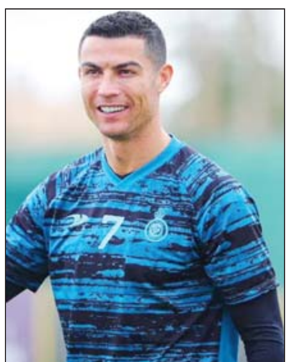

রিয়াধ, ২৪ জানুয়ারিঃ কেরিয়ারের সায়াহ্নে? বয়সের দিক থেকে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ক্ষেত্রে এমনটা বলাই যায়। কিন্তু ফিটনেসে! এখনও কয়েকটা বছর খেলবেন, এমন প্রত্যাশা করাই যায়। এ মরসুমেই সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরে রেকর্ড অর্থে সই করেছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার। দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে আল নাসেরে অভিষেকও হয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। তাঁর দল জিতেছে, তিনি অবশ্য গোল করতে পারেননি। তবে প্রথম ম্যাচেই পারফরম্যান্সে সমর্থকদের মুগ্ধ করেছেন। রোনাল্ডোর অভিষেক ম্যাচে আল নাসের জিতে সৌদি লিগের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠেছে। ইউরোপিয়ান ফুটবলের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কে ইতি টেনে সৌদি আরবে এসেছেন রোনাল্ডো। ভারতে খেলতে এলে কেমন হয়? সেই সম্ভাবনাও কিন্তু রয়েছে। কী ভাবে! কাতারেই সম্ভবত কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ খেলে ফেলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বিশ্বকাপ শুরুর আগে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং লিওনেল মেসিকে নিয়ে আলোচনা ছিল তুঙ্গে। বর্তমান প্রজন্মেই শুধু নয়, সর্বকালের অন্যতম সেরার তালিকায় এই দু-জনের মধ্যে কে! কাতারে অবশ্য হতাশার কেটেছে রোনাল্ডোর। গ্রুপ পর্বে এক ম্যাচে গোল করেছেন। এরপর থেকে শুধুই হতাশা। অন্য দিকে, বিশ্বকাপ জিতে লিওনেল মেসি প্রমাণ করে দিয়েছেন, তাঁকে সর্বকালের সেরা বলাই যায়। সদ্য রিয়াধে পিএসজি-র হয়ে খেলতে এসেছিলেন লিওনেল মেসিও। রোনাল্ডো-বনাম মেসি দ্বৈরথ জমে উঠেছিল। পিএসজি ৫-৪ ব্যবধানে ম্যাচ জিতেছে। মেসি এক গোল করেছেন। রোনাল্ডো জোড়া গোল। ভারতীয় ফুটবলে অনেক কিংবদন্তির পা পড়েছে। লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হয়েছিল ভারতেই। কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়ামে। এ বার কী ভারতে খেলতে দেখা যাবে রোনাল্ডোকে! সম্ভাবনা রয়েছে। সৌদি প্রো লিগে এক নম্বরে রয়েছে আল নাসের। শেষ অবধি এই ছন্দ ধরে রাখতে পারলে এবং আল নাসের যদি লিগ জেতে, এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে আল নাসের। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের খেতাবজয়ী দলও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলবে। ভারত এবং সৌদি আরব দু-দেশই এএফসির ওয়েস্ট রিজিয়নে। আল নাসের এবং আইএসএল চ্যাম্পিয়ন দল যদি একই গ্রুপে পড়ে, সে ক্ষেত্রে এ বছরের শেষেই ভারতে খেলতে আসবে আল নাসের। সবটাই এখন নির্ভর করছে, আল নাসেরের পারফরম্যান্স, এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যোগ্যতা অর্জন এবং ড্র-তে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন এবং আল নাসেরের একই গ্রুপে পড়া।

ইডেনের পিচ নিয়ে কিউরেটরের উপরই দায় চাপাল সিএবি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারিঃ খেলা শুরু হতে ৪ ঘণ্টা দেরি। প্রথম দিনে মাত্র ৩৫ ওভার খেলা হল। দু'টি সেশন নষ্ট। রঞ্জিতে গ্রুপ পর্বে বাংলার শেষ ম্যাচ শুরু হল বিতর্ক দিয়ে। পিচ ভেজা থাকায় নির্ধারিত সময়ে খেলা শুরুই করা গেল না। এই দায় কার? বাংলার ক্রিকেট সংস্থার তরফে সব দায় ঝেড়ে ফেলা হল। বোর্ডের কিউরেটর অশোক বর্মার কাঁধেই সব দায় চাপিয়ে দিল সিএবি। পিচ নিয়ে আর ভাবতে রাজি নয় বাংলা দলও। টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন মনোজ। ৩৫ ওভারে ওড়িশা ৯৬ রান তোলে। দু'টি উইকেট নেয় বাংলা। একটি করে উইকেট আকাশ

দীপ এবং ঈশান পোড়েলের। দিনের শেষে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্ল বলেন, ''উইকেট ভেজা ছিল। শেষ দু'দিন রোদ ওঠেনি। সেই কারণেই মনে হয় এটা হয়েছে। আমাদের গত কাল মনে হয়েছিল যে পিচ ভেজা। আমরা ম্যাচ রেফারি বা কাউকেই কিছু বলিনি। সকালে আম্পায়াররা মনে করেছিলেন যে পিচ ভেজা। তাই দেরিতে খেলা শুরু হল। এখন তো স্থানীয় কিউরেটরের হাতে দায়িত্ব থাকে না। বাইরের কিউরেটর মনে হয় বুঝতে পারেননি। একটু ভুল করে ফেলেছেন। এর জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার কোনও মানে নেই।''

কেন বার্সেলোনায় আর ফিরবেন না লিওনেল মেসি?

বুয়েনস আইরেস, ২৪ জানুয়ারিঃ বার্সেলোনার যুব দল থেকেই উত্থান হয়েছিল তাঁর। সিনিয়র টিমে পা দেওয়ার পর দ্রুত সাফল্যের শিখরে উঠে পড়েছিলেন। ধীরে ধীরে বিশ্বের সেরা ফুটবলারের তালিকাতেও ঢুকে পড়েছিলেন লিওনেল মেসি। স্প্যানিশ ক্লাবের হয়ে প্রচুর সাফল্য পেয়েছেন। সাফল্য দিয়েছেন ক্লাবকেও। কিন্তু বার্সা ছেড়ে সেই মেসিকেই চলে যেতে হয়েছিল প্যারিস সাঁজাতে। সেও ছিল এক নায়কীয় পরিস্থিতি। বার্সা ছাড়ার আগে শেষ যে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন, তাতে কেঁদে ফেলেছিলেন এলএম টেন। পিএসজির সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে আসছে আর্জেন্টেনিয়ানের। ট্রান্সফার মার্কেটে গুঞ্জন, মেসি ফিরতে পারেন বার্সেলোনায়। তা কি সম্ভব? কী বলছে মেসির ঘনিষ্ঠমহল? বার্সেলোনার হয়ে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে খেলেছেন মেসি। স্প্যানিশ ক্লাব তো বটেই, বিশ্বের ক্লাব ফুটবলেও তিনি অন্যতম সফল ফুটবলার। ৭৭৮টা ম্যাচ খেলেছেন বার্সার হয়ে। করেছেন ৬৭২টা গোল। সঙ্গে ৩০৩টা গোল করিয়েছেন সতীর্থদের দিয়ে। সেই মেসি তার পরও খুশি নন তাঁর পুরনো ক্লাব নিয়ে। এই দু'বছরে পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে অনেকটাই। বার্সা যেমন নতুন প্রজন্মকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। তেমনই মেসিও বিশ্ব ফুটবলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। কাতার বিশ্বকাপ জিতে সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলারের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন। সেই সঙ্গে মেসিও এসে গিয়েছেন তাঁর ফুটবল জীবনের প্রান্তিক স্টেশনে। এই পরিস্থিতিতে মেসি যে আর নতুন করে ফিরে যেতে চাইছেন না বার্সায়, তা খানিকটা হলেও স্পষ্ট। মেসির এক ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক গাটসন এদুল দাবি করেছেন, পিএসজি যদি ছাড়তেও হয়, তা হলেও বার্সেলোনায় ফিরবেন না মেসি। তার অন্যতম কারণই হল, স্প্যানিশ ক্লাবের বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছে। গাটসনের কথায়, ''এই মুহূর্তে মেসির সঙ্গে বার্সার বোর্ডের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। মেসি ওর পুরনো ক্লাব বার্সেলোনাকে আজও একই রকম ভালোবাসে। কিন্তু পরিস্থিতি আর আগের মতো নেই। কর্তাদের সঙ্গে সম্পর্কও বেশ জটিল হয়ে গিয়েছে। তার কারণই হল, বার্সা আর ওর মধ্যে শেষটা ভালো ছিল না।'' অতীত যে মেসি ভুলতে পারেননি, তা বোঝাই যাচ্ছে। গাটসন বলছেনও, ''সম্পর্ক ভালো না হওয়ার কারণেই মেসি আর ওর পুরনো ক্লাবে ফেরার কথা ভাবছে না। যাই ঘটুক না কেন, মেসি বার্সায় ফিরবে না।''

পিএসজির গোল উৎসবের ম্যাচে এমবাপের ৫

পুঁচকে প্রতিপক্ষ পেয়ে যেন ছেলেখেলায় মেতে উঠল পিএসজি। হতে থাকল একের পর এক গোল। কিলিয়ান এমবাপে একাই করলেন পাঁচটি। ফরাসি ফুটবলের ষষ্ঠ সারির ক্লাব পি দে কেসেল গোলে ভাসিয়ে ফরাসি কাপের শেষ ষোলোয় উঠল ক্রিস্তফ গালতিয়ের দল।

প্যারিস, ২৪ জানুয়ারিঃ অপেশাদার ফুটবলারে ভরা দল, খেলে ফরাসি লিগের ষষ্ঠ স্তরে। এমন দলের বিপক্ষে প্রায় পুরো শক্তির দলই নামিয়ে দিলেন পিএসজি কোচ ক্রিস্তফ গালতিয়ের। এরপর যেমনটি হওয়ার, তা-ই হয়েছে। পেইস দি কাসেলের বিপক্ষে এক এক করে ৫ বার বল জালে পাঠিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে। গোল করেছেন নেইমারও। ফ্রেঞ্চ কাপের রাউন্ড অব ৩২-এর ম্যাচটি পিএসজি জিতেছে ৭-০ ব্যবধানে। ফ্রান্সের নর্ড বিভাগের কয়েকটি ছোট ক্লাব অঙ্গীভূত হয়ে পেইস দি কাসেল পথচলা শুরু করে ২০১৮ সালে। ফরাসি ফুটবলের ষষ্ঠ স্তর রিজিওনাল ওয়ানে খেলা ক্লাবটি ফ্রেঞ্চ কাপের রাউন্ড অব ৬৪-এ চতুর্থ স্তরের দল ওয়াসকুয়েহালকে টাইব্রেকারে হারিয়ে পিএসজির প্রতিপক্ষ হয়। কাসেলের নিজস্ব বড় মাঠ নেই। ম্যাচ আয়োজন করা হয় লিগ ওয়ানের ক্লাব লাসের বোলায়ের্ট-দেলেলিস স্টেডিয়ামে। পিএসজি কোচ লিওনেল মেসিকে বিশ্রামে রেখে প্রায় পুরো শক্তির দল মাঠে নামিয়ে দেন। তবে পুঁচকে কাসেলের বিপক্ষে প্রথম গোল পেতে

প্রায় আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। এর আগে ট্যাকল করে হলুদ কার্ডও দেখে ফেলেন নেইমার। ২৯তম মিনিটে পিএসজিকে প্রথম গোলটি এনে দেন এমবাপে। নুনো মেন্ডেজের ক্রস থেকে পাওয়া বল সহজেই জালে জড়িয়ে দেন। চার মিনিট বাদেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নেইমার। পরপর ২ গোল হজমের পর রক্ষণে এলোমেলো হয়ে পড়ে কাসেল। ৩৪ ও ৪০তম মিনিটে আরও ২ গোল করে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন এমবাপে। এ নিয়ে দুই মাসে দুটি হ্যাটট্রিক করলেন ২৪ বছর বয়সী এই ফরাসি স্ট্রাইকার। আগের হ্যাটট্রিকটি করেছেন বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে। প্রথমার্ধে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণের ধার কমায়নি পিএসজি। ৫৬ ও ৭৯তম মিনিটে আরও ২ গোল করে রেকর্ড বইয়ে নাম লেখান এমবাপে। পিএসজির ইতিহাসে এই প্রথম কেউ ৫ গোল করলেন। এক ম্যাচে ৫ গোল করে পিএসজি ইতিহাসে আরও একটি জায়গায়ও এগিয়ে গেছেন এমবাপে। প্যারিসের ক্লাবটির হয়ে সবচেয়ে বেশি ২০০ গোল করেছেন এডিনসন কাভানি। উরুগুইয়ান ফরোয়ার্ডকে ছুঁতে আর মাত্র ৪ গোল দরকার ফরাসি তারকার। দ্বিতীয়ার্ধে এমবাপের ২ গোলের মাঝে ৬০তম মিনিটে আরেকটি গোল করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার কার্লোস সোলের। বড় জয়ের পর অবশ্য কোয়ার্টারে ওঠার লড়াইয়ে সহজ প্রতিপক্ষ পাচ্ছে না পিএসজি। শেষ ষোলোয় এমবাপেদের প্রতিপক্ষ অলিম্পিক মার্শেই।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501